সপত্নী সরো

যথার্থ ঘটনামূলক উপাখ্যান।

শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত

এবং

হুগলী হইতে প্রকাশিত।
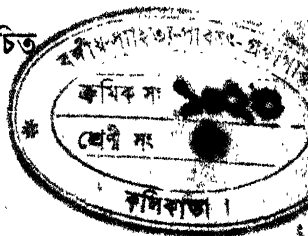
"O beware, my lord, of jealousy;
It is the green-eyed monster, which doth mock
The meat it feeds on."

Shakspere.—Othello.

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

কলিকাতা,—শোভাবাজার রাজা কালীকৃষ্ণের লেন ৩০ নং ভবনস্থ

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯৩১।
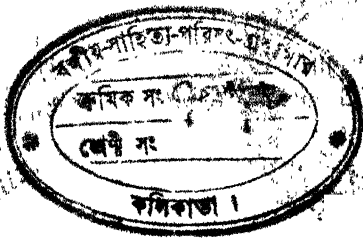
সপত্নীসরো

প্রথম অধ্যায়।
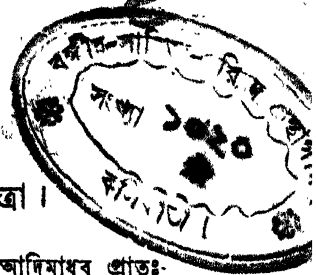
আদিমাধব গোস্বামীর বিদেশ যাত্রা।

চান্দ্র কার্ত্তিক পৌর্ণমাসী দিবসে অতি প্রত্যুষে আদিমাধব প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া শিষ্যকে কহিলেন "আমি পতিসার গ্রামে চলিলাম। কাল শুদ্ধ আছে। কএকজন মন্ত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু দূরদেশ। পর্য্যটন কষ্টসাধ্য। কি করি"। আদিমাধব অদ্বৈতবংশ্য। গোস্বামী। ভাগীরথীর পূর্ব্ব প্রদেশে স্থানে স্থানে তাঁহার অনেক শিষ্য সেবক ছিল ও প্রায় প্রতি বৎসরই তথায় গিয়া বার্ষিক সাধিয়া আনিতেন। তাহাতেই সংসার ধর্ম্ম চলিত এবং ক্রিয়া কলাপও হইত। শিষ্য ললিত কহিলেন "যে আজ্ঞে"। "কিন্তু আজি পূর্ণমাসী তিথি"। মাধব জিজ্ঞাসিলেন "তায় ক্ষতি কি"?

ললিত কহিলেক ঐ তিথি জ্যোতিষমতে অযাত্রিক। "পক্ষান্তে নিষ্ফলা যাত্রা"। মাধব কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন "বটে বটে"। তবে কালি প্রাতে যাত্রা করিব"। ললিত কহিলেক "সেই উত্তম"। কৃষ্ণা প্রতিপদ্ তিথি শুভদাত্রী হইবে"।

ললিত নব্য হইলেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও তজ্জন্য গোস্বামী তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ললিত বাটীতে সংবাদ দিয়া যথোচিত আয়োজন করিতে লাগিল। গোস্বামী পরদিন প্রত্যুষে যাত্রা করিবেন এই স্থির করিলেন। সমভিব্যাহারে পুরাতন ভৃত্য দুর্লভ যাইবেক। যে হেতু সে পথ ঘাট্ বিলক্ষণ সুজ্ঞাত ছিল ও আদিমাধবের পিতা পিতামহের সহিত কখন কখন গমনাগমন করিয়াছিল। কথা বার্ত্তায় দিবাবসান হইলে সন্ধ্যার পর গোস্বামী শিষ্যকে লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। সে দিন সায়ংসন্ধ্যা ছিল না। ভৃত্য সম্মুখে বসিল। সে প্রবীণ লোক। বাটীর মধ্যে কাহাকেও ভয় করিত না এবং বৃত্তি সাধিয়া আনিতেও তাহার বিলক্ষণ পটুতা ছিল। আদিমাধব তাহাকে উক্ত গ্রামের আধুনিক অবস্থা ও পথ ঘাটের বিবরণ জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। কথোপকথনে রাত্রি হইয়া উঠিল। পরদিন প্রত্যুষে আদিমাধব প্রাতঃস্নানান্তে ললিতকে ডাকিয়া কহিলেন "তবে আসি"—"তুমি শ্রীপাট রক্ষা করিবে"। ললিত "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রণাম করিল ও পেটিকার মধ্যে গোস্বামীর নামাবলী ও গ্রন্থাদি যাহা রাখিয়াছিল তাহা একে একে দেখাইয়া দিল। মাধব "শ্রীহরি" বলিয়া যাত্রা করিলেন। প্রাচীন ভৃত্য পেটিকা মাথায় লইয়া গোস্বামীর অনুগামী হইল।

কিয়দ্দূরে গোস্বামী জাহ্নবী পার হইয়া দেখিলেন যে দুই দিকে দুই পথ গিয়াছে; কোন্ পথে যাইবেন তাহা হঠাৎ স্থির করিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। বোধ হয় আদিমাধব এ পথ দিয়া পূর্ব্বে আর কখন গমনাগমন করেন নাই। সমভিব্যাহারী ভৃত্য কহিল "ঠাকুর—আমাকেও যেন কেমন কেমন ঠেক্‌চে—আর বেলাও হয়েছে, এইখানে সেবা হউক"। "পথের নির্ধাস না হ'লে হঠাৎ

যাওয়া হয় না ”—“ সে কথাও বটে ”। প্রাচীন ভৃত্যের প্রস্তাবে মাধব সম্মত হইয়া সমীপবর্ত্তী আপণে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া সংক্ষিপ্ত মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বিদায় হইলেন। ও পথিকগণের স্থানে পথের তথ্য লইয়া নিঃসন্দেহে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলা তৃতীয় প্রহর হইল ও পথশ্রান্ত হইয়া বিস্তীর্ণ শাখা-পল্লব-বিশিষ্ট প্রবীণ বটবৃক্ষের মূলে বসিয়া শ্রম দূর করিতে লাগিলেন। প্রাচীন ভৃত্য পেটিকা ভূমে রাখিয়া তামাক্ টানিতে টানিতে নিদ্রাকৃষ্ট হইল ও বৃক্ষমূলে পড়িয়া সুনিদ্রিত হইল। সম্মুখে দীর্ঘ জলাশয়। স্থান অতি নির্ম্মল ও সুশীতল। উভয় পার্শ্বে আম্রের উপবন। সম্মুখে শিবালয়। আদিমাধব মনোহর স্থান দেখিয়া পুলকিত হইলেন ও পেটিকা হইতে আসন বাহির করিয়া তাহার উপর উপবেশন করিলেন ও মনে মনে কহিতে লাগিলেন “কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি, না হয় সন্ধ্যার সময় কোন নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়া অতিথি হইব ”। “আমি অদ্বৈতবংশ্য ; সর্ব্বত্রেই পূজ্য— কে-না স্থান দিবেক ”। মাধব তরুমূলে আসীন হইয়া ইত্যাদিরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে কতিপয় পথিক তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় কান্তিযুক্ত গোস্বামীকে দেখিয়া ধরাবনত প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। আদিমাধব উভয় হস্ত তুলিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও জিজ্ঞাসিলেন “কতদূরে গ্রাম পাইব ”। পথিকেরা উত্তর করিল—“ বহুদূরে নয় ”।

“ কতদূর ? ”

“ তিন ক্রোশের মধ্যে হবে ”।

“ কোন্ গ্রাম ? ”

“ পতিলার গ্রাম ”। : “ তথায় রাজবাড়ীও আছে ”।

আদিমাধব মাথা তুলিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টে কিঞ্চিৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন ও মনোমধ্যে কহিতে লাগিলেন—"পতিসারে পিতার অনেক শিষ্য আছে আমার কাহারও নাম মনে নাই"। "যা হউক গুরুকে কেহ বিস্মৃত হ'বে না"। "সরস্বতী দাসী দীক্ষিত হবে, এ আমার মনে হ'তেছে তাহার লোক এসেছিল"। "এরূপ দশ পাঁচ জন মন্ত্র গ্রহণ কর্লেই দশ্ টাকা লাভ হ'বে"।

আদিমাধব মনে মনে এই রূপ লাভের আলোচনা করিতে লাগিলেন। পথিকেরা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। পাঠক মহাশয়রা অবশ্য বিদিত থাকিবেন যে, গোস্বামীরা যবনজাতি ভিন্ন আর প্রায় সর্ব্ব প্রকার বর্ণকে মন্ত্র দিয়া থাকেন। পতিসার গ্রামে মাধবের পিতার অনেক শিষ্য ছিল ও তাহার প্রায় অধিকাংশই নবশাক।

আদিমাধব পূর্ব্বে কখন পতিসার গ্রাম দেখেন্ নাই। লোক মুখে গ্রামের কাহিনী শুনিয়া ক্রমশঃ তাঁহার তথায় গমনের স্পৃহা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহার পর নিবিড় বৃক্ষাবলীর অন্তরালে আসিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টে দেখিলেন যে বেলা প্রায় অবসান হইয়া আইল। ও সত্বরে আসিয়া ভৃত্যকে জাগাইলেন। প্রাচীন ভৃত্য চক্ষুঃ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া পেটিকা মাথায় লইল ও গোস্বামী "শ্রীহরি" স্মরিয়া প্রস্থান করিলেন। গোস্বামী প্রায় সার্দ্ধ দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে সন্ধ্যা হইল ও তত্রত্য পথের পার্শ্ববর্ত্তিনী পুষ্করিণীর ঘাটে পাদপ্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। এমত কালে তথায় দেখিলেন যে গেরুয়া বসন পরিহিত দীর্ঘ কোঁটাযুক্ত দৃষ্টতঃ ব্রাহ্মণ এক জন তথায় সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেছে ও আদিমাধবের ব্রাহ্মণ বেশ দেখিয়া ঈষন্নত মস্তকে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

আদিমাধব সম্মান পূর্ব্বক হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলেন।

প্রাচীন ভৃত্য পেটিকা রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত রহিল। উভয়ের সায়ং-সন্ধ্যা সমাপন হইলে আদিমাধব জিজ্ঞাসিলেন—"দেব্‌তা নিবাস কোথায়?" পথিক দ্বিজ কহিলেন "বহুদূর," "সম্প্রতি পতিসারে গিয়া রাত্রি যাপন করিব"। আদিমাধব অনপেক্ষিতরূপে অভিলষিত পথিক পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন ও ক্রমে ক্রমে পরস্পরের পরিচয় হইল। কিন্তু সহযোগী পথিকের লোহিত বসন দেখিয়া আদিমাধবের ক্রমে ক্রমে শঙ্কার উদ্রেক হইতে লাগিল ও পরিশেষে কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা দেখিয়া নিশ্চয় জানিলেন যে এ ব্যক্তি ঘোর শাক্ত হইবে। ও তখনি তাঁহার সঙ্গ বর্জ্জনেচ্ছা করিলেন। পাঠক মহাশয়ের অবশ্য বিদিত থাকিবে যে অদ্বৈতবংশ্য ঘোর বৈষ্ণব ও শাক্তের প্রতি তাঁহাদের চিরবৈরিত্ব ও দ্বেষ আছে। আদিমাধব কহিলেন "দেবতা, আমিও পতিসারে যাইব"। "কিন্তু সন্ধ্যা আগত এবং গ্রাম ও কিয়দ্দূর আছে"। "বিশেষতঃ পথ পর্য্যটনে আমি শ্রান্ত হইয়াছি, আজ্ নিকট-বর্ত্তী কোন গ্রামে নিশি প্রবাস করিব"। লোহিতবাস দ্বিজ কহিলেন "যেরূপ আপনার ইচ্ছা"।———

দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়া উঠিল। পতিসার গ্রাম তখনও কিঞ্চিৎ দূরে আছে। পরিশ্রান্ত গোস্বামী ধীরে ধীরে সমীপবর্ত্তী গোপের গ্রামে গিয়া অতিথি হইলেন ও তথায় রাত্রি বাস করিয়া পরদিন প্রাতে প্রস্থান করিলেন। কিঞ্চিৎদূর গমন করিলে পতিসার গ্রাম নিকট হইল ও আদিমাধব অন্তর হইতে গ্রামের শুভ্রকায় ইষ্টকালয় ও দেউল ও প্রাচীর প্রভৃতি দেখিতে পাইয়া কহিলেন "আহা!

কি মনোহর দর্শন!" পরে বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় গ্রামের নীচে শ্বেতবাহিনী নদীর তটে আসিয়া স্নান পূজা করিলেন ও যৎ-কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া নদী পার হইয়া গ্রামে উপনীত হইলেন ও চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—"কি অপূর্ব্ব গ্রাম!"—ও অনি-মেষ নয়নে ভূম্যধিকারীর অত্যুচ্চ অট্টালিকা দেখিতে লাগিলেন এবং মনে মনে কহিলেন—"বুঝি এই রাজ নিকেতন হইবে"। তাহার পর জানিলেন যে তাহা রাজবাটী বটে ও তাহার কমনীয় শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

ভূম্যধিকারীর মনোহর ভদ্রাসন ভবন গ্রামের প্রায় মধ্যস্থলে ছিল আর ঐ শুভ্রকান্তি সুন্দর পুরী দুর্গম গড়ে বেষ্টিত। লৌহময় বহির্দ্বারের সম্মুখ হইয়া রাজপথ পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে রোপিত সুচারু দেবদারু তরু রাজিতে পথের সম্যক্ শোভা বৃদ্ধি হই-য়াছে। গ্রীষ্মকালে সন্তপ্ত ও বিশ্রান্ত পথিকেরা তাহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া বিরাম করিত। তরুগণ উভয় শ্রেণীতে এরূপ সুরোপিত যে তাহাদের মধ্যে প্রথমতঃ পরস্পর যে স্বল্প বিচ্ছেদ ছিল, তাহা কালে লোপ হইয়া তাহাদের বিচিত্র শাখা পল্লব ও জটাজূট একত্র মিলিয়া নীলীবর্ণ চন্দ্রাতপের ন্যায় এরূপ নিবিড় হইয়াছিল যে মধ্যাহ্ন-রবির কিরণও তাহা ভেদ করিতে পারিত না। এই পথের দক্ষিণে ও বামে মনোহর পুষ্পোদ্যান ও প্রস্ফুটিত নানা জাতি কুসুমের সুবাসে মলয়া-নিল ভারাক্রান্ত হইয়া অবিরত যে সৌরভ বিস্তার করে তাহাতে মুনি-মানসও লম্বিত হয়। ফলতঃ পুষ্পোদ্যানের অপরূপ শোভা দেখিলেই বোধ হয় বুঝি বসন্ত বারমাসই এই স্থানে বাস করেন। পুষ্পোদ্যানের উত্তর দিগে অমরবাঞ্ছিত সুখদ জলাশয় ও তৎসম্মুখে বিবিধ দেবালয়-

শিবালয়—দোলমঞ্চ—রাসমঞ্চ, পাঠশালা ও অতিথিশালা। তাহাতে পুরীর এরূপ শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল যে পথিকেরা গমন কালে নির্নিমেষ নয়নে তাহা লক্ষ্য করিতে করিতে গমন করে। গ্রামের নীচে শ্বেতবাহিনী নামে নদী। তাহার জল নির্ম্মল ও সুশীতল এবং বার মাস স্রোত বহিতেছে। লোকে কহে যে ঐ নদী ভগবতী গঙ্গাদেবীর অঙ্গজা। এ কারণ তাহার বারি পবিত্র জ্ঞানে গ্রামস্থেরা পারলৌকিক মঙ্গলার্থে তাহাতে অনুদিন অবগাহন করে। বিশেষতঃ দশহরা ও বারুণ্যাদি যোগে ও গ্রহণাদিকালে আবাল বৃদ্ধ বনিতারা দিগ্‌দেশ হইতে আসিয়া স্নান করিয়া থাকে। তটিনীর উভয় তটেই মনোহর ঘাট—তাহা রজত পাটের ন্যায় শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। দ্বিজেরা তাহাতে বসিয়া দেব পূজা করেন। স্ত্রী পুরুষের অবগাহনের পৃথক্ পৃথক্ ঘাট। স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারার্থ ঘাট উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ও তাহাতে অবগাহনের স্থান অতি বিরল হওয়াতে কুল-নারীরা অকুতোভয়ে স্নান করেন।

ভূম্যধিকারীর সিংহদ্বারের সম্মুখেই ইনস্পেক্টরের থানা। আর ঐ বিপুল বিস্তীর্ণ গ্রাম প্রায় সর্ব্ব প্রকার জাতিতে পরিপূর্ণ এবং বসতিরও সুচারু শৃঙ্খলা। সমস্ত ভদ্রজাতির বাস এক ভাগে ও অন্ত্যজ বর্ণেরা স্বজাতীয়ের মধ্যে অপর ভাগে বাস করিয়াছে। আর ক্রিয়াবান্ নবশাকেরা সৎসমাজেই বাস করিতেছে। সংস্কৃত পাঠার্থে গ্রামে চৌবাড়ী আছে। স্বর্গীয় ভূম্যধিকারী অপূর্ব্ব বৃত্তি দানে ঐ সকল বিদ্যালয়কে এক প্রকার চিরজীবী করিয়াছেন। তাহাতে অধ্যাপক ও অধ্যাপিতেরা উভয়েই উপকৃত হইয়াছিল। আর এই সমস্ত সৎকার্য্যের নিমিত্ত স্বর্গীয় ভূম্যধিকারীর বদান্যতার খ্যাতি শব্দ ধীরগণেরা করিতেন।

স্বর্গীয় ভূম্যধিকারীর স্থাপিত চক্ যাহাকে লোকে “রাজার চক্” বলিয়া ব্যাখ্যা করিত, সেই রাজার চকে প্রতিদিন বাজার হয়।—ও তাহাতে অসংখ্য লোক আসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে। এতদ্ভিন্ন বহু গঞ্জ গোলা ও হাট্‌খোলা আছে—তাহাতে দান তোলার অনুমতি নাই।

গ্রামের নীচে বহতা নদী থাকায় গ্রামের বাণিজ্যের বিস্তার আছে। এবং উদয়াস্ত কালের মধ্যে হাট্ ঘাট্ অলি গলি কোনখানেই ব্যবসায়ের বিরাম নাই। সকলেই স্বজাতিসিদ্ধ ব্যবসায়ে ব্যস্ত। তাহাতে বিদেশী বিদ্যার্থী বা অন্য কেহ ইন্‌স্পেক্টরের থানা পশ্চাৎ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেই তাহার ভারতচন্দ্রের কথা মনে পড়িত—

“পশ্চাৎ করিয়া রায় কোটালের থানা
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা”।

গ্রামের স্বরূপ ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া আদিমাধব পুলকিত হইলেন ও যে দিকে দৃষ্টি করেন সেই দিকেই তাঁহার মনোহর বোধ হয়।

দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়া উঠিল। আদিমাধব ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া চঞ্চল হইলেন ও প্রাচীন ভৃত্যকে কহিলেন “আরে দুর্ল্লভ, কোথায় যাওয়া যায়?” ভৃত্য উত্তর করিল “ঠাকুর স্থানের অভাব কি। আপনকার পিতার অতিশয় অনুগত অধিকারী ঠাকুর। তাঁর মঠ প্রায় দেখা যায়”। অধিকারীর মঠ অনতিদূরে ছিল ও স্বল্প পর্য্যটন করিয়া আদিমাধব স-সেবক মঠের দ্বারে উপনীত হইলেন। দৃষ্টতঃ পরম ভাগবত ও নামাবলীতে আবৃত গোস্বামীকে দেখিয়া অধিকারী আস্তে ব্যস্তে “আসুন্—আসুন্—আস্‌তে আজ্ঞা হউক” বলিয়া সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর প্রাচীন দুর্ল্লভকে চিনিয়া তাহার প্রমুখাৎ আদিমাধবের পরিচয়

পাইলেন ও অধিকারী আপনাকে কৃতকৃত্য মানিয়া যথা বিধানে তাঁহার আতিথ্য করিলেন। অনন্তর দেব সেবা হইলে গোস্বামীর সেবা হইল। তাহার পর আখ্‌ড়াধারী ও অতিথি অভ্যাগত লোকেরা প্রসাদ পাইল। ভোজনান্তর পথশ্রান্ত গোস্বামী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। প্রাচীন দুর্ল্লভ পেটিকার এক ভাগে মস্তক রাখিয়া ক্ষণমাত্রে নিদ্রিত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভূম্যধিকারীর বাটীর বৃত্তান্ত।

অনন্তর আদিমাধব নিদ্রা ভঙ্গে উঠিয়া দেখিলেন যে সূর্য্য প্রায় অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন, এবং সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তিনী। তাহার কিঞ্চিৎ পরে প্রতিষ্ঠিত দেবগণের আরতি হইল। গোস্বামী তাহা দর্শন করিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিলেন ও প্রাচীন ভৃত্যকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে স্বর্গীয় গোস্বামী এ গ্রামে আসিয়া রাজবাটী গমন করিতেন কি না। পাঠকেরা অবগত থাকিবেন যে ঐশ্বর্য্যবান্ প্রবল ভূম্যধিকারীগণকে গ্রাম্য লোকেরা "রাজা" বলিয়া উল্লেখ করে।

আদি মাধবের প্রশ্নে পুরাতন সেবক হাসিয়া কহিল "ঠাকুর, কি বলেন ?—সেইখানেই ত দশ টাকা লাভের পিত্তেশ। যদি রাজবাড়ী না যাবেন তবে এখানে এলেন কেন ?"

গোস্বামী এক প্রকার লজ্জিত হইয়া কহিলেন—" না সে কথা নয়, তবে কর্ত্তাদের কি প্রথা ছিল তাই কেবল জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা"।

আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করি নাই যে আদিমাধব গোস্বামীর কথকতা

ব্যবসায়ও ছিল—তাহা এ পর্য্যন্ত গ্রামে প্রকাশ হয় নাই। গোস্বামী স্বরবান্ ছিলেন ও তাঁহার সংগীতশক্তিও ছিল। ভৃত্যকে কহিলেন "তবে চল, কাল প্রাতে বারবেলার পূর্ব্বে গিয়া ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসি—লাভালাভ প্রাক্তন"। প্রাচীন ভৃত্য সায় দিয়া কহিল "চলুন্—তার কি আর কথা আছে"। পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে আদিমাধব প্রাতঃস্নান করিয়া "হরি" ধ্বনি দিয়া বাহির হইলেন। সঙ্গে পুরাতন সেবক আসন লইয়া চলিল। বাম হাতে পিতল বাঁধা হুঁকা—দক্ষিণ হাতে থন্তী—গোস্বামীর কাষ্ঠ পাদুকার খট্ খট্ শব্দে পাড়ার লোক তটস্থ হইল ও ছোট ছোট শিশুরা ভয় পাইল। পথের লোক এক ধার হইতে লাগিল ও ছোট বড় সকল লোকেই গলায় বস্ত্র দিয়া পথের দুই দিকে সারি সারি গড়াইতে লাগিল।

রাজা কাছারীতে বসিয়া আছেন। সম্মুখে প্রবীণ মিত্র দেওয়ান্। বাম ভাগে গঙ্গাধর গৈজেট্। স্বর্গীয় ভূম্যধিকারীর একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিনিও অপ্রাপ্ত ব্যবহার। নাম দেবেন্দ্রমোহন। কিন্তু গ্রামস্থ ছোট বড় সমস্ত লোকে তাঁহাকে সাদরে "রাজা বাবু" বলিয়া ডাকিত। তাহাতে সেই অবধি তিনি "রাজা বাবু" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। "রাজা বাবু প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ করিয়া পুরাতন প্রণালী মতে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর জিলাস্কুলে রীতিমত ইংরাজী পাঠ করেন। ইতি মধ্যে পিতার পরলোক হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা পাঠাগার পরিত্যাগ করিতে হইল। রাজা বাবু পিতার পরলোক হওয়াতে যদ্রূপ বিষন্ন হইয়াছিলেন, পাঠাগার পরিত্যাগ করিতে তদ্রূপ খিদ্যমান হন নাই। তিনি বাল্যকালেই অশ্বারোহণ অভ্যাস করিয়া অত্যুগ্র অশ্বগণকে অনায়াসে আজ্ঞাবহ করিয়া অল্পকালেই নিপুণ

মৃগয়ু হইয়াছিলেন ; এবং ব্যাঘ্র ভল্লুক ও মৃগ বরাহ প্রভৃতি হিংস্রক পশ্বাদি মারিয়া রাশি রাশি করিতেন। ইহাতে মৃগয়ু বলিয়া তাঁহার বিশেষ পৌরুষ প্রকাশ হইয়াছিল। ফলতঃ অশ্বারোহণে ও মৃগয়াতে তাঁহার যাদৃশ নৈপুণ্য হইয়াছিল, বিদ্যালয়ে তাদৃশ খ্যাতি হয় নাই। তাঁহার অল্প বয়সে পরিণয় হয় ;—ও বিদ্যাধ্যয়নের প্রকৃত কালে তাঁহার বালাস্ত্রী তরুণযৌবনা হওয়াতে রাজাবাবুর পাঠাভ্যাসের ব্যাঘাত হইয়াছিল কিন্তু এজন্য আমরা রাজাবাবুর দোষ দিতে পারি না। সে কেবল দেশাচার দোষ এই কথাই স্বীকার করিতে হইবেক।

প্রাচীন মিত্র দেওয়ান্ জমীদারীর সমস্ত চলিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজী প্রবীণ পুরুষ ও অতি বিচক্ষণ এবং ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। এজন্য সকলে সম্ভ্রম করিয়া তাঁহাকে " বড় মহাশয় " বলিয়া ডাকিত।

স্বর্গীয় ভূম্যধিকারীর দুই দুহিতা। উভয়েই অশ্রুতপূর্ব্ব, অলৌকিক রূপসী ছিলেন। জ্যেষ্ঠা " সুরসুন্দরী "—কনিষ্ঠা " গোলাপকুমারী "। জ্যেষ্ঠার অনেক অসাধারণ গুণ ছিল ; তিনি সকলকে প্রিয়ভাষে সম্বোধন করিতেন ও বার ব্রতাচারে কাল কাটাইতেন। তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষ। কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই।

কনিষ্ঠা গোলাপকুমারী তরুণযৌবনা—ক্ষীণমধ্যা ও সুচারুনয়না। হীরকাভরণে ভূষিতা হইয়া যখন পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতেন, তখন তাঁহার রূপলাবণ্যে কুসুমকলাপের কান্তি হরণ করিত। স্বর্গীয় ভূম্যধিকারী বহু আয়াস করিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কৌলিক প্রথা মতে পূর্ব্বদেশীয় কোন সৎকুলীনে দান করিয়াছিলেন। এ কারণ বরপাত্রের বিদ্যা বুদ্ধি ও গুণাগুণ কিছুই দেখা হয় নাই। জ্যেষ্ঠ জামাতা এত-

দেশে আসিয়া স্বদেশসিদ্ধ যে ভাষা প্রথমতঃ ব্যবহার করিতেন তাহা লোকের বুঝাই কঠিন হইত। তিনি এক দিবস ভোজনের সময় কহিলেন যে "খলিখাতার দ্যাশে আমার বিয়া খরার খেবল এই মানস চিলো যে ইন্দ্রী নারী অইবে,—নচেৎ আমাগোরের দ্যাশে মায়্যার অবাব কি? যা—হউথ্‌,—দ্যাশ্‌ বটে। কিন্তু আমাদের দ্যাশে গৃত, দদি, দুগ্‌দ, সানা, ছালাও। কায় কেডা। এ দ্যাশে ক্যাবল হাঁচি পান গুলাই বালো। আর মায়্যাগুলান দেহবার চিকণ্‌। আর ইংরাজ খোম্পানীর রাজ্‌দানী"। জামাতা বাবুর কথা শুনিবার জন্য আমোদার্থে তাঁহার জলযোগের সময় স্ত্রীলোকের জনতা হইত, ও হাসিতে হাসিতে শেষ লোকের পেট্‌ ব্যথা করিত। সুরসুন্দরীর অসাধারণ পতিভক্তি; স্বামী বরিশাল দেশীয় বিশাল বাঙ্গাল বলিয়া তৎপ্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার মান্দ্য হয় নাই। তিনি বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন ও বার ব্রতাচারে কালহরণ করিতেন। ইহার কারণ কেহ অন্বেষণ করে নাই; এবং সুরসুন্দরীর মনের কথাও কেহ জানিতে পারে নাই।

গোলাপকুমারী যেমন সুকুমারী, বিধাতাও তেমনি তাঁহার ঘর বর দিয়াছেন। গোলাপকুমারীর সদ্‌গুণ সমূহ তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। তিনি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া অনেক সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতি ও ধারণাবতী বুদ্ধি ছিল। এবং তাঁহার সৌভাগ্য ও তদনুরূপ। বহু আয়াস ও যত্ন করিয়া কখন কখন পিতা মাতা অপাত্রে কন্যাদান করিয়া থাকেন আর কখন কখন কন্যা অনায়াসে সুপাত্রে পড়িয়া কুলোজ্জ্বল করে। ইহার উদাহরণ সেই সুরসুন্দরী ও গোলাপকুমারী। ফলতঃ

ইহাতে কাহারো দোষ নাই। বিধাতার মনে যাহা থাকে তাহাই ঘটিয়া উঠে। যথা—

" কিংন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ।
কিন্নকরোতি সএবহি তুষ্টঃ॥
উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা মম্বা
তস্মৈ দত্তা বিপুলনিতম্বা "।

অস্যার্থ।

বিধাতা যদি রুষ্ট হন, তবে তিনি কোন্ অনিষ্ট না করিতে পারেন্? আর যদি তিনি তুষ্ট হন্ তবে কোন্ ইষ্ট সিদ্ধ না হয়? কেন না " উষ্ট্র " শব্দের কখন র কখন ষ লোপ করে এমত যে গণ্ডমূর্খ তাহাকেও তিনি নিবিড় নিতম্বিনী চার্ব্বাঙ্গী দান করিয়া থাকেন। বোধ হয় সুরসুন্দরীর মানসিক বিষাদ তজ্জন্যই হইবেক।

রাজা বাবুর মাতুল রায় মহাশয় ভিন্ন অন্যান্য অনেক লোকে রাজা বাবুর সংসারে প্রতিপালিত হইত। দেওয়ান্‌দফ্তরে গঙ্গাধর বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি কর্ম্ম করিত। " গঙ্গাধর গেজেট্ " বলিয়া গ্রামে তাহার খ্যাতি আছে। গ্রামে বা গ্রামান্তরে যে দিন যেখানে যে ঘটনা হয় গঙ্গাধর তাহা অগ্রে অবশ্যই জানিবে; এবং গ্রহাচার্য্যেরা যেমন রাজ-বাটীতে প্রতিদিন পঞ্জিকা শুনাইয়া যায়, গঙ্গাধর গেজেটও সেইরূপ রাজা বাবুকে প্রতিদিন গ্রামের সংবাদ কহিত। দেবালয় হইতে মুদির দোকান পর্য্যন্ত যেখানে যাহা হইবে গঙ্গাধর গেজেটের তাহা কিছুই অবিদিত থাকে না। গঙ্গাধর সচ্চরিত্র নহে; স্বভাবতঃ অতি লুব্ধ ও পিশুন এবং বিনা প্রয়োজনেও অনিষ্ট করে। অন্তঃপুরে সরস্বতী দাসী—পরিচারিকা। সে শম্ভুসুরের কন্যা—লক্ষ্মীর সপত্নী ও গঙ্গাধরের

জ্ঞাতিকন্যা। গ্রামের মধ্যে গঙ্গাধরের কএক ঘর জ্ঞাতি কুটুম্ব আছে—তন্মধ্যে শম্ভুস্বরই প্রধান। ইহারা সদ্গোপ জাতীয়। ফলতঃ সকলেই দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া কলাপ করে এবং সকলেরই অল্প বিস্তর চাষ আছে। গ্রামস্থ সমস্ত লোকেই ভূম্যধিকারীর অনুগত। অপরাধ ঘটিত কোন কর্ম্ম গ্রামে উপস্থিত হইলে ভূম্যধিকারী সম্মত না হইলে তাহা প্রায় প্রমাণ হয় না। কখন কখন সমন্বয় হয়। পঞ্চাএৎ প্রায় ছাড়া নাই। ইতর লোকের মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ হইলে অগ্রে তাহা ভূম্যধিকারীর দ্বারে উপস্থিত হইবে, ও তথায় যেরূপ নিষ্পত্তি হইবে তাহা ভাল হউক বা মন্দ হউক তাহাই চূড়ান্ত। ভূম্যধিকারীর এরূপ প্রবল প্রতাপ যে তৎপক্ষের লোকে "হাঁ" বলিলে কাহার "না" বলিবার সাধ্য নাই, এবং "না" বলিলে কাহার "হাঁ" বলিবার সাধ্য নাই। বোধ হয় পরাক্রান্ত ও প্রবল জমীদারেরা প্রায় সর্ব্বত্রেই এইরূপ।

রাজা বাবু কাছারীতে বসিয়া আছেন এমত সময় আদিমাধব গোস্বামীর আগমনের সংবাদ হইল। ও বলিতে বলিতে গোস্বামী উপনীত হইলেন ও "জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ আসনান্তরে বসিলেন। রাজা বাবু পূর্ব্বে গোস্বামীকে কখন দেখেন্ নাই। যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিলেন। গোস্বামী কহিলেন "শ্রীপতি আপনকার রাজশ্রীর উন্নতি করুন,—তাহাতেই এ আশীর্ব্বাদকদিগের কুশল। নচেৎ অনুচরদিগের আর মঙ্গল কি"। আদিমাধব অনেক ক্ষণ বসিয়া শিষ্টালাপ করিলেন ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র কথা কহিয়া রাজা বাবুকে বিলক্ষণ সন্তুষ্ট করতঃ গাত্রোত্থান করিলেন। রাজা বাবু সেই সময় কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া গোস্বামীকে স্তব করিলেন। এমন সময় নিকটস্থ আখড়ার তুরী ভেরী বাজিতে আরম্ভ হইল। প্রাচীন

ভৃত্য আসন তুলিল ও থস্তী উঠাইয়া লইল। শিষ্য সেবকগণ যাহারা গোস্বামীর আগমনের সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গোস্বামী গা তুলিলে সেই সময় গঙ্গাধর গেজেট্‌ও গোস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে আসিতেছিল,—সম্মুখ হইয়া প্রণাম করতঃ কহিল "প্রভো"—"আপনকার পিতা আমাকে বিলক্ষণ জানিতেন—আমি আপনকার ক্রীত দাসের মধ্যে"। আদিমাধব কহিলেন—"বাপু"—আমি অপরিচিত"। অনুসঙ্গী প্রাচীন সেবক কহল—"ঠাকুর"—"কর্ত্তা গোস্বাঞ্রী গেজেটী মহাশয়কে বড় ভাল বাস্‌তেন—গেজেটী এই সরকারে অনেক দিন আছেন—কেমন লোক্‌টী পরে জান্‌বেন"। মনে মনে কহিল—"বেটার হাড়ে ভেল্‌কী হয়"। আদিমাধব কহিলেন "তাই তো দেখ্‌চি"। "যা হোক্, বাপু, আমাদের শিষ্য সেবকগণ কে কোথায় আছে জানি না"। গেজেট কহিল "আমি সকলকে জানি—দেখাইয়া দিব"। "সম্প্রতি নিবেদন—সরস্বতী দাসী মন্ত্র গ্রহণ কর্‌বে"। আদিমাধব কহিলেন—"হাঁ হাঁ তা আমার মনে আঁছে—আমি সরস্বতীর লোক মুখে শুনেছি—শুভদিন দেখিয়া তোমাকে বোল্‌বো"। গেজেট "যে আজ্ঞে" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আদিমাধব খড়ম পায়ে দিয়া বেগে গমন করিতে লাগিলেন। শিষ্য সেবকগণ এবং বৈষ্ণবেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সকলেই মহা ব্যস্ত—বরং এক প্রকার বিব্রত। গ্রামে অগ্নি লাগিলে যেরূপ হুলস্থূল হয়, গোস্বামীর আগমনে বৈষ্ণব সমাজে সেইরূপ হইল। গেজেট সঙ্গে সঙ্গে গিয়া কথা বার্ত্তায় অগৌণে আদিমাধবের প্রিয় হইল ও একে একে তাঁহার পিতার শিষ্যসেবকদিগের বাটী দেখাইয়া দিল। তন্মধ্যে কএক ঘর কাংস্যবণিক ও স্বর্ণকার ও কর্ম্মকার ও তন্তুবায় ছিল। আদিমাধব প্রায় প্রতি ঘরে এক এক বার

খন্তী গাড়িয়া টাকা, পয়সা, তৈজস ও বস্ত্র কুড়াইতে লাগিলেন। সিধা সামগ্রী দেখিতে দেখিতে বোঝা হইয়া উঠিল। প্রাচীন ভৃত্য ক্রমে ক্রমে তাহা বহন করিতে লাগিল। এদিগে বেলাও প্রায় দুই প্রহর হইয়া উঠিল। গেজেট্‌ প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। গোস্বামী মঠে গিয়া পাদ প্রক্ষালন করিলেন ও পূজা আহ্নিক অন্তে জলযোগ করিতে লাগিলেন ও সেই সময় ভৃত্যকে কহিলেন—"আরে দুর্লভ"—"তৈজস ও বস্ত্রগুলিন সাবধানে রাখ্‌—যা ঘরে যায় সেই লাভ"। ব্রাহ্মণী পথ পানে চেয়ে আছে। দুর্লভ কহিল "যে আজ্ঞে,—তা আমি বেশ জানি"। "গোসাঞীদের মেয়েরা তাতে বেশ পটু"।—"ছেঁড়া কানি খানি—তাও ছাড়েন্‌ না"। আদিমাধব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "তুই তোল্‌"। প্রাচীন দুর্লভ বকিতে বকিতে প্রাপ্ত সম্পত্তি পেটিকার মধ্যে রাখিতে লাগিল। গোস্বামী তখন চাঞ্চল্য দূর করিয়া পান খাইতে বসিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

"সরো"—ও গঙ্গাধর গেজেটের মন্ত্রণা।

গ্রামের মধ্যে সামান্যরূপ ক্রিয়াবান্‌ সদ্‌গোপ জাতীয় কএক ঘর লোক বাস করিত। তন্মধ্যে শম্ভুসুর প্রধান। ভূম্যধিকারীর পুষ্পোদ্যানের ঈশান কোণে উক্ত শম্ভুসুরের বাটী ছিল। শম্ভু নিতান্ত নিঃস্ব ও কৃষিজীবী ছিল না;—বরং দোল দুর্গোৎসব ও পিতৃ মাতৃর শ্রাদ্ধ ও আর আর ক্রিয়া কলাপ করিত। তাহাতে শম্ভুকে ভদ্র সমাজে ভদ্র লোকের

মধ্যে গণনা করিত। শারদীয়াপূজাকালে ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা শম্ভুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন। শম্ভুর দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ গুরুদাস—কনিষ্ঠ অবিনাশ। বড় কন্যা লক্ষ্মীমণি বৈধব্যাবস্থা হইতে পিতৃগৃহে বাস করিতেছিল। কনিষ্ঠা কুমুদিনী কখন কখন পিতৃ গৃহে আসিয়া যৎকিঞ্চিৎ দিন থাকিয়া শ্বশুরালয়ে পুনর্গমন করিত। কুমুদিনী তরুণযৌবনা ও সুরূপা ছিল, এবং বালিকা বিদ্যালয়ে কিঞ্চিৎ পাঠাভ্যাসও করিয়াছিল।

বার্দ্ধক্য হেতু শম্ভু স্বয়ং কৃষি কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিত না। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতিদিন মাঠে গিয়া কৃষাণদিগের কার্য্য দেখিত, ও যখন যাহা রোপণ ও বপন করিতে হইত গুরুদাস তাহা উপযুক্তকালেই আরম্ভ ও সমাধা করিত; ও অনবধানতা হেতু কৃষিকার্য্যের কোন বিঘ্ন হইত না। গুরুদাস যৎস্বল্প লেখা পড়া জানিত। বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের নিকট "গুরু দক্ষিণা" ও "দাতাকর্ণাদি" পাঠ করিয়া স্বনাম স্বাক্ষর মাত্র করিতে পারিত। ফলতঃ কৃষাণের বিদ্যা প্রায় স্বল্পায়ু হইয়া থাকে। গুরুদাস অনতিবিলম্বে তাহা বিস্মৃত হইয়া যে কৃষাণ সেই কৃষাণ হইয়াছিল। গুরুদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশ রীতিমত ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া গ্রামস্থ প্রাপ্তআনুকূল্য পাঠশালার শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। অবিনাশ ইংরাজী কোমল সাধুভাষা বুঝিতে পারিত। তাহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানবল ও ছিল, ও স্বজাতিসিদ্ধ সাধ্বস ও স্থূল বুদ্ধি ছিল না। উভয় ভ্রাতারই বিবাহ হইয়াছিল,—ও বধূরা স্বামীগৃহে বাস করিত। কাহারও সন্তান সন্ততি হয় নাই। সুরের কেবল এক দৌহিত্রী ছিল। সে লক্ষ্মীমণির অনূঢ়া কন্যা—ফলতঃ বিবাহ্যা হইয়াছিল। তাহার সম্বন্ধ আসিতেছিল;—

কোথাও স্থির হয় নাই। শম্ভু "ভবিতব্য মূল" বলিয়া বসিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ভূম্যধিকারীর বাটীতে সরস্বতী নামে একজনা পরিচারিকা ছিল। সে উক্ত গঙ্গাধর গেজেটের জ্ঞাতি-কন্যা ও শম্ভুস্বরের দুহিতা লক্ষ্মীমণির সপত্নী। তাহাকে সর্ব্বদা সকলে "সরো ভাণ্ডারনী" বলিয়া ডাকিত। স্বামীবিয়োগ হইলে লক্ষ্মীমণি সপরিবার পিতৃগৃহে আইল। সরো ভরণপোষণের উপায়ান্তর না দেখিয়া গঙ্গাধর গেজেটের মধ্যবর্ত্তিতায় ভূম্যধিকারীর বাটীতে পরিচারিকা হইল। সরস্বতী স্বভাবতঃ গর্ব্বিতা; ও এরূপ দুর্ভাগ্যেও তাহার খর্ব্বতা হয় নাই। সরো আজন্ম কুটিলস্বভাব হেতু কখন কাহারো প্রিয় হইতে পারে নাই। এবং সপত্নীসম্বন্ধ হেতু লক্ষ্মীর সহিত তাহার ঘোর বহিরঙ্গতা ছিল। সরস্বতী যাহাকে ভাল বাসিত লক্ষ্মী তাহাকে চাহিত না। ও লক্ষ্মী যাহাকে প্রসন্ন হইত সরস্বতী সে গ্রাম দিয়া যাইত না। কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান তাহাদের এতদ্রূপ অহিনকুলতা আর দেখিতে না পারিয়া স্বামীকে অচিরে ডাকিয়া সপত্নীদিগের পার্থক্য সাধন করিলেন। পাঠক মহাশয়রা অবশ্যই বিদিত থাকিবেন, যে এতদ্দেশে এই প্রবাদ আছে যে স্বামীর বিয়োগ হইলেই সপত্নীদের মধ্যে সন্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের লক্ষ্মী ও সরস্বতীতে এতদ্রূপ সামঞ্জস্য ঘটে নাই। সরোর দ্বেষজনিত দুরাশার বার্ত্তা আমরা পশ্চাতে প্রকাশ করিব।

পরদিন রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর গত হইলে গঙ্গাধর গেজেট্ কাছারী হইতে বাটী আসিয়া আহার করিয়া বসিয়া আছে,—এমত-

কালে অতি মৃদুস্বরে বাহিরে "বিশ্বেস্ মশাই"—"বিশ্বেস্ মশাই"—বলিয়া কে ডাকিল। গেজেট্ মনে করিল কোন স্ত্রীলোকের গলা হইবে। ও ভিতর হইতে জিজ্ঞাসিল—"কে গো?" "আমি যে হই তার প্রয়োজন নাই—সরস্বতী তোমাকে ডাকুচে"। "কেন?" "তা জানিনে"। গেজেট্ কবাট মুক্ত করিয়া দেখে যে বাহিরে কেহ নাই। ও তাহাতে চমৎকৃত হইয়া এই বিবেচনা করিল, যে কোন অপদেব বা অপদেবী হইলেও হইতে পারে। "যাহা হউক্ সরস্বতীর নাম ধরে যখন ডাকচে, তখন আমার যাওয়াই আবশ্যক"। ইহা কহিয়া গেজেট্ চাদর ও ছড়ী লইল—ও চাদর মাথায় বান্ধিয়া ছড়ী হাতে প্রস্থান করিল। পথে কাহাকেও দেখিল না;—তাহাতে ভয়ে গেজেটের শরীর রোমাঞ্চ হইল।

ও দিকে সরস্বতী ছল ক্রমে ভূম্যধিকারীর বাটী হইতে বিদায় লইয়া আপন পিতৃস্বসার বাটীতে আসিল। তাহার পিসী সে রাত্রি স্থানান্তরে ছিল। সরো কবাট রুদ্ধ করিয়া নিভৃতে বসিয়া আছে। বাটীতে আর জনমানব নাই। সম্মুখে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। আলোর প্রভা নাই। সরো সান্দ্রসরহিত। একাকিনী নির্জ্জনে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে ও মৃদুস্বরে কহিতেছে—"গেজেটকে ডাকিয়াছি—অবশ্য আসিবেক। সতিনের জ্বালা আর সহ্য হয় না!—লোকে বলে স্বামী মরিলে দুই সতিনে ভাব হয়;—কিন্তু আমার এমনি কপাল যে স্বামী নাই তবু সতিনের কাঁটা। কুমুদ রাত্রি দিন গোলাপকুমারীর কাণ ভারি করিতেছে;—গোলাপের কটু কথা আমার কালকূট্ জ্ঞান হয়। রাজাবাবুর বাটীতে আর আমার তিষ্ঠান ভার!—মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব কি?—জাত কুটুমের বাড়ী গেলেও তারা অযত্ন করিবে না"। সরো এইরূপ দুশ্চিন্তা করিতেছে, এমতকালে গেজেট্

আসিয়া কবাটে ঘা মারিল। সরো আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া কবাট মুক্ত করিল, ও গেজেটকে দেখিয়া একাকিনী সরোর ভরসা হইল। গেজেট্ কহিল "কি গো বাছা"—"কথা কি?" সরো কহিল—"লক্ষ্মী আমাকে গ্রামে থাক্‌তে দেবে না।—সে বলে যে দুষ্টু সরস্বতীকে দাগ্ দিয়ে গ্রাম হইতে দূর করে দেবো। এ ভয়ানক কথা!—আমি পুকুরঘাটে আজ্ একথা শুন্‌লেম। আর কুমুদতো গোলাপের কাছে লেগেই আছে—চিটিতো আসচেই। তুমি এর যা হয় কর"। ইহা কহিয়া সরো-নয়নাম্বু পাত করিলে, গেজেট্ তাহা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া কহিল "ও কাযের কথা নয়। সতিনে সতিনে এমন বলা কওয়া হ'যে থাকে"। সরো কহিল—"আপনি তাচ্ছল্য কর্‌বেন না।—লক্ষ্মীর অসাধ্য কর্ম্ম নাই। কুমুদ্ তো মিছ্‌রির ছুরি। যদি তুমি এর প্রতিকার না কর তবে আমার দেশত্যাগী হওয়াই ভাল"। গেজেট্ অতঃপর ভাবিতে ভাবিতে কহিল "কি, করিব বল?" সরো কহিল—"যাহাতে সুরের সঙ্গে রাজা বাবুর বিরোধ হয়, তুমি তার উপায় কর। তা হ'লে কুমুদে ও গোলাপে তেমন ভাব থাক্‌বে না; ও সুরের অনিষ্ট হ'লেই লক্ষ্মী কষ্ট পাবে। তার পর লক্ষ্মীর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হ'লে তার অপবাদ দাও যে বিয়ে না হ'তে পায়। আর ছোট ছুঁড়ী যদি রাঁড় হয়, তবে আমার মনের দুঃখ যায়"। গেজেট্ হাসিয়া কহিল "সে ঈশ্বরের হাত"। সরো কহিল "আমাদের হাত নয় কেন?—গুণ কর্‌লে কি না হয়?" গেজেট্ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মৌন রহিল—ও সরোকে কহিল "আমি আজ্ চল্লেম, তুমি যে যে কথা বল্‌লে তা আমার মনে রইলো;—আচ্ছা যাতে ভাল হয় তাই হ'বে। আমি এখন আসি"। ইহা কহিয়া গেজেট্ গাত্রোত্থান করিল। তাহার পর স্মরণ হইল যে

গোস্বামী গ্রামে আসিয়াছেন; ও সরোকে সেই কথা কহিল। সরো কহিল—"তা আমি শুনিচি। তুমি গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে যে মন্ত্রের ভাল দিন কবে। আমি মন্ত্র নেবো আর রামকবচ ধারণ কর্‌বো;— আমার চারিদিগে শত্রু!" গেজেট্ কহিল "তা হ'বে—আমি এখন আসি"। ইহা কহিয়া গেজেট্ প্রস্থান করিল। ও সরো এইরূপ দুশ্চিন্তায় ও অনিদ্রায় রাত্রি প্রভাত করিল। পর দিন প্রাতে সরো প্রাতঃস্নান করিয়া রাজাবাবুর বাটীতে প্রবেশ করিল।

সরো ও গেজেটের মধ্যে এইরূপ মন্ত্রণা হইলে, তাহার দুই দিন পরে গেজেট্ মনে মনে স্থির করিল যে "রাজা বাবু ও শম্ভু সুরে যাহাতে কলহ হয়, আমি প্রথমেই তাহার উপায় করিব। এবং তা'তেই শম্ভু উৎপাতে পড়্‌বে"। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া আছে, তাহার পর এক দিন সায়ংকালে রাজাবাবু পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সঙ্গে গঙ্গাধর গেজেট্। এবং আরও কএক জন গ্রামস্থ লোক ও অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য ও আমলা ছিল। গেজেট্ জল "উঁচু নীচু" বলিয়া রাজাবাবুর মন রক্ষা করিতেছে। রায় মহাশয় রাজাবাবুর পশ্চাতে। যে হেতুক তিনি রাজাবাবুর তাদৃশ প্রিয় ছিলেন না। ইতস্ততো বেড়াইতে বেড়াইতে রাজাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কি তিথি?" ভট্টাচার্য্যেরা আস্তে ব্যস্তে কহিলেন "ধর্ম্মাবতার, অদ্য ত্রয়োদশী—ও শাস্ত্রমতে সর্ব্ব সিদ্ধ"। কিন্তু রাজাবাবুর প্রশ্নের আভাস তৎকালীন কেহই বুঝিতে পারিল না। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে রাজাবাবু অঙ্গুলী বাড়াইয়া দেখাইলেন— "ও ভূমি টুকি কার?" রাজাবাবুর পুষ্পোদ্যানের পার্শ্বে শম্ভু সুরের এক খানি ইক্ষুর ভূমি ছিল। তাহাতে যথেষ্ট ইক্ষু জন্মিত এবং কখন কখন তুৎ ও হইত। ভূমি টুকি অত্যন্ত উর্ব্বরা; ও তাহাতে শম্ভু সুরের

বৎসর বৎসর দশ টাকা বিলক্ষণ লাভ হইত। গেজেট্ দেখিল যে রাজাবাবু ঐ ভূমী লক্ষ করিয়াছেন, ও অগ্রসর হইয়া কহিল "জমী খানি শম্ভু সুরের"। ও মনে মনে কহিতে লাগিল, এই "বেশ সুযোগ হয়েছে!"—তাহার পর কহিল—"ধর্ম্মাবতার, ভূমীখানি প্রায় দ্বাদশ মন্দিরের সংলগ্ন। ও খানে উত্তম নাচঘর হ'তে পারে"। রাজাবাবু জিজ্ঞাসিলেন "বটে?" গেজেট কহিল, "আজ্ঞে হাঁ"। রাজাবাবু কহিলেন "ভূমী টুক্ পাওয়া যায়?" গেজেট কহিল "তার আটক্ কি। আপনি ধরাপতি। আপনকার রাজ্য। ইচ্ছা হয় লউন। আমি শম্ভু সুরকে কহিব"। তাহার পর সূর্য্যাস্ত হইল; ও সে দিন তৎসম্বন্ধে আর কোন কার্য্য হইল না। রাজাবাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, ও পারিষদেরা যে যাহার ঘরে গেল।

পরদিন প্রাতে রাজাবাবু কাছারিতে বসিয়া কহিলেন—"এমারত-সরকারকে ডাক"। আজ্ঞা মতে এমারত-সরকার আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, ও সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসিল "কি হুকুম?" রাজাবাবু কহিলেন "সুরের জমী জরিপ করিয়া নক্সা কর,—দেখিব"। সরকার "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। মুহূর্ত্তেকে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসিল যে সীমা কে চিহ্নিত করিবে। রাজাবাবু গেজেটের মুখ্ পানে চাহিয়া হাস্য করিলেন। ও সরকারকে কহিলেন "তুমি যাও, লোক যাচ্চে"। গেজেট্ মর্ম্ম বুঝিয়া মনে মনে পুলকিত হইল ও রাজাবাবুকে মৌখিক সবিনয়ে কহিল—"ধর্ম্মাবতার, অন্য কেহ যাউক, এ আমার কর্ম্ম নয়। শম্ভু সুরের কন্যা লক্ষ্মী অত্যন্ত প্রবলা। আমাকে শাপ দিবেক। একেতো এ জন্মে এই হচ্চে, তার পর আরজন্ম আর কেন খাই। শম্ভু শুনিলে আমারে নিমন্ত্রণ বারণ করিবে, ও সম্বৎসরের পিঠা পুলির প্রত্যাশা একেবারে যাইবেক"। রাজাবাবু হাসিয়া কহিলেন "এ তোমারি

কর্ম্ম—তুমিই যাও"। গেজেট্ অতঃপর হাসিতে হাসিতে "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রস্থান করিল;—ও সরকারী আমীনের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িল। আহ্লাদে পুলকিত। গেজেটের চিহ্নিত মতে আমীন পরিমাপ করিতে আরম্ভ করিলে, শম্ভুসুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুদাস ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আইল। গেজেট্‌কে দেখিয়া কহিল "খুড়ো, তোমার এই কর্ম্ম!" আমীন জিজ্ঞাসিল "হাঁ গো, আপনি গুরুদাসের কেমন খুড়ো"? গেজেট্ আমীনের কাণে কাণে কহিল—"হরির খুড়ো"। আমীন মুসলমান। কথিত সম্পর্কের মর্ম্ম বুঝিল না। ও গেজেট্‌কে কহিল যে "হেন্দুদের মধ্যে মিল নাই"। "কি তাজ্জব!" গেজেট্ গুরুদাসের কাণে কাণে কি কহিয়া আপাততঃ তাহাকে ক্ষান্ত করিল। তাহার পর আমীন পরিমাপ সমাধা করিয়া নক্সা টানিয়া রাজাবাবুকে দিল। রাজাবাবু তাহা আপন নিকট রাখিলেন। তাহার পর গুরুদাস মাঠে হইতে ঘরে গিয়া গঙ্গাধর গেজেটের ঐ কর্ম্ম আপন পিতাকে কহিল। শম্ভু কহিল—"আগে গেজেটের নিকট এর বিবরণ জানি, তার পর কথা হ'বে"।

চতুর্থ অধ্যায়।

শম্ভুসুরের বাটীর বৃত্তান্ত ও ভূমিঘটিত পরামর্শ।

রাজা বাবু পুষ্পোদ্যান পরিসর করণাশয়ে শম্ভুসুরের সংলগ্ন ভূমী পরিমাণ করাইলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে সেই কথা বড় মহাশয় ও রাজাবাবুর মাতার কর্ণগোচর হইল। দেওয়ানজী তদ্বিষয়ে বহু

বাদানুবাদ করিয়া নব্য ভূম্যধিকারীকে বুঝাইলেন যে প্রজার মালের জমী আপনকার জমীদারীর অন্তর্গত হইলেও তাহা ওরূপে লওয়া বৈধ হইবে না। তবে মূল্য দিয়া লওনের কোন বাধা নাই। কিন্তু প্রজারা এরূপ শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমী প্রায় পরিত্যাগ করে না। বিশেষতঃ শম্ভুসুর নিঃস্ব নহে। দেওয়ানজীর আপত্তি বৈধ বুঝিয়া রাজা বাবু মৌন রহিলেন। এই সময় গঙ্গাধর গেজেট্ অগ্রসর হইয়া কহিল—"আমার নিবেদন আছে"। গঙ্গাধরের আইনজ্ঞতারো কিঞ্চিৎ অভিমান ছিল। রাজাবাবু কহিলেন "কি?" গঙ্গাধর গেজেট্ উত্তর করিল—"হালে ৭০ সালে দশম আইন হইয়াছে, অবশ্যই লওয়া যাইতে পারে;—হয় না হয় দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করুন"। গঙ্গাধরের কথা শুনিয়া রাজাবাবু বহুদর্শী প্রাচীন দেওয়ানের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। যে হেতু রাজাবাবু বিলক্ষণ জানিতেন যে গঙ্গাধর এক প্রকার বুদ্ধিহীন বাচাল লোক। বড়-মহাশয় ভূম্যধিকারীর ইঙ্গিতের অভিপ্রায় বুঝিয়া সম্ভ্রম পূর্ব্বক কহিলেন—"ধর্ম্মাবতার, সে আইন রাজ্যাধিপতি রাজার প্রতি বর্ত্তে,—অর্থাৎ রাজপ্রয়োজন হইলে উক্ত আইনের ব্যবস্থামতে রাজা মূল্য দিয়া ভূমী লইতে পাবেন। ভূম্যধিকারীর প্রতি সে আইনে কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই"। দেওয়ান মহাশয়ের সদুত্তরে গেজেট্ অপ্রতিভ হইল। ও রাজাবাবু প্রবোধ পাইয়া কহিলেন "যেমত হয় পরে বিবেচনা করা যা'বে—আজ অনেক রাত্ হয়েছে"। ইহা কহিয়া রাজাবাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পরই মালখানা রুদ্ধ হইল। দেওয়ান গৃহে গমন করিলেন। আমলাগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। গঙ্গাধর আপনাকে হতসম্মান জ্ঞান করিয়া "এত বড় সংসারে একটা লোক আইন জানে না" ইত্যাদি রূপ বকিতে বকিতে

সিংহদ্বার ছাড়াইল। পরদিন সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে গঙ্গাধর শ্বেত-বাহিনীর পবিত্র বারিতে প্রাতঃস্নান করিয়া শম্ভু সুরের পুরদ্বারে ঘা মারিয়া ডাকিয়া কহিল, "শম্ভু দাদা দ্বার খোল গো,—কথা আছে"। শম্ভু সুর ভিতর প্রকোষ্ঠ হইতে সায় দিয়া কহিল—"কেও ডাকে গো,—ভায়া না কি?" গঙ্গাধর কহিল "আমি গো"। শম্ভু সুর কথার স্বরে নিশ্চয় বুঝিল গঙ্গাধর গেজেট্ বটে। শম্ভু অতিপ্রত্যূষে উঠিয়া পাট কাটিতে ছিল। গৃহিণী ও জ্যেষ্ঠা কন্যা ও বড় বধূ বাটীর মধ্যে ক্ষেত্রোৎপন্ন ধান্য সিদ্ধ করিতেছিল। রাখাল গরুর পাল লইয়া মাঠে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। শম্ভু পুনর্ব্বার ডাক দিয়া কহিল "দাঁড়াও গো ভায়া—খুল্‌চি"। ইহা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, যে "গেজেট্ এত সকাল কেন আইল—বোধ করি সেই কথার জন্যেই হ'বে, অথবা অন্য কোন সমাচার থাক্‌বে"। ইহা ভাবিতে ভাবিতে দ্বার খুলিয়া দিয়া দেখিল যে গঙ্গাধর গেজেট্ বটে। গঙ্গাধরকে দেখিয়া শম্ভু হাসিয়া কহিল "তবে ভায়া এত সকালে যে? কি মনে করে?" গঙ্গাধর কহিল "বল্‌চি চল"। ইহা কহিয়া উভয়ে সুরের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া সপের উপর বসিল। গঙ্গাধর ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া সুরের পাট কাটার সজ্জা দেখিয়া কহিল, "দাদা একি? পাট কাট নাকি?—এখন আর তোমার পাট কাটা ভাল দেখায় না। ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি ভাগ্যবান্ লোক;—পুত্র স্কুলমাষ্টার, কনিষ্ঠ জামাতা ইন্‌স্পেক্‌টর,—তোমার অন্ন খায় কে"। কন্যা ছুটী সুশীলা—লক্ষ্মী তো লক্ষ্মী। কুমুদের কথা কি ক'ব—আমাদের জেতের মধ্যে এমন মেয়ে দেখা যায় না!" শম্ভু গঙ্গাধরের স্তুতিবাদ শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"আরে ভাই এ সমস্ত পরিশ্রম আমাদের জেতের ধর্ম্ম, তা'তে

আমাদের নিজে নেই। তুমি যেন আজ্ ছুদিন জমীদারী কাছারিতে কর্ম্ম কোচ্চো,—কিন্তু তোমার বাপ্ পিতামহ এই কাজ্ করে গেচেন। ক্ষেতে পাট থাক্তে কেন দড়ি কিন্‌বো?” শম্ভুর অললিত অথচ সত্য কথা শুনিয়া গঙ্গাধর কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইল, ও সুরকে ঈষন্নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, “তা বটে—তা বটে;—তথাপি যখন যেমন তখন তেমন”। ইহা কহিয়া গঙ্গাধর সত্বরে বাটীর ভিতরখণ্ডে প্রবেশ করিয়া দেখিল সুরের গৃহিণী ও জ্যেষ্ঠা কন্যা ধান সিদ্ধ করিতেছে, ও তাহার বড় বধূ ঐ সিদ্ধ ধান্য বিছাইয়া শুষ্ক করিতেছে। গঙ্গাধর ডাক দিয়া কহিল, “কি গো লক্ষ্মীর মা কেমন আছ?” গৃহিণী মুখ তুলিয়া দেখেন যে গঙ্গাধর। এবং ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল “সব ভাল?—তোমার সব ভাল তো গা? এত দিনের পর আমাদের মনে পড়েচে?” ইহা কহিয়া সুরের বনিতা গঙ্গাধরকে একখানি কাষ্ঠাসন অর্থাৎ পিড়া আনিয়া দিল। সুরের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ গঙ্গাধরকে দেখিয়া অবগুণ্ঠিকা টানিয়া দিয়া বসিল। কারণ গঙ্গাধর তাহার সম্পর্কে খুড়শ্বশুর হইত। সুরের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূর মৃতবৎসা দোষ ছিল। গঙ্গাধর তদুপলক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ গো—বড় বউমার সন্তান সন্ততি রক্ষা হয় না—কি কচ্চো?” গৃহিণী কহিল, যে “কতক কতক দৈব কর্ম্ম করা গেছে ও কবচ ধারণ হয়েচে। তা'রপর ওর কপাল! সম্প্রতি লক্ষ্মীর কন্যার সম্বন্ধ স্থির না হওয়ায় আমরা বড় উৎকণ্ঠিত আছি।—তার বয়েস্ প্রায় এগার বার বচর্ হোলো, তায় আবার বাড়ন্ত গড়ন। আমি মেয়ে মানুষ আমার সাধ্য কি তা বল? আর এখন্‌কার সময় এমনি পড়েছে, যে সর্ব্বস্ব না দিলে মেয়ে পার করা ভার। কায়েৎবামণের ঘরে যে রূপ, আমাদেরো সেই রূপ হয়ে উঠেচে। লক্ষ্মীর যা কিছু আছে তা

তোমাদেরতো অবিদিত নেই"। গঙ্গাধরের সহিত গৃহিণীর এই রূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমতকালে সুরেন্দ্র কনিষ্ঠা কন্যা কুমুদিনী আসিয়া গঙ্গাধরকে প্রণাম করিল। গঙ্গাধর কুমুদকে ঈষদ্দৃষ্টি করিয়া কহিল, "কি গো মা—ভাল আচ তো? এবার অনেকদিনের পর আসা হয়েচে"। স্বভাবতঃ সুশীলা কুমুদিনী গঙ্গাধরের কোন কথার উত্তর দিল না। ও পলার্দ্ধ কালের জন্য গঙ্গাধরকে অপাঙ্গে দৃষ্টিকরিয়া কিয়দ্দূরে গিয়া বসিল। কুমুদিনীর মনোহর রূপলাবণ্য দেখিয়া গঙ্গাধর মনে মনে কহিতে লাগিল,—"আহা—যেন ভদ্রঘরের মেয়ে—কি শ্রী!" ইহা মনে করিয়া গৃহিণীকে পুনঃ সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "দেখ লক্ষ্মীর মা, তোমার কুমুদিনী ও রাজাবাবুর কনিষ্ঠা ভগ্নী গোলাপকুমারীতে দুজনে এক প্রাণ। তবে গোলাপ বড় ঘরের মেয়ে—হীরামতি-জড়িত। বিচিত্রাভরণে তাহার আরো অঙ্গসৌষ্ঠব করেচে। শুনেছি নাকি গোলাপকুমারী তোমার কুমুদকে অত্যন্ত ভালবাসে;—দুজনে বহুদিন বিদ্যাভ্যাস করাতে আন্তরিক হৃদ্যতা জন্মেছে"। গৃহিণী কহিল "আশীর্ব্বাদ কর বেঁচে থাকুক্"। গঙ্গাধর ভিতর প্রকোষ্ঠে কথোপকথন করিতেছিল, শম্ভু তাহার আসায় বিলম্ব দেখিয়া পাট কাটিতে আরম্ভ করিল। কৃষাণেরা বলদ লইয়া মাঠে গেল। শম্ভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র একটী ছোট হুঁকা হাতে করিয়া তামাক্ টানিতে টানিতে কৃষাণদের অনুগামী হইল। এমত সময় গঙ্গাধর গোমেস্তা লক্ষ্মীর মাকে ডাকিয়া কহিল, "ও গো—আমি এখন চল্লেম—বেলা হয়। শম্ভু দাদার সঙ্গে কথা আছে"। গৃহিণী কহিল, "যাবে কেন গো?—আজ এখানে স্নান ভোজন কর"। গোমেস্তা উত্তর করিল, "সে তো ঘরের কথা—খেলেই হোলো—আজ্ থাকুক্—পিটে সংক্রান্তির দিন এসে আহার

কোর্‌বো,—আর সে তো হাতে হাতে"। ইহা কহিয়া গঙ্গাধর বাহির-বাটীতে গেল। শম্ভুস্থরের আহারব্যবহার এক প্রকার ভালই ছিল। ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। শম্ভু মাকরী সংক্রান্তি দিবসে জ্ঞাতিগোত্র ও কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বহু উপচারে পায়স পিষ্টক ভোজন করাইতেন; ও তদুপলক্ষে গ্রামস্থ অনাহুত অনেক ইতর লোকও পাত পাড়িয়া বসিয়া খাইত। গঙ্গাধর উক্ত নিয়মিত ভোজের প্রতি লক্ষ করিয়া উক্ত সংক্রান্তি দিনে ভোজন করণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। গঙ্গাধর গেজেট্ স্বজাতির "বিশ্বাস"; সুতরাং কুলীন-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল। গৃহিণীর তাঁহাকে এতাদৃশ যত্ন করণের এই যৎকিঞ্চিৎ কারণ ছিল। গঙ্গাধর বাহির বাটীতে আসিয়া দেখিল, যে শম্ভু পাট কাটিতেছে; ও নিকটে বসিয়া কহিল, "দাদা, যে কথার জন্যে আসা, তা বল্‌চি। রাজাবাবুর ফুল-বাগানের পাশে তোমার যে ইক্ষুর ও তুঁতের ভূমি আছে, রাজাবাবু তোমার সে ভূমি টুক্ নিতে চান্। আমি বলেচি যে শম্ভু দাদার এই ভূমি খানি উৎকৃষ্ট ও উর্ব্বরা;—শম্ভু যে তাহা ত্যাগ করে, এমত বোধ হয় না। তবু আমি তাঁকে অনেক বলেম, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন ফির্‌লোনা"। রাজাবাবুর নিকট গঙ্গাধর গেজেট্ এই ভূমি সম্বন্ধে প্রথমতঃ যাহা কহিয়াছিল তাহা পাঠকদিগের স্মরণ থাকিবে। গঙ্গাধর "বরের ঘরের মাসী, কন্যার ঘরের পিসী"—"যে দিকে জল পড়ে সেই দিকে ছাতি ধরে"। এই কথা শুনিয়া শম্ভুর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শম্ভু কহিল, "বল কি?" গঙ্গাধর কহিল," এই বাস্তব, কোন উপায় থাকে কর। কিন্তু শুনেচি যে বড় মহাশয় রাজা-বাবুর এই প্রস্তাবে বিরুদ্ধ মত দিয়াছেন। এবং কর্ত্রী ঠাকুরাণীও এতে মত

সেম নাই।—ইহাও আমার জানা আছে;—এই তোমার পক্ষে সুবিধা। কিন্তু রাজাবাবু স্থিরপ্রতিজ্ঞ,—তাঁহার মতে সম্মত না হওয়া সর্বনাশের সোপান"। এই বলিয়া গঙ্গাধর একেবারে গাত্রোত্থান করিল; ও বিদায় হওন কালে কহিল—"যেমত হয় পশ্চাৎ বল্‌বো। আমি এখন চল্‌লেম—বেলা হয়"। শম্ভু সুর চিন্তিত হইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল, ও গৃহিণীকে সমস্ত কহিল। তাহা শুনিয়া সপরিবারে বিষণ্ণ হইল; এবং অবশেষে এই স্থির হইল যে সাধ্য মতে ঐ ভূমি ত্যাগ করা নয়—তাহাতে যাহাই হউক। গৃহিণী কহিল যে "জলের মধ্যে ঘর করে কুমীরের সঙ্গে বাদ্ করা বড় বিষম;—বরং যা'তে রাজাবাবুর মন ফেরে, এখন তারি চেষ্টা করা উচিত"। প্রাচীন গৃহিণী বুদ্ধিমতি ছিল; শেষে এই উপায় অবলম্বন করিতে কহিল, যে কুমুদিনী গিয়া গোলাপকুমারীকে অনুরোধ করুক। তাহাতে যদি গোলাপকুমারীর মনোযোগ হয়, তা হ'লে সুবিধা হ'বে ও আর কোন ভয় থাক্‌বে না। গোলাপ কুমুদকে অত্যন্ত ভাল বাসে,—তাহার কথা অবশ্য রাখ্‌বে। আর গোলাপ তাহার মায়ের অতিশয় প্রিয়। এই প্রকার কথোপকথন ও ভাবনা চিন্তায় প্রায় দুই প্রহর বেলা হইয়া উঠিল, ও পল্লীগ্রামের লোকের স্নানভোজনের সময় হইয়া আইল। সুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আইল। লক্ষ্মী তাহা দেখিয়া রন্ধনার্থে পাকশালায় গমন করিল। কুমুদিনী মাতাকে ডাকিয়া কহিল—"মা, স্নানে যাও—বেলা হয়েছে"। ইহা কহিয়া অনতিবিলম্বে একটী ছোট কাংস্যবাটীতে করিয়া কিঞ্চিৎ সর্ষপতৈল আনিয়া দিল। জ্যেষ্ঠা বধূ—সে তৈল মাখে না। আধুনিক প্রথামতে জ্যেষ্ঠা বধূ কিঞ্চিৎ নারিকেল তৈল মাখিয়া শাশুড়ীবধূ স্নান করিতে শ্বেতবাহিনীর ঘাটে গমন

করিল। বৃদ্ধ সুর পুনর্ব্বার পাট কাটিতে আরম্ভ করিল। বাটীতে একটী মাত্র দাসী। সে আপন প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ঢেঁকিশালায় ধান্য কুটিতে ছিল।

লক্ষ্মীমণি মধ্যে মধ্যে পাকশালা হইতে উঠিয়া তথ্য লইতে ছিল। কুমুদিনী ও কনিষ্ঠা বধূ অগ্রেই খিড়কীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়াছিল।—তাহারা বাহিরে যাইত না। কারণ উভয়েই তরুণযৌবনা। তবে যোগে যাগে প্রাচীনা স্ত্রীলোকদিগের সহিত গিয়া কখন কখন নদীতে স্নান করিয়া আইসে,—ইহাতে নিষেধ নাই। তাহার পর কুমুদিনী উঠিয়া বাহির বাটীর দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া দেখিল, যে পিতা তখনও পাট কাটিতেছেন। কুমুদিনীর অচলা পিতৃ-ভক্তি। পিতার মুখ দেখিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা স্নান কর্‌বে না?—বেলা যে অনেক হয়েচে"। সুর কহিল্ "যাই মা—এই হোলো"। ও বাহিরে আসিয়া দিবাকর প্রদেশে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া দেখিল, যে বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। তখন পাট কাটা স্থগিত রাখিয়া কুমুদকে কহিল, "কুমুদ, একটুকু তেল এনে দাও—একটা ডুব্ দিয়ে আসি"। কুমুদিনী এক খানি ক্ষুদ্র খুরীতে করিয়া কিঞ্চিৎ তৈল আনিয়া দিলে, সুর তাহা মুহুর্ত্তেকে স্বহস্তে মাখিয়া এক খানি মলিন জীর্ণ গামছা স্কন্ধে লইয়া নদীতে গমন করিল। এমন সময় গৃহিণী ও জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ অবগাহন করিয়া আসিল। সুর স্নানান্তে সংক্ষেপে আহ্নিক করিয়া গৃহে আইলে, কনিষ্ঠা বধূ ঈষৎ অবগুণ্ঠিকা টানিয়া শ্বশুরের পিড়ার সম্মুখে যৎকিঞ্চিৎ জল-যোগের দ্রব্য রাখিয়া গেল। যে, হেতু সে সময় অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় নাই। পল্লীগ্রামে অনেক বেলায় স্নান ভোজন করা এক প্রকার প্রথাসিদ্ধ। কি ভদ্র লোক, কি ইতর লোক, সকলেই প্রায় বেলায় স্নান,

ও যথা কালে ভোজন, করিয়া থাকে। তাহা পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় অবিদিত নাই। শম্ভু যৎকিঞ্চিৎ তরল ইক্ষুগুড়, মুড়ি সংযোগে সংক্ষিপ্ত জলপান করিয়া পুনর্ব্বার বাহির বাটীতে আইল, ও কাটা দড়ী একত্র করিয়া এক জন কৃষাণ সহকারে তাহা তাল পাকাইতে লাগিল। শম্ভুর বাহির বাটীতে এক খানি চৌরী ঘর হইতে ছিল, ও তাহাতে ঘরামী লাগিয়াছিল। তজ্জন্য বাঁশ, বাখারী, খড়, দড়ীতে উঠান ও চণ্ডীমণ্ডপে প্রায় তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। এবং সেই হেতু শম্ভুও ব্যস্ত ছিল। কারণ লোকজন আইলে বসাইবার স্থান নাই। দুই প্রহর অতীত হইলে পর ঘরামিরা কিঞ্চিৎ ভিজা চাউল জলযোগ করিয়া সলা ছিটিতে আরম্ভ করিল। শম্ভু তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। মাথায় মলিন মহিষা-ধরা একখানি গামোছা—হাতে খেলো হুঁকা। মধ্যে মধ্যে তাহা এক এক বার টানিতেছিল। ঘরামীদের তিন প্রহরে ছুটী। দেখিতে দেখিতে বেলা একটা অতীত হইল, এমতকালে লক্ষ্মী ডাকিয়া কহিল—"বাবা, ভাত খাওসে"। শম্ভু ঘরামীদের নিকট কৃষাণকে রাখিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। যে হেতুক ঘরামীদের নিকট লোক না থাকিলে উহারা প্রায় কর্ম্মে শৈথিল্য করিয়া থাকে। এমত সময় জ্যেষ্ঠা বধূ দুইখানি পিঁড়া পাতিয়া এক এক ঘটী জল রাখিয়া গেল। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সন্নিকটে আসনান্তরে বসিল। তাহার পর লক্ষ্মীমণি দুইখানি কাংস থালে অন্ন, ও বাটিতে ডাল, ও অন্নের পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ব্যঞ্জন ও অম্বল দিয়া উভয়ের সম্মুখে রাখিয়া গেল। পিতাপুত্র ভোজনে বসিলে, কনিষ্ঠা বধূ ও কন্যা পাকশালায় গিয়া ভোজনে বসিল। গৃহিণী ও জ্যেষ্ঠ বধূ শেষে আহার করিয়া থাকে। ইহাদের আহার হইলে কৃষাণেরা পাত পাড়িয়া উঠানে আহার করিতে বসিল। কনিষ্ঠ পুত্র স্কুলে কর্ম্ম করে। দশটার

সময় আহার করিয়া কর্ম্মে গিয়াছে। তাহার আহারব্যবহারের রীতি স্বতন্ত্র ছিল। সকলের আহার হইলে পর শেষ লক্ষ্মী ভোজন করিল। যে হেতুক লক্ষ্মী বিধবা। আমিষের ব্যাপার সমস্ত না হইলে, নিরামিষ রন্ধন হইত না। লক্ষ্মীমণি আহার করিয়া বসিলে, ভূম্যধিকারীর বাটীর ঘণ্টার ৩ টা বাজিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া ঘরামীরা ব্যস্ত হইয়া শলা মশলা ফেলিয়া, শণসূতালি ও দা গুলি একত্র করিয়া, বাটীর ভিতর গিয়া ডাকিয়া কহিল, "ওগো গিন্নি, দা রাখ—আমরা চলেম—তিনটে বেজেচে"। গৃহিনীর সে সময় অল্প তন্দ্রা আসিয়াছিল; ও একটী কাঠির মাজুরীর উপর শয়ন করিয়া পুরাতন উপাধানে মস্তক রাখিয়াছিল। ঘরামীদের চীৎকারে তন্দ্রা ভাঙ্গিল, ও ডাকিয়া কহিল, "দা দাওয়ায় রেখে যা"। ঘরামী দা রাখিয়া প্রস্থান করিল। কর্ত্রী তাহা দেখিয়া পুনর্ব্বার উপাধানে মস্তক রাখিল। কিন্তু তাহার পর আর নিদ্রা হইল না। তাহার অব্যবহিত পরেই কনিষ্ঠ পুত্র স্কুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া জলযোগ করিতে বসিল। কর্ত্রী তাহা দেখিয়া উঠিয়া বসিল। অবিনাশ সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ জলযোগ করতঃ একখানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র হাতে করিয়া বাহির বাটীতে গমন করিলে, গৃহিনী তাহার কিঞ্চিৎ পরে কুমুদিনী কন্যাকে নিভৃতে ডাকিয়া ভূমি ঘটিত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাহাকে বিদিত করিয়া কহিল, "মা—তুমি একবার গোলাপকুমারীর নিকটে গিয়া যাহাতে আমাদের প্রতুল হয় তাহা চেষ্টা কর। কুমুদিনী তাহা শুনিয়া বিস্ময় ভাবে মাতাকে কহিল, "মা—আমা হ'তে কি হ'তে পারে?—গোলাপকুমারী বড় ঘরের মেয়ে। যদি আমার কথা না রাখে, তবে এতে মানহানি ও মনোদুঃখ হ'বে"। ইহা কহিয়া অতি চিন্তিতের ন্যায় মাটীতে বসিয়া নখের দ্বারা ক্ষিতি আঁচড়াইতে

লাগিল। তাহার পর মাতার মুখ পানে চাহিয়া কহিল, যে " আর এক কথা এই, যে ছোট জামাইবাবু প্রায় অন্তঃপুর পরিত্যাগ করেন না ; সেই হেতু গোলাপকে বিরলে পাওয়া বিষম কঠিন। যাহা হউক, যখন তুমি এরূপ ব্যগ্র হ'তেছ, আমার তথায় একবার যাওয়াই উচিত ; কপালে যাহাই থাকুক্,—আমি কালি কিম্বা পরশু, সময় বুঝিয়া অবশ্যই যাইব"। পাঠক মহাশয়েরা বিদিত থাকিবেন, যে এতদ্দেশাচার মতে বড় মানুষের অন্তঃপুরে স্বগ্রামের বা গ্রামান্তরের ভদ্র লোকের স্ত্রীলোকদের গমনাগমনের নিষেধ নাই। কুমুদিনীর পুনর্ব্বিবাহ হইলে পর, কুমুদ আর বাটীর বাহিরে গমন করিত না। সুতরাং গোলাপকুমারীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইবার তাদৃশ সদুপায় ছিল না। কিন্তু পাঠাগারে উভয়ের যে-রূপ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল, তাহার মান্দ্য হইবার কোন লক্ষণ অনুভূত হয় নাই। ইহাই কুমুদিনীর ভরসা ছিল। তদনন্তর কুমুদিনী মাতাকে কহিল, "মা—তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমার যাওয়া স্থির"। ইহা শুনিয়া গৃহিনী আনন্দে গৃহধর্ম্মের কর্ম্মে নিবিষ্ট হইল। কুমুদিনী আপন ঘরে সন্ধ্যা দিয়া বয়স্যা ছোট বধূর সঙ্গে কথোপকথন করিতে লাগিল। গঙ্গাধর গেজেট্ সুরের বাটী হইতে পূর্ব্বাহ্ণে বিদায় হইয়াছিল, ইহা পাঠকদিগের স্মরণ থাকিবেক। তদনন্তর গঙ্গাধর ভূম্যধিকারীর কাছারির "দেওয়ান দফ্তরে" হাজিরী দিয়া নমস্কারপূর্ব্বক রাজাবাবুর সমীপে গিয়া বসিল। রাজাবাবু গঙ্গাধরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গেজেট্—সমাচার কি ?" গঙ্গাধর কহিল, "নগরের সকল মঙ্গল। পুরোহিতবাটীতে আগামী ১ মাঘ "শ্রীমদ্ভাগবত-কথা ও পাঠ আরম্ভ হইবেক"। রাজাবাবু কহিলেন, "তা আমি জানি ;—তার পর ?" গেজেট্ কহিল, "তার পর ভূমির কথা এই, যে শম্ভু দাদা সহজ লোক নয়, হঠাৎ

সম্মত হইবে না,—তথাচ আমি অনেক বল্লেম্। সুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র—সেটা অসুর!—ক্রুদ্ধ হইলে সুরাসুর কিছুই মানে না। ওবেটীও তেমনি,—কন্দলের সময় ভাসুর শ্বশুর কিছুই জানে না। আপনকার যা সদ্বিবেচনা হয়, তাই করুন। আমি প্রতিপালিত ও চিরদিনের অনুচর, জিজ্ঞাসিত না হইলেও আমাকে অবশ্যই আপনকার হিত বল্‌তে হয়"। ইহা কহিয়া গেজেট্ পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া দফ্‌তরখানায় গেল। রাজাবাবু ঘড়ী দৃষ্টে স্বীয় স্নানের সময় হইয়াছে বুঝিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

কুমুদিনী ও গোলাপকুমারী।

পরদিন প্রাতঃকালে কুমুদিনী প্রাতঃকৃত্য সারিয়া মাতাকে কহিল, "মা—আমি আজ্ গোলাপকুমারীর সঙ্গে দেখা করিব"। মাতা কহিল—"ভালই তো, যাও। তবে সকাল সকাল স্নান কর"। ইহা কহিয়া কুমুদিনীর কবরী মোচন করিতে লাগিল। তাহার পর কুমুদিনী তৈল মাখিয়া খিড়কীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আইল; ও অঙ্গমার্জ্জনা করিয়া মুক্তকুন্তলে বালার্কের কোমল কিরণ সেবন-করিতে লাগিল। দিবা আনুমানিক দেড় প্রহর হইলে, কুমুদিনীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী লক্ষ্মীমণি কহিল, "কুমুদ—তুই ভাত্ খা"। ভোজনের অসময় বলিয়া কুমুদ স্বল্পমাত্র আহার করিতে পারিল। তাহার পর কেশবিন্যাস করতঃ সামান্যরূপ একখানি শুভ্রশাড়ী পরিয়া খিড়কীর

পথ দিয়া বাহির হইল। সেই সময় লক্ষ্মী কুমুদিনীর কাণে কাণে কহিয়া দিল—"দেখিস্ যেন সেই সর্ব্বনাশী সরোর সঙ্গে দেখা শুনা হয় না"। সঙ্গে একটী প্রাচীনা দাসী চলিল। কুমুদিনী বাটী হইতে বাহির হইয়া ঈষৎ অবগুণ্ঠিকা টানিয়া দিল; ও সত্বরগমনে ভূম্যধিকারীর বাটীর পশ্চাদ্ভাগের সেতু পার হইয়া খিড়কীদ্বারে উপনীত হইল। তথায় সে সময় দুই জন পাইক প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল। কুমুদকে দেখিয়া উভয়ে সম্ভ্রমে একপার্শ্ব হইল। যে হেতুক গ্রামস্থ সমস্ত ভদ্রলোকের পরিজনদিগের এই পথ হইয়া ভূম্যধিকারীর বাটীর অন্তঃপুরে গমনের কোন নিষেধ ছিল না। কুমুদিনী প্রথম দ্বার পার হইয়া নিঃশঙ্ক হইল। যে হেতুক খিড়কীর দ্বিতীয় দ্বার স্ত্রীলোকে রক্ষা করিত। কুমুদ তাহা জানিত।

মুহূর্ত্তেকে কুমুদিনী দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিল, যে এক জন স্ত্রীলোক যষ্টিহস্তে দ্বাররক্ষা করিতেছে। কুমুদকে দেখিয়া কহিল, "কি গো মা, অন্দরে যা'বে?—যাও"। ইহা কহিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। ও কুমুদ অকুতোভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। এই সময় সমভিব্যাহারিণী দাসী তথা হইতে বিদায় হইল। কুমুদিনী অন্তঃপুরের প্রথম খণ্ড ছাড়াইয়া দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যে রাজাবাবুর মা নীচে বসিয়া আছেন। কুমুদিনী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এক ধারে দাঁড়াইল। কর্ত্রী কুমুদকে দেখিয়া কহিলেন, "কে গো কুমুদ!—আয়। গোলাপ উপরে আছে; সে সর্ব্বদা তোর নাম করে, আর বলে যে মা, কুমুদ বুঝি আমাকে ভুলে গেচে"। কুমুদিনী মৃদু স্বরে উত্তর করিল, "জেঠাইমা,—সে কি কথা!—তিনি যে আমাকে মনে করেন, সেই আমাদের ভাগ্যি"।

তদনন্তর রাজাবাবুর মা কুমুদিনীকে উপর প্রকোষ্ঠে গমনের নূতন সিঁড়ির পথ দেখাইয়া দিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। কুমুদ অবরুদ্ধ সিঁড়ির কবাট্ ঈষন্মুক্ত করিয়া অতিশয় সুমার্জ্জিত দারুময় সিঁড়ির প্রথম সোপানে পাদক্ষেপ করিবামাত্র, গভীর রবে হিন্দী ভাষায় শুনিল—"কোন্ যাতা হ্যায়?" ও সেই সময় ভীম নাদে কুক্কুর ডাকিয়া উঠিল। স্বভাবতঃ মৃদু ও সাহসহীনা কুমুদিনীর কর্ণে তাহা ভীমের গদার ন্যায় বাজিল, ও সভয়ে কুমুদিনীর হৃৎকম্প হইল। হাত পা কাঁপিতে লাগিল। ও যেখানকার পা সেইখানেই রহিল।

অনন্তর কম্পিতা কামিনী সভয়ে পশ্চাতে অবলোকন করিয়া দেখিল, যে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণা, করালবদনা, এক পশ্চিমা নারী গবাক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। আর তাহার অনতিদূরে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ নেপাল-দেশীয় বিশালদন্তযুক্ত লোমশ কাল কুক্কুর একটা বসিয়া আছে। উক্ত উভয় অকুশল মূর্ত্তি দেখিয়া কুমুদিনীর আরও ত্রাসবৃদ্ধি হইল। এবং অদূরে ক্ষুধার্ত্ত দ্বীপী দেখিয়া কুরঙ্গিণী যেরূপ চঞ্চলা ও ব্যাকুলা হয়, কুমুদিনীর এক্ষণে সেই ভাব হইল। ও মনে মনে কহিতে লাগিল, "হায় হায়! কেন বা এসেছিলেম্। যদি না আস্‌তেম্ তো ভালই হতো। বুঝি, আজি কুক্কুরেরি ভক্ষ্য হবো"।

বোধ হয় উক্ত পশ্চিমা নারী কুমুদকে পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। অনন্তর, কুমুদিনীর কমনীয়া শ্রী দেখিয়া উক্ত ভীষণ নারীমূর্ত্তি ললিত-স্বরে কহিল, "যাও মাই—উপর যাও"। এ কথায় কুমুদিনী আকাশ হাতে পাইয়া শনৈঃ শনৈঃ সিঁড়ীতে উঠিতে লাগিল,—ও সভয়ে চতু-র্দ্দিগে এক এক বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল,—যে পাছে আর কেহ কোন দিক্ হইতে আসিয়া তাহার উপরে গমনের প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু

কোন দিকে আর কাহাকেও না দেখিয়া কুমুদিনী অতঃপর ত্যক্তত্রাস হইয়া উপরে উঠিল; ও নব-রচিত-প্রাসাদের চিত্রকার্য্য দেখিয়া ও তাহার কমনীয় শোভায় আকৃষ্ট হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, যে “আহা, ধনে কি না হয়!” এইরূপ চিন্তা করতঃ কুমুদিনী কিয়দ্দূরে গিয়া মনে মনে করিল, যে “গোলাপকুমারীর সহিত আমার অনেক দিন সাক্ষাৎ নাই। পাছে আমাকে চিনিতে না পারে। কেন না মানুষের মন সব সময় এক রূপ থাকে না। বিশেষতঃ বিপুল বিভবে মনের বিকার জন্মায়। আর আমাতে ও গোলাপকুমারীতে অনেক অন্তর”। এই মত দুশ্চিন্তা করিতে করিতে কুমুদ গোলাপকুমারীর প্রকোষ্ঠের সম্মুখে উপনীত হইল।

তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। গোলাপকুমারী ও ছোট জামাতাবাবু আহার করিয়া উভয়ে পর্য্যঙ্কে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। কবাট্ ঈষন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সহসা কুমুদিনী কবাট্ মুক্ত করিয়া প্রবেশ করিতে সাহস পাইল না। ও দাঁড়াইয়া ক্ষণেক কাল ভাবিতে লাগিল। ইতি মধ্যে সরোভাণ্ডারনীকে যাইতে দেখিয়া মনে মনে করিল, যে সরো আনুকুল্য করিলেও করিতে পারে। কিন্তু সরো তাহার ভগ্নীর সপত্নী, ও সেই দ্বেষহেতু কুমুদকে কোন সাহায্য করিল না। সরো কুমুদকে তথায় দেখিয়া অপরিচিতের ন্যায় একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল; ও কুমুদকে জিজ্ঞাসিল—“এখানে কেন?” কুমুদ কহিল “দোষ কি?” “গোলাপের সঙ্গে দেখা করিব”। সরো অপ্রসন্ন বদনে কহিল—“এখন দেখা হওয়া ভার,—বিশেষ জামাই-বাবু ঘরের ভিতর রয়েচেন্। এখন কে যা'বে?” ইহা কহিয়া সরো গর্ব্বিতা নারীর ন্যায় সদর্পে পাদক্ষেপ করতঃ চলিয়া গেল। কুমুদ

দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল; ও মনে মনে করিল, যে "যদি এতদুর এসে দেখা না কর্‌তে পারি, তবে বড় লজ্জার কথা হ'বে, আর কর্ম্মেরও হানি হ'তে পারে"। ইহা বিবেচনা করতঃ সাহসে ভর করিয়া কুমুদ নম্ররূপে কবাটে দুই তিন বার আঘাৎ করিল; ও তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে শব্দ হইল—"কে ও?" "কে রে?" কুমুদিনীর যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাবল ছিল; সুতরাং প্রাগুক্ত সমাদরবিহীন সম্বোধনে কোন সায় না দিয়া সাহসপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তদ্রূপে কবাটে আঘাৎ করিল। গোলাপ তাহা শুনিয়া আপনি উঠিয়া কবাট্‌ খুলিয়া দেখিলেন—যে কুমুদিনী! ও হাসিয়া কুমুদের হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর লইলেন। জামাইবাবু কুমুদকে বহুদিন দেখেন নাই। হঠাৎ কুমুদিনীর যৌবন-শ্রী ও লাবণ্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। জামাতাবাবুকে দেখিয়া কুমুদিনী লজ্জিতা হইল। তাহার পর গোলাপকুমারী কুমুদকে লইয়া অন্য প্রকোষ্ঠে বসাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; ও সৌজন্যপূর্ব্বক কহিলেন যে "আজ্‌ আমার ভাগ্যি"। কুমুদ কহিল, "সে—আমার বটে। তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হওয়া বড় সৌভাগ্যের কর্ম্ম।

এতদ্রূপ শিষ্টাচারিতার পর কুমুদ কহিল, "দেখ—তোমার দাদাবাবু আমাদের প্রতি অন্যায় করিতেছেন। আমার বাপ্‌মা প্রাচীন, ও তোমাদের আশ্রিত প্রজা। যাহাতে তাঁরা মনোদুঃখ না পান, তা তুমি কর্‌বে। গোলাপ কহিল "সে কি কথা!" কুমুদিনী কহিল, "তা বল্‌চি। পৃথিবীশুদ্ধ তোমাদের। পিতার দুই হাত ভুমী লয়ে তোমাদের ঐশ্বর্য্যের কি বৃদ্ধি হইবেক। সে কেবল মহাসাগরে এক বিন্দু বারির ন্যায়। তাহাতে সাগরের বৃদ্ধি নাই; কিন্তু জলখণ্ডের হানি আছে।

আমরা বড়গাছের তলে আশ্রয় লইয়াছি,—দৈবাৎ ফল পাওয়া না গেলেও আমরা ছায়া হ'তে কেন বঞ্চিত হ'ব। পাঠশালায়,—মনে কর, তুমি আমাকে "মকর" বলে ডাক্‌তে, অদ্যাপিও আমার সে স্পর্দ্ধা আছে। আর যদিও তোমায় আমায় এরূপ সম্পর্ক অসমান বটে, কিন্তু——"। গোলাপকুমারী আর্দ্র হইয়া কুমুদিনীর হাত ধরিল; ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিল, "মকর,—আর কেন? যে তুমি, সে আমি। বিষাদ ত্যাগ কর। মাতা বিদ্যমানে তোমাদের অকুশল নাই। আমার বোধ হয়, এ সকল গঙ্গাধর গেজেটের কর্ম্ম হ'বে।—সেই দাদাবাবুকে এ সকল প্রবৃত্তি দিয়ে থাক্‌বে। যা হোক্ তুমি ভেবো না। আমি তোমাদের পক্ষে রইলেম্"। ইহা কহিয়া গোলাপকুমারী কুমুদকে প্রবোধ দিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত করিলেন। তাহার পর কুমুদকে বিবিধ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য দিয়া জলযোগ করাইলেন। সে সময় বেলা আড়াই প্রহর হইয়াছিল। কুমুদিনী, প্রায় বেলা অবসান হইল জানিয়া, একেবারে গা তুলিয়া গোলাপকুমারীকে কহিল, "মকর, তবে এখন আসি"। গোলাপ কহিলেন, "তা হ'বে না,—এখনও অনেক বেলা আছে"। ইহা কহিয়া কুমুদিনীর হাত ধরিয়া বসাইলেন। আর জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার দিদির মেয়ের কবে বিবাহ হ'বে"। কুমুদ কহিল, "মাঘ ফাল্‌গুন মাসে হ'তে পারে। বিয়ে না হ'লে আমি যেতেও পার্‌বো না"। গোলাপ কহিল, "সেটা ভাল দেখা'বে না। তোমার দিদি তো—আবার সেই মানুষ। কুমুদিনী কথার আভাসে যৎকিঞ্চিৎ সূত্র পাইয়া কহিল, "দিদির কথা আর কি বল্‌বো! আমি মধ্যে মধ্যে কেতাব্ পড়ি, ছোট বউ পশম বোনে, এতেই আর রক্ষা নাই! দিদি বলেন, "ওমা,—আমাদের গেরস্ত ঘরের মেয়েদের কি এত বাবু হ'লে চলে। আমরা

ধান্ ভান্‌বো, ধান্‌সিদ্ধ কর্‌বো, গোবর নেদি দেবো, ঢেঁকি পেড়ে চাল কুট্‌বো, নদী থেকে জল আন্‌বো, কুট্‌নো কুট্‌বো, বাট্‌না বাট্‌বো, রান্‌না বাড়্‌না কর্‌বো। হোক্ ব্যানে, আমরাও তো এক সময়ে সোমত্ত ছিলেম। আমাদেরও তো রূপ ছিল। তা'তেই কি আমরা দ্বার দিয়ে ঘরে বসে বাবু আনা করেচি? এখনও যা কর্‌চি, তখনও তাই করেচি। এতেই কি আমাদের জাত্ গেছে? এখনকার চাষাদের মেয়েরাও বাবু হয়ে উঠ্‌লো! একটু কম্ ওসারের কাপড় পরেন্ না। মোটা কাপড় পরেন্ না। যাদের পুরুষরা ক্ষেতে খেটে খাবে, তাদের মেয়েদের এতটা ভাল দেখায় না"। দিদি কখন কখন মার্ কাছেও এ সকল আন্দোলন করে থাকেন।—বলেন্, "দেখ মা, তোমার ছোট মেয়েটি ও ছোট বউটি,—এঁরা দুটি বাবু। ঘরকন্‌নার কিছুই দেখেন্ না। কুটো গাছ্‌টি ছেঁড়েন্ না। কেবল গেঁজে গাঁথ্‌বেন্, জুতোর পশম তুল্‌বেন্। একি আমাদের ঘরে পোষায়?" মা কিছু বলেন্ না। এতেই বা দিদির রাগ কত!" কুমু-দিনীর কথা শুনিয়া গোলাপকুমারী হাসিয়া কহিলেন, "ভগ্নীতে ভগ্নীতে হিংসা আছেই তো। তায় যদি এক জন সধবা, ও আর এক জন বিধবা হয়, তা'তে আরো রিশ্ জন্মে। তত্রাচ এতে আন্তরিক স্নেহ দূর হয় না। যা হোক্ তুমি ছোট ভগিনী, তোমাকে বড়র কথা সহ্য করা উচিত"। উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে বেলা প্রায় অবসান হইল। এমন সময় এক জন দাসী বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিল, যে "সুরেদের বাড়ী থেকে এক জন মেয়ে লোক কুমুদকে নিতে এসেচে"। কুমুদিনী তাহা শুনিয়া চঞ্চলা হইল, ও কবাট্ মুক্ত করিয়া দেখিল, যে সূর্য্য প্রায় অস্ত হইলেন। ও ব্যস্ত হইয়া গোলাপকুমারীর হাত ধরিয়া কহিল, "মকর,—তবে আমি এখন আসি"। গোলাপ কহিল, "আবার কবে দেখা হ'বে, তা বল"।

কুমুদ কহিল, "তা এখন কেমন করে বল্‌বো"। গোলাপ জিজ্ঞাসিলেন, "পুরোহিতবাড়ী কথা শুন্‌তে আস্‌বে?—সে উত্তবায়ণ দিনে"। কুমুদ কহিল, "সে দিন লোকজন খা'বে, ও মা ও দিদি গঙ্গাস্নানে যা'বেন্‌,—সে দিন আমার যাওয়া ভার্‌। যদি পারি তো বলে পাঠা'ব"। ইহা কহিয়া কুমুদিনী সম্ভ্রমে গোলাপকুমারীর হাত ধরিয়া বিদায় যাচ্ঞা করিল। গোলাপ সিঁড়ীর নীচে পর্য্যন্ত কুমুদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া কুমুদকে পরিতোষপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। কুমুদের সঙ্গে তাহার বাটীর প্রাচীনা দাসী চলিল। গোলাপকে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত কুক্কুর সানন্দে পুচ্ছ নাড়িতে লাগিল। সে সময় পশ্চিমা দাই তাহার অঙ্গের ধূলি ঝাড়িতে ছিল। দাই কহিল, "মাই, হাম্‌নে পহ্‌লা ওহ্‌ লেড়্‌কিকো রোখি থি, ফের্‌ আনে দিয়া"। গোলাপ কহিল, "ওহ্‌ হামারি বহুৎ পিয়ারি হেয়,—রোখো মৎ"। ইহা কহিয়া গোলাপকুমারী উপরে উঠিলেন। ও কুমুদিনী স্বল্প ক্ষণের মধ্যে বাটীতে আসিয়া সন্ধ্যার পর মাতাকে সমস্ত কহিল। সুরজায়া দুহিতার মুখে সুসমাচার পাইয়া সানন্দে কহিল,—"কুমুদ, তো হ'তেই আমার দুঃখু ঘুচ্‌বে। তোকে সার্থক পেটে ধরেছিলেম!" কুমুদিনী মাতৃ-অনুরাগে আপনাকে কৃতকৃত্য মানিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গ্রামবার্ত্তা ও কৃষিগণের ব্যবহার।

প্রিয়ম্বদা কুমুদিনী বিদায় হইলে, গোলাপকুমারী উপরে গিয়া বিষন্ন হইয়া বসিলেন,—ও গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আর মনে

গনে কহিতে লাগিলেন, যে " আমি অঙ্গীকারে বদ্ধ হলেম্,—না জানি শেষে কি হ'বে। দাদাবাবু তো সেই প্রকারের লোক। তাঁতে আবার খোসামুদের দল তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে ; ও জল " উঁচু নীচু " বলিয়া তাঁহার মনরক্ষা করে। আমার কেবল মা ভরসা। যাহা হউক, আমি বিদ্যমানে সুরেন্দ্রের অমঙ্গল নাই। এতে আমি মরি—বা—বাঁচি"। এই-রূপ চিন্তা করিতে করিতে গোলাপকুমারী নিদ্রাকৃষ্টা হইয়া উপধানে মাথা রাখিলেন; ও ক্ষণমাত্রে সুনিদ্রিতা হইয়া সংক্ষেপকালের নিমিত্ত তাবৎ দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইলেন। তখন রাত্রি অধিক হয় নাই। রাজাবাবু সেই সময় অন্তঃপুর হইতে বাহিরে গিয়া কাছারীতে উপবিষ্ট হইলেন। " বড় মহাশয় " দেওয়ান্খানায় বসিয়া আছেন, এই সময় এমারৎসরকার আসিয়া নমস্কার করতঃ কহিল, " হুজুর, কালি পৌষ-সংক্রান্তি ; রাজ্‌মজুর, কারিগর্‌লোকেরা কেহ দুই দিন কর্ম্ম করিতে আসিবে না। অনেকেই গঙ্গাস্নানে যা'বে। সেখানে কালি ভারি মেলা। আর যা'রা ঘরে থাক্‌বে, তারাও কর্ম্মে আস্‌বে না ;—পিঠে খাবার আমোদে থাক্‌বে "। ইহা কহিয়া সরকার বিদায় হইল। এমত কালে গঙ্গাধর গেজেট্ আসিয়া উপনীত হইল। তাহাকে দেখিয়া ছোট জামাতাবাবু কহিলেন, " গঙ্গাবাবু, তোমার ইব্‌নিং গেজেট্ [Evening-Gazette.] পঁহুছিল ! " গঙ্গাধর প্রণাম করিয়া রাজাবাবুকে কহিল, " ধর্ম্মঅবতার, সুরের বাটীতে কালিকের আমার নিমন্ত্রণ আছে। কালি আমাদের একটা বড় আমোদের দিন !—পিঠে সংক্রান্তি "। পাঠক মহা-শয়রা অবশ্যই বিদিত থাকিবেন, যে আকরী সংক্রান্তি ও উত্তরায়ণ দিনে জাহ্নবীস্নান অতি প্রসিদ্ধ। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এতদ্দেশীয় প্রায় যাবদীয় লোক অরুণোদয় কালে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন ; ও আমোদ করিয়া পিষ্টকভোজন

করেন। গেজেট্ কহিল, "হুজুর, যা'রা দেড় আনার মজুর,—তা'রাও উদর পূরে পিঠে খা'বে। এ পরবে ছোটবড সকল লোকেরি আমোদ আছে। ভাগীরথীতীরে কোন কোন স্থানে উত্তরায়ণে ভারি মেলা হইয়া থাকে; তাহাতে এতদ্দেশের দোকানী পসারী গিয়া দোকান্ ফাঁদিয়া ক্রয়বিক্রয় করে। আর বেগারের পুণ্যে গঙ্গাস্নানও হইয়া আইসে"।

অনন্তর রাজাবাবু ঘড়িতে দেখিলেন, যে রাত্রি প্রায় নয় ঘণ্টা হইল, ও উঠিয়া অন্তঃপুরে গেলেন। গেজেট্ কাছারির কর্ম্ম সারিয়া ঘরে প্রস্থান করিল। পাঠক মহাশয়রা বিদিত থাকিবেন, যে অধিকাংশ জমী-দারী কাছারির কার্য্য প্রায় রাত্রি কালেই হইয়া থাকে। এবং কর্ম্মপটু ও পরিশ্রমী ভূম্যধিকারীরা স্বয়ংও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাছারীতে বসিযা থাকেন।

পরদিন অতিপ্রত্যূষে গঙ্গাধর প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ভাগীরথীস্নান করতঃ একবার নগরভ্রমণ করিয়া রাজাবাবুর নিকট আসিযা দেখা দিল। রাজাবাবু সেই সময় পুষ্পোদ্যানে পাদবিচরণ করিতেছিলেন। গেজে-ট্কে দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি সমাচার?" গেজেট্ প্রণাম করিয়া কহিল, "ধর্ম্মঅবতার, আজি নদীর ধারে লোকারণ্য!—ও দেখ্তে ভারি শোভা হয়েছে!" রাজাবাবু কহিলেন, "কেমন?" গেজেট্ কহিল, "পল্লীগ্রামের অসংখ্যক লোক স্নানে এসেচে। তা'র মধ্যে স্ত্রীলোক প্রায় তিন ভাগ বোধ হয়,—ও পুরুষ এক ভাগ। আমি নদীর তীরে এসে দেখলেম্, যে নৌকার সীমা নাই! কেহ বা নৌকায় দাঁড় প্যাত্চে, কেহ বা নৌকা সাজাচ্চে, কেহ বা নৌকায় বোঝাই কর্চে, কেহ বা "গঙ্গামাইকি জয়!" বলিয়া নৌকা খুল্চে।

কোথাও বা "পাঁচ্ পীর্ বদর্!"—"আল্লাও!" বলিয়া শব্দ হচ্চে। কুমা-রেরা গাড়ি গাড়ি হাঁড়ি আনিয়া নৌকা বোঝাই কর্‌চে। কোথাও বা খাতা খাতা মেয়ে গুলো গহনার নৌকায় উঠ্‌চে। গ্রামস্থ স্বর্ণকার ও ছুতারেরা এক এক খানি পুরাতন তোলা ধুতিচাদর পরিয়া যৌতায় নৌকা ভাড়া করিয়া বাবু সেজে বেরিয়েচে;—পায়ে ছেঁড়া ষ্টাকীং ও দেশী ঘোড়্‌তোলা জুতো। কোন কোন খানে কাঁসারীরা রাশি পিতলকাঁসার বাসন এনে ফেল্‌চে; ও মণিহারীরা সারি সারি আর্শী, চিরুণী, মালা, ঘুন্‌সীর ঝুড়ি ধরে মুটের মাথায় তুলে দিচ্চে। কেহ বা "রামির মা!"—"রামির মা!" বলিয়া চীৎকার কর্‌চে। কোথাও বা মাজিরা চড়ন্‌দার্‌কে ধরে "বাবু মোর নায় আইস" বলিয়া টানাটানি কর্‌চে। কোথাও বা ঢোলোক্ মন্দিরে বাজ্‌চে। কোন খানে বা কেহ মদ খেয়ে ঢলে পড়্‌চে। আমি দেখে বড় আমোদিত হলেম্; ও দুই এক জনকে জিজ্ঞেস্ কল্‌লেম্, "হাঁরে, তোরা কি উত্তরায়ণের মেলায় যাবি?" তা'রা বলিল, "যে আজ্ঞে, গেজেটী মশাই। এই এক্‌টা আমাদের দিন্"। তা'রপর ঘরে এসে দেখি, যে মেয়েরা গুঁড়ি কুট্‌চে, ও পুলিপিঠের আয়োজন কর্‌চে। তা দেখে মনের হর্ষে দফ্‌তর্‌খানায় এলেম্—যে শীগ্‌গির ছুটি নিয়ে আসি। রাজাবাবু সন্তুষ্ট হইয়া গেজেট্‌কে সংক্রান্তির পার্ব্বণী দিলেন। গেজেট্ পার্ব্বণী প্রসাদ পাইয়া রাজাবাবুর যশের কীর্ত্তন করিয়া বিদায় হইল।

অন্তঃপুরে রাজাবাবুর মা প্রাতঃস্নান করিয়া মালা করিতেছেন, এমত কালে সরোভাণ্ডারুণী আসিয়া কহিল, "মাঠাকুরুণ, সরকারি ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, গোয়ালা, মালী, পাইক, প্রহরী, প্রভৃতিরা নিয়মিত পৌষপার্ব্বণী চাচ্চে। সকলেই নারিকেল্, গুড়, ও চাল্ পেয়ে

থাকে "। কর্ত্রী মস্তক নাড়িয়া ইঙ্গিতে কহিলেন " দেও "। সরোভাণ্ডারিণী কর্ত্রীর অনুমতি পাইয়া উপরি উক্ত সর্ব্বপ্রকার ইতর লোকদিগকে পৌষপার্ব্বণী দিল। ও তাহারা আপন আপন বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত হইল। পাইকেরা মালসাট্ মারিতে লাগিল, ও ঘরে গিয়া আনন্দ করিল; ও উদর পূরিয়া পিঠা ভাৎ খাইল, ও জমীদারের যশ গাহিল। কৃষিজীবী ও দৈনিক বেতনভুক্ লোকেদের পায়সের সংযোগ হইয়া উঠেনা। উদর পূরিয়া পিঠা ভাত্ পাইলেই,—সেই তাহাদের পরমান্ন। পাঠক মহাশয়রা বিদিত থাকিবেন, যে পৌষপর্ব্বাহে ও "গাজনে" ইতর লোকদিগের যাদৃশ আমোদ, দুর্গোৎসবেও তাহাদের তাদৃশ আমোদ নাই।

গেজেট্ সুরের বাটীতে " মধ্যাহ্ন " করিয়া, তাহার পর অপরাহ্ণে গ্রামে ভ্রমণ করিতে গেল। ও ঘরে ঘরে দেখিল, যে আহারের আমোদ। সকল ঘরেই নূতন হাঁড়ি—নূতন সরা। যে হেতুক, নবশাক বর্ণাদি করিয়া হিন্দুমাত্রেই কেহ " পৌষকালি " রাখে না। ইহা পাঠকদিগের অবিদিত না থাকিবেক। তবে অন্ত্যজ বর্ণেরা সে সকল বাছে না। গ্রামের মধ্যে একটি " ঘোষ পাড়া " ছিল। তথায় বহুসংখ্যক গোপ জাতির বসতি ছিল। ইহাদের প্রধান উপজীব্য কেবল চাষ। তবে কেহবা দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিত। প্রায় সকলেরি ঘরে দশপাঁচ্টা গরু ও চাষের বলদ্ আছে। গেজেটের এ পাড়ায় সর্ব্বদা গমনাগমন ছিলনা। কএক জন প্রজার বাটীতে ধান্যের মরাই ও বিচালির পালুই দেখিয়া গেজেট্ অবাক্ হইল;—যেন ধানের গাছ্ আর কখন চক্ষে দেখে নাই, বা তাহা কি, তাহাও জানে না। ও কহিতে লাগিল, যে " এ এক প্রণালী মন্দ নয় "। গঙ্গাধর গেজেট্ জমীদারী

আম্‌লা,—ইহা প্রায় গ্রামে কাহারও অবিদিত ছিল না ; ও রাজাবাবু জমীদার তাহাকে ভাল বাসেন,—ইহাও রাষ্ট ছিল। বীরুগোপ গেজেট্‌কে নিরীক্ষণ করিয়া নমস্কার করতঃ কহিল, " বিশ্বেস মশাই, পায়ের ধূলো দেবেন ? যদি দয়া করে এদিগে এসেচেন্‌, তবে একবার বসুন "। ইহা কহিয়া বীরুগোপ একখানি কাষ্টাসন আনিয়া দিল। প্রাপ্তসম্ভ্রম গেজেট্‌ বীরুগোপের সদরদরজার চালার নীচে বসিল। গোপের পুত্র খোস্কা তামাক্‌ খেলো হুঁকায় সাজিয়া আনিয়া ফুঁ দিয়া গেজেটের হাতে দিল। বীরু আপনি আম্রপাতের নল গড়িল। গেজেট্‌ কথা কহিতে কহিতে এক এক বার হুঁকায় টান্‌ দিতে লাগিল। তামাক্‌ ধরিল না। পল্লীগ্রামে ইতর লোক " ঘষির " আগুনে তামাক্‌ খাইয়া থাকে। গেজেট্‌ দুই এক বার টানিয়া কহিল, " বড় কড়া তামাকু "। কিন্তু হুঁকাও ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহে। যেহেতুক, ভাল হউক, মন্দ হউক, তামাকে গেজেটের অত্যন্ত স্পৃহা ছিল। হুঁকা টানিতে টানিতে গোপকে জিজ্ঞাসিল, " ওহে বাপু, উঠানের মধ্যখানে গোলাকার এ গুলা কি ?" গেজেট্‌ ধান্যের মরাইকে লক্ষ করিয়া এই প্রশ্ন করিল। বীরুগোপ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, " বিশ্বেস্‌ মশাই, এও কি জাননা যে এগুলো কি ? এসব ধানের মরাই। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করে না রাখ্‌লে রাজার মাল্‌গুজারী কোথা হ'তে দিব। একদিন খাজানা দিতে বিলম্ব হ'লে রাজা ১০ আক্ট কর্‌বেন্‌। চাষি লোকের কত জ্বালা, তা আপনারা কি জান্‌বেন্‌ ?" গেজেট্‌ কহিল, "তা বটে, কিন্তু—বাপু হে, রাজারও এমনি দায় ;—সূর্য্যাস্ত হ'লে আর রক্ষা নাই। রাজস্বের টাকা শিয়রে করে রাখ্‌তে হয়। তোমরা ৶ইচ্ছায় ভাল প্রজা ;—তোমাদের কষ্ট কি ? " বীরুগোপের অনেক জমী ছিল। গেজেট্‌ তাহা বিশেষ জানিবার মানসে

জিজ্ঞাসিল, "বীরু, তোমার কত খানি জমী আছে?" বীরু কহিল, "পশ্চিম মাঠে কতক্‌টা "ওট্‌বন্দী" আছে। পূর্ব্ব মাঠে বিঘা চল্লিশেক ভাগযোতে করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নিজের খাজানার জমীও আছে, আর কিছু কিছু ব্রহ্মোত্তরও চষিয়া থাকি"। তাহা শুনিয়া গেজেট্‌ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোষের পো, "ওট্‌বন্দীর" কত টাকা মাল্‌গুজারী লাগে?" বীরু কহিল, "তাহার নিয়ম নাই। যে আন্দাজ্‌ জমী আবাদ্‌ হয়ে উঠে, ফসলের মুখে তাহাই মাপ্‌ হইয়া নিরিখ্‌ মত সেই আন্দাজ্‌ ভূমির মাল্‌গুজারি দিয়ে থাকি। আর ভাগযোতে যাহা আবাদ্‌ করি, তাহার খাজানা লাগে না। উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক আমি পাই। বাকী অর্দ্ধেক যাহার জমী, সেই লয়। খরচখর্‌চা সকলি আমার। কিন্তু, বিশ্বেস্‌ মশাই, আমাদের কায়িক শ্রম ও জন্‌মানুষের যে কত খর্‌চা,—তা আপনারা সব জান্‌তে পারেন্‌ না"। গেজেট্‌ যেন জন্মেও কখন চাষ্‌বাস্‌ করে নাই, এমনি ভাবে বীরুগোপকে কহিল, যে "বাপু, আমরা কিনে আনি খাই, চাক্‌রি করি,—এই জানি। ও সব আমরা কি জানি?" বীরুগোপ কহিল,—"দেখুন্‌, চোৎবোশেখ্‌ মাসের রোদে যখন আপনারা ঘরে হ'তে বাহির হ'তে পারেন্‌ না,—তখন আমরা খালি মাথায় মাঠে লাঙ্গল্‌ দেই। দু'পুরের পর একবার এক মুটো ভিজে চাল্‌ জল খেয়ে যথাকালে ঘরে এসে ভাৎ খাই। তায় যদি আবার মাটীখানা শক্ত হয়, তবেই চাষার আর কষ্টের শেষ থাকে না। বোশেখ্‌ মাসে আকাশপানে রাত্রিদিন চেয়ে থাক্‌তে হয়, তা'তে যদি দেব্‌তা সদয় হয়, তবেই চাষার মঙ্গল;—নচেৎ অনেক কষ্টে মাটিখান্‌ তয়ের্‌ হয়। তা'র পর বুনিতে আরম্ভ করি। গাছ্‌ গুলি কিছু কিছু ডাগর্‌ হ'লে নিড়েন্‌ দেই,—তা'র ছিড়েন্‌ নেই। ও আবশ্যক মতে রোপণ করি। তা'রপর ছেঁচ্‌ দরকার হ'লে চাষার

মৃত্যু! কোন কোন খানে জল পাওয়া যায় না। কোন কোন খানে দূরে হ'তে জল আন্‌তে হয়। আর অনাবৃষ্টি হ'লে কেবল ছেঁচ্‌নী দ্বারা শস্য রক্ষা হয়, ও অতি বৃষ্টি হ'লে ফসল্ মারা পড়ে। ধান্ পাকিবার পূর্ব্বে ঝড়্‌বৃষ্টি ভারি হ'লে চাষা এক গাছি খড়্‌ও পায়না। জমীদার হাজা-শুকোর্ কোন ওজর্ শুনেন্ না। যিনি বড় দয়ালু, তিনি "কিস্তী-বন্দী" করে মাল্‌গুজারী ল'তে সম্মত হন্। যা'দের ঘরে দশজন লোক আছে, তা'দের কতক্ ভাল,—জন্‌খরচা অল্প পড়ে; যা'দের তা নেই, তা'দের ইস্তক্ লাঙ্গল্ দেওয়া অবধি নাগাদ্ কাটা পর্য্যন্ত সকলি খরচ্। আর যে সকল গ্রামের নিকট হইয়া কোম্পানীর রেইল রাস্তা গিয়াছে, সে সকল গ্রামে জন্‌মজুর্ মেলা ভার,—অনেকেই এখন চাষ্‌বাস্ ছেড়ে রেইলের চাকুরি কচ্চে। গেজেট্ মশাই, আর কি বলবো!—

"যত ছিল নাড়া বুনে,
সব্ হলো কীর্ত্তুনে।"

যা'দের সম্বৎসরে এক্‌টু বস্ত্র যুড়্‌তো না, তা'রাও এখন হল্‌দে পাগ্‌ড়ী মাথায়, রুল্ হাতে, সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যে চাষা—সেই চাষাই আছি। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের বিত্তি ছাড়া যায় না। কালে কি হ'বে, তা ভগবান্ জানেন! এই দেখ, বেলা প্রায় অপরাহ্ণ, ও পৌষপার্ব্বণের দিন, তবু এখনও এক মুটো খাই নাই। ক্ষেতে কাটা ধান্‌গুলীন্ পড়ে রয়েচে, এবং কাট্‌তেও অনেক বাকী আছে। দুইজনা কৃষাণ ক্ষেতে হ'তে ধান্ বয়ে আন্‌চে, দুজনায় কাট্‌চে। বাটীর স্ত্রী-লোকেরা অবকাশমতে সেই ধান্ গোলাজাৎ কচ্চে। পৌষ ও মাঘ মাস এক জনাকে অষ্ট প্রহর চৌকী পহরা দিতে হয়,—নচেৎ এক রাত্রের মধ্যেই চোরে কাটা ধানের অর্দ্ধেক চক্ষুদান দেয়। সীমান-

দারেরা সর্ব্বদা মাঠে থাকেনা, আর কখন কখন সুযোগ পেলে চোরের সঙ্গে যোগ দেয়। আর দেখ, গেজেটী মশাই, বুঝি ধান্‌চোরের শাস্তি নাই”। গেজেট্ কহিল, “সে কেমন?” বীরু কহিল, “পুলীস্ একলা পথের মাবাপ্। গত সন মাঘ মাসে—আমার ক্ষেতে হ’তে দশ পণ “বোন্‌বোঁটা” ধান্ চোরে যায়। আমি আগে ভয়ে থানায় জানাই নাই, বলি যাক্—গেচে। কিন্তু চৌকীদার গিয়া থানায় সমাচার দিবায়, বিকটাকার, কালোপোশাকপরা, কএক জন লোক আমার দ্বারে হঠাৎ উপস্থিত! তা’দের দেখেই আমার চক্ষুঃস্থির হলো। শুন্‌লেম্—তা’রা “কনিষ্টবল”। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মাল্ কাঁহা হেয়?” আমি ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌লেম্, যে “হারা ও তারার ঘরে পাওয়া যা’বে। তারা বদ্ লোক। পুলিস্ তা’দের খানাতল্লাষ করে আমার সমস্ত “বোন্‌বোঁটা” ধান্ বার্ কল্লেক। হারা ও তারা কখন এক কাঠা জমীও আবাদ করে নাই। তারা বল্‌লে, যে “এ আমাদের ক্ষেতের “কণকচূর্” ধান্”। পুলিস্ ঐ চোরা ধান্য আমার ক্ষেতের ধানের সঙ্গে মিলন করে দেখ্‌লেক, যে ঐ “বোন্‌বোঁটা” ধান্ বটে। তাহার পর থানায় গিয়া রিপোর্ট দিল, যে ঐ ধান্ হারা ও তারার ক্ষেতের “কণক্-চূর” ধান্,—আমার “বোন্‌বোঁটা” ধান্ নহে। ও আমাকে বল্‌লেক্ “আমরা বি [B. Form.] ফর্‌মে” রিপোর্ট দিলাম। আমি তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে, হালদারের বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লেম্, যে “এ কথা কি?” হাল্‌দার মশাই বল্‌লেন্, যে “বীরু, তোর কপাল ভাল যে “ডি [D. Form.] ফর্‌মে” রিটন্ দেয় নাই”। আমি সেই কথায় বুঝ্‌লেম্, যে মোকদ্দমায় আমারি এক প্রকার জয় হয়েচে; ও জয়চণ্ডীর পুজো দিয়ে ঘরে এলেম্। গেজেট্ মশাই,

বিবেচনা করুন, যে পুলিসের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। যাহার জমী নাই, তাহাকে জমী দেয়,—ও সব্‌চিন্ "বোন্‌বোঁটা" ধান্‌কেও "কণক্‌চূর" বানাইতে পারে। তা'র পর শুন্‌লেম্, ফৌজ্‌দারির সাহেব মোকদ্দমা "ডিস্‌মিস্" করে আমার "বোন্‌বোটা" ধান্ তারাকে দেবার হুকুম্ দেন্। এই বিচার!" গেজেট্ গালে হাত দিয়া আদ্যোপান্ত বীরুগোপের কথা শুনিল। ও দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "তোমাদের অনেক কষ্ট বটে, কিন্তু—তব্ তোমরা এক প্রকার আপন বশ বট। ভাই,—রাজসেবায় সুখ নাই। কৃষিকার্য্যের প্রতি কমলার কৃপাদৃষ্টি আছে"। বীরুগোপ কহিল, "তাতো এই শুন্‌লে"। গেজেট্ কহিল, "আমরা পরাধীন ও পরান্নজীবী;—এক প্রকারের ভিক্ষুক্ কহিলেও হয়। "নাই—নাই" ভিন্ন আমাদের মুখে আর রব নাই"। ইহা কহিয়া গঙ্গাধর গেজেট্ গা তুলিল। বীরুগোপ কহিল, "আর এক বার তামাক্ খান্"। ও সেইরূপ খোক্কা তামাক্ গেটে কলিকায় সাজিয়া ঘুঁটের আগুণে ধরাইয়া গেজেটের হাতে দিল। গেজেট্ দুই এক বার তাহা টানিয়া হুঁকা রাখিল। ও "বেলা যায়" বলিয়া উঠিয়া পড়িল। সম্মুখে স্তূপাকার গোবরের ঢিপি দেখিয়া, নাকে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বীরুগোপ, তোম্‌রা এত গোবর্ কি কর?" বীরু কহিল, যে "স্ত্রীলোকেরা গোবরনেদি দিয়ে শুষ্ক করে। সেই ঘুঁটে পাক্‌শালায় কাঠের ন্যায় ব্যবহার করে, ও কতক বা বিক্রয় হয়। আমাদের পল্লীগ্রামে কৃষিলোকেরা ও আর আর ইতর ব্যক্তিরা কেউ কাষ্ঠ কিনিয়া রসুই করে না। যাদের গরু নাই, তা'রা ঘুঁটে কিনে রসুই করে"। গেজেট্ হাসিয়া কহিল, "এতে তো বিলক্ষণ কাঠের সাশ্রয় আছে। না—ভাল বটে"। গেজেট্ এমত কাচ কাচিলেন, যে ঘুঁটে যেন কথন

চক্ষে দেখেন নাই,—ও সম্প্রতি জাহাজ্ হইতে নামিয়াছেন। গেজেট্ অতঃপর ছড়ি হাতে লইয়া গমনোদ্যত হইয়া বীরুগোপকে জিজ্ঞাসিলেন, যে "তোমাদের সকলেরি কি চাষ্ আছে?" বীরু কহিল, "সকলেরি অল্প বিস্তর কিছু কিছু জমী আছে, আর কেহ কেহ দধিদুগ্ধেরও ব্যবসায় করিয়া থাকে"। গেজেট্ তাহা শুনিয়া কহিল, যে "দধিদুগ্ধের ব্যবসায়ে তোমাদের অনেক লাভ আছে। অর্দ্ধেক দুধ, অর্দ্ধেক জল"। ইহা কহিয়া হাসিতে হাসিতে রহস্য করিয়া বীরুগোপের পৃষ্ঠে চাপড়্ মারিল, ও মাথায় চাদর্ বান্ধিয়া ছড়ি হস্তে করিয়া প্রস্থান করিল। বীরুগোপ নত শিরে নমস্কার করতঃ কহিল, যে "গেজেট্ মশাই, দুধেও ঘোলে জল ঢালা গোয়ালা জাতির স্বভাব"। ইহা কহিয়া বীরুগোপ পুনর্ব্বার নমস্কার করতঃ বিদায় হইয়া তামাক্ টানিতে লাগিল। গেজেট্ ছড়ি হস্তে করিয়া ভূম্যধিকারীর ভবনাভিমুখে গমন করিল; ও সন্ধ্যার পর রাজাবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমূলাৎ সমস্ত কহিল। তাহার পর দফ্তরখানায় প্রবেশ করিয়া স্বকার্য্যে মন দিল।

সপ্তম অধ্যায়।

সরোর মন্ত্রগ্রহণ ও সপত্নী বিনাশের মন্ত্রণা।

উত্তরায়ণের পূর্ব্ব দিবস রাত্রিতে গঙ্গাধর গেজেট্ কাছারী হইতে বিদায় হইয়া আদিমাধব গোস্বামীর নিকট আইল; ও ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। গোস্বামী হাত তুলিয়া গেজেট্কে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সমাচার কি?" গেজেট

কহিল, "প্রভো! সরস্বতী দাসী আজি হবিষ্য করিয়া আছে, কালি মন্ত্রগ্রহণ করিবেক"। গোস্বামী কহিলেন, যে "হাঁ—কালি দিন উক্ত বটে, এবং উত্তরায়ণ। প্রথম চারি দণ্ড বারবেলান্তে স্নান করিয়া এখানে আসিতে কহিবে"। গেজেট্ "যে আজ্ঞে" বলিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিল; ও বিদায় হওন কালে গোস্বামীকে জিজ্ঞাসিল, "মন্ত্র এই খানেই দেওয়া হ'বে?" গোস্বামী কহিলেন, "তা'র বাধা কি? এ দেবালয়,—সহজেই পুণ্য ভূমী"। গেজেট্ কহিল, "তা বটে; মহাশয়ের নিকট অবিবেচনার বিষয় কি আছে। কিন্তু কালি আপনি অতি ব্যস্ত থাক্‌বেন;—শুন্‌চি গ্রামে নাকি কথকতা হ'বে?" গোস্বামী কহিলেন, "ভাল মনে করেচ! বাপু, তুমিতো পিতৃ-সখা, যা'তে দশ্ টাকা আমার লাভ হয়, তা'র উপায় কর্‌বে। সর্ব্বপ্রকার লোককে আজি গিয়া বল, যে কালি শ্রীমদ্ভাগবত হ'বে,—যেন তাঁ'রা সকলে সভাস্থ হন্"। গেজেট্ কহিল, "আমি আপনকার দাস। আমাহ'তে কোন ত্রুটি হ'বেনা"। আদিমাধব কহিলেন, "বাপু, তোমারি ভরসা"। গোস্বামী আদিমাধবের শিষ্টাচারিতায় গেজেট্ আপ[illegible] কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়া ধরাবনত প্রণাম করিল; ও বিদায়হওন কালে কহিল, "প্রভো, সরস্বতী দাসীর প্রতি কৃপাকটাক্ষ কর্‌বেন—সে অনাথা। কেবল ঐ চরণের ভরসা করিয়া আছে"। ইহা কহিয়া গেজেট্ পুনর্ব্বার স্তুতি ও প্রণাম করিতে করিতে বিদায় হইল, ও গৃহে গমন করিয়া সরস্বতীকে সংবাদ পাঠাইল। সরস্বতী সম্ভ্রম করিয়া প্রস্তুত আছে। পরদিন মন্ত্রগ্রহণ করিবেক। মন্ত্র গ্রহণের প্রস্তাবে গোস্বামী হর্ষযুক্ত হইলেন; যেহেতুক তদ্দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ লাভের সম্ভাবনা আছে। আদি-মাধব গোস্বামী অর্থকীট ছিলেন; ও উপস্থিত মতে কাকিনীও ত্যাগ

করিতেন না। "কিসে ধনাঢ্য হইব"—মনে মনে এই কথা দিবানিশি জপ করিতেন। ভৃত্যটীও তেমনি, যেমন দেবতা—তেমনি ভূষণ। কথকতার প্রস্তাব হওনাবধি আর আলস্য ছিল না;—পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা দিতে লাগিল। ও ছোট বড় সমস্ত লোক ক্রমে ক্রমে জ্ঞাত হইল। ও দিগে পুরোহিতের বাটী পরিষ্কার হইতে লাগিল।

পর দিন প্রাতে সরস্বতী প্রাতঃস্নান করিয়া চারিদণ্ডের পর যাত্রা করিল। ও প্রতিবাসিনী একজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া গোস্বামীর নিকেতনে আইল; ও ভক্তিভাবে তত্রত্য প্রতিষ্ঠিত দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া গোস্বামীকে অভিবাদন করিল। তাহার পর পা ধুইয়া গোস্বামীর পূজার ঘরে গিয়া বসিল। পরিধান তসরের ঠেঁটী, বাম হাতের অনামিকায় স্বর্ণাঙ্গুরী, গলায় তুলসীর মালা, তৎসঙ্গে একহালি সোণার দানাও আছে। বৈধব্যাবধি সরো অঙ্গে আর কোন অভরণ ধারণ করিত না। ভোজন নিরামিষ্য ও একাহার। কখন কখন বারব্রতও করিত। এইরূপে সরো সংশোধিতা হইয়া কুশাসনে বসিল। তাহার পর আঁচমন করিয়া প্রাক্‌কালিক মন্ত্র সকল ক্রমে ক্রমে পাঠ করিল। গোস্বামী পূজা সমাধা করিয়া সরোর কাণে কাণে বীজমন্ত্র কহিলেন। সরো মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গোস্বামীর পা পূজা করিল, ও দক্ষিণা "যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য" দিয়া গোস্বামীকে ধরাবনত প্রণাম করিল; ও গলায় বস্ত্র দিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে গোস্বামীকে স্তব করিল, ও সবিনয়ে নিবেদন করিল, "ঠাকুর, আমার প্রতি কটাক্ষ করে আমার যে সকল দুঃখু আছে তা দুর কর। আমার দুঃখের কথা আর কি নিবেদন কর্‌বো!—আমি পতিশোকে কাতর! তার পর, যে সতিন্ আছে, সে আমার শক্তিশেল হয়েচে! ঐ রাক্ষসী যা'তে মরে, আপনি তা'র উপায় বলেন্।

আমার সতিনের নাম লক্ষ্মী। কুমুদ্ নামে তার এক ভগ্নী আছে;—সে এক স্থূর্পনখা! মা তো নিকষা। ঠাকুর, আমার সতিনের কুল আমার শূল হয়েচে, যা'তে তা'রা নির্ম্মূল হয়, আপনি এই কল্লে আমার পৃথিবীতে থাকা হয়;—না হয় তো আমি গেলেম্!" ইহা কহিয়া সরো বহু বিলাপ করিল। গোস্বামী আর্দ্র হইয়া কহিলেন, "গোবিন্দ স্মরণ কর,—সকল দুঃখ দূর হ'বে। আমি ভূর্জ্জপত্রে তোমাকে রক্ষক কবচ লিখিয়া দিব। তা'তেই তোমার রক্ষা হ'বে। সরো কহিল, "ঠাকুর, আমার রক্ষা কি?—আমি শত্রু ক্ষয় চাই। যা'তে সতিন্ মরে, সেই কবচ দেও। আর ছোট ছুঁড়ী—তা'র ভগ্নী যা'তে রাঁড়্ হয়, সেটাও আমার মনের মানস। গোস্বামী কহিলেন, যে "অর্থে না হয় এমত কার্য নাই। তুমি দশটাকা ব্যয় কর, আমি তোমাকে "সংহার কবচ" লিখিয়া দিব"। সরো কহিল, "তা'তে কি হ'বে?" "তা'তে তোমার শত্রুকুল নির্ম্মূল হ'বে, এবং তোমারও ফাঁড়া কাট্‌বে"। "তা যদি হয়, তবে আমি সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত আছি। কেবল সতিন্ মরুক্, ও ছোট ছুঁড়ী বিধবা হোক্। "তা হ'বে, তুমি উতলা হইওনা। মন্ত্রে না হয় এমত কর্ম্ম নাই। আমি সময় বুঝে তোমাকে ডেকে পাঠা'ব"।

সরো এইরূপে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া গোস্বামীকে প্রণাম করতঃ বিদায় হইল, ও মনে মনে বিবেচনা করিল, যে "এই-বার্ "আলক্ষ্মীকে" দূর করিব, ও কুমুদের সুদ্ধ হাত হ'বে;—ছুঁড়ীর ঠেকারে পৃথিবীতে পা পড়ে না"।

দীক্ষিতা সরো বিদায় হইলে, গোস্বামী উপস্থিত আর আর ব্যক্তি-দিগকে মন্ত্রদান করিলেন। প্রাচীন ভৃত্য পয়সার কাঁড়ি করিল।—

সকলি দক্ষিণা। গোস্বামী তদ্দৃষ্টে পুলকিত হইয়া "গোবিন্দের ইচ্ছা!" বলিয়া গা তুলিলেন। অভিনব শিষ্যেরা গোস্বামীকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

কথকতা ও সরোর অপমান।

দীক্ষিতা সরো দেবালয় হইতে আসিয়া রাজাবাবুর বাটীর অন্তঃ-পুরে প্রবেশ করিল; ও সম্ভ্রমে গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া কহিল, "মা আমার মন্তর্ নেওয়া হলো"।

গৃহিণী কহিলেন, "বা আজ্ তোর জন্ম সাথক্ হলো। গোসাঞীকে কি দিলি?"

"মা—যেমন সঙ্গতি। একটী যোড়্ ও দু' টাকা নগদ্। এর কমে আর দেওয়া যায় না"।

"মন্দ কি; তোর যেমন সময়"।

"যদি আমার সে দিন থাক্তো, তবে গুরুকে দশ টাকা অনা'সে দিতে পাৎতেম্"।

"কথা কখন বস্‌বে?"

"মা—ও বেলা—এই শুন্‌চি"।

"তবে যা—এখন খাবার উদযুগ্ কর্‌গে"।

ইহা কহিয়া গৃহিণী গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। সরো মনে মনে করিল, যে মন্ত্র লওয়া সে কেবল আমার একটা উপলক্ষ মাত্র।

কবচ্‌টীধারণ করা সেই আমার মনের কথা; তা আমার হয়েচে। গোসাঞ্জী তা বলেচেন দেবেন্‌।

বোধ হয় সরস্বতী বিবেচনা করিয়াছিল, যে গোস্বামী তাহাকে ভূর্জ্জপত্রে যে কবচ লিখিয়া দেওয়ার কথা কহিয়াছেন, তাহাতেই তাহার চির শত্রু সপত্নীর সংহার হইবে, এবং তদ্‌দ্বারা তাহার ভগ্নীরও বৈধব্য ঘটিবে। তাহাতে এক পক্ষে সরোর ভরসার উদ্রেক হইল। কিন্তু গোস্বামী তাহার করকোষ্ঠী দেখিয়া যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, যে "তোমার ভারি ফাঁড়া আছে," তাহা মনে করিয়া সরোর উদ্বেগ্‌ জন্মিতে লাগিল। কিন্তু সরো মনে মনে এই স্থির করিল, যে "হয় আমি মরি, কিম্বা সেই মরে,—এর্‌ একখানা হ'বেই। শুনেচি যে লক্ষী অনেক গুণ জানে। যদি কোন গুণ করে আমাকেই সে উচাটন করে—তারি বা আশ্চয্যি কি ?—সতিনের ভাব পরস্পর সমান। ভাগ্যে যা থাকে হ'বেই। এখন তা'র ভাব্‌না কল্‌লে আর কি হ'বে"। ইহা কহিয়া সরো রন্ধনারম্ভ করিল।

এখানে গৃহিণী কন্যাগণকে লইয়া পুরোহিতের বাটীতে কথা শুনিতে যাইবেন তাহার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।

ওখানে আদিমাধব গোস্বামী আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া বসিয়া আছেন,—সত্বরে কথারম্ভ হইবে। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর হইল; প্রাচীন ভৃত্য গোস্বামীর গমনের আয়োজন করিতেছে। গোস্বামী অতঃপর পীতাম্বরী যোড়্‌ পরিধান করিয়া তিলকসেবা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাব্‌। গৌরাঙ্গরূপ, তাম্বুলরসে অধরোষ্ঠ লোহিতবর্ণ। পুরোহিত ভট্টাচার্য্যের বাটীর উঠান পূর্ব্বাহ্ণেই পরিষ্কৃত হইয়াছে। উপরে বালার্কের ন্যায় লোহিতবর্ণ চন্দ্রাতপ, দুই দিকের

চকের ঘরে উপরনীচে চিত্রিত সূক্ষ্ম চিক্ পড়িয়াছে,—কুলস্ত্রীরা তাহার অভ্যন্তরে বসিবেন; অপরাপর স্ত্রীলোকেরা অনাবৃত ঘরে বসিবেন। উঠানে বিবিধবর্ণের আসন পড়িল। স্থানের অভাব নাই। গোস্বামীর ব্যাসাসন সকলের দৃষ্টিগোচর স্থানে হইল। দেখিতে দেখিতে বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। আহুত, অনাহুত, লোকেরা আসিতে আরম্ভ করিল। চিকের মধ্যে আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। স্ত্রীলোকে সমস্ত পরিপূর্ণ হইল। বোধ হয় স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক হইবে। গ্রামস্থ ছোট বড় সমস্ত লোক আসিয়া যুটিল। তদনন্তর, দীর্ঘাকার কৃশতনু জগদ্বিদিত গঙ্গাধর গেজেট আসিয়া উপস্থিত হইল,—হাতে যষ্টি, মাথায় চাদরনির্ম্মিত পাগড়ী, অঙ্গে অঙ্গরাখা। সভাস্থ হইয়া অগ্রে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিল; ও উপর চকে চারি দিকে চিক্ পড়িয়াছে, উর্দ্ধ দৃষ্টে অবলোকন করিয়া সংকল্পিত কর্ত্তার ন্যায় "বেশ্ বেশ্" বলিয়া আসীন হইল। এই সময় উপর প্রকোষ্ঠে কোন কোন স্ত্রীলোকেরা মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল, "এই যে,—তাইতো বলি,—গেজেটী কোথা? পোড়া গেজেটী সর্ব্বত্রেই আছেন,—ইস্তক রাজদ্বার নাগাদ্ বেনের দোকান। যেখানে গেজেটী নাই, সে স্থানিই নয়"।

পাঠক মহাশয়রা প্রণিধান করিয়া থাকিবেন, যে কেহ মান্য করুক বা না করুক, গঙ্গাধর গেজেট্ সর্ব্বত্রেই কর্ত্তৃত্ব করিতেন। গেজেট্ সভাস্থ হইয়া দেখিল, যে কথক ঠাকুর আইসেন নাই। ও "সে কেমন?" বলিয়া ঈষৎ চিন্তা করিতে লাগিল। ও সর্ব্বাধ্যক্ষের ন্যায় ডাকিয়া কহিল, "ওহে—লোক পাঠাও"। তাহাতে সভাস্থ জনেক সায় দিল, "যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে, গেজেটী মশাই"।

এমতকালে গোস্বামীর প্রাচীন ভৃত্য আসিয়া দেখা দিল। স্কন্ধে

লাল বনাতের আসন। এক হাতে পুঁথি। অপর হাতে এক খানি পাট্‌ করা গামোছা। দেখিতে যেন চাঁপাফুলের বর্ণ। কথকের ভৃত্য আসাতে সেই সময়ে একটা গোল হইয়া উঠিল।

স্ত্রীলোকেরা "কথক আস্‌চেন"—"কথক আস্‌চেন্‌" বলিয়া ব্যস্ত হইল। সুবর্ণালঙ্কৃতা সুবেশিতা যুবতী নারীরা প্রথামতে চিকের অব্যবহিত অন্তরে বসিয়াছিলেন, কথকের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সমুৎসাহে আশু তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি জন্য স্থূক্ষ্ম চিকের কাঠি গুলিন ক্রমশঃ কোমল করে বিচ্ছেদ করিতে লাগিলেন।

অপরাপর স্ত্রীলোকেরা ঠেলাঠেলি করিয়া চিকের নিকটে আইল। কেহ বা কথককে অগ্রে দেখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। এমত সময় গোস্বামী আসিয়া উপনীত হইলেন। ও পাদ প্রক্ষালন করিয়া ব্যাসাসনে উপবেশন করিলেন। তাহার পর কথারম্ভ হইলে গঙ্গাধর গেজেট্‌ "হরিবোল্‌"—"হরিবোল্‌" বলিয়া রব করিলে, শ্রোতারা হরিধ্বনি দিল, ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাণ্ড ও পুতুনাবধের উপাখ্যান পড়িল।

আদিমাধব গোস্বামী বিলক্ষণ স্বরবান্‌ ছিলেন। এবং কথকতার এমত কৌশল জানিতেন, যে প্রথম প্রস্তাব ব্যাখ্যা করিতে না করিতেই চারিদিক্‌ হইতে ধন্যবাদ পাইতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন পেলা যে কত পড়িল, তাহা বলা যায় না। থালা, ঘটী, বাটা, বাটি, ঘড়া, গাড়ু, এত পড়িল, যে তাহার ঠন্‌ঠনানি শব্দে কথকতার স্থান কাঁসারি পাড়া হইয়া উঠিল। আদিমাধব বসুদেবের শিশুসুতকে সাবধানে যমুনা পার করিলেন। নিশি ঘোর অন্ধকার। এবং সে সময় মন্দ মন্দ বৃষ্টিও হইতেছিল। তখন নদী পার হইবারও কোন উপায় ছিল না। পর দিন নন্দালয়ে পুতুনা আসিয়া শিশুকে স্তন্য পান করাইয়া আপনি বিনষ্ট হইল।

আদিমাধব তাহার বিচিত্র বর্ণনা করিলেন। শিশুর প্রাণরক্ষা হইল। চারি দিকে হরিধ্বনি পড়িল। এই সময় উপর প্রকোষ্ঠে লক্ষ্মী-সরস্বতীর কলহ আরম্ভ হইল। নীচে পুতুনাবধ, উপরে সপত্নীর বিবাদ;—উভয় গোল-যোগে নীচে উপরে আর কাণপাতা ভার। আমরা উপরে প্রকাশ করি নাই যে রাজাবাবুর মাতা ও কন্যাদ্বয়ের শিবিকা অন্তঃপুর হইতে প্রস্থান করিলে, সেই সঙ্গে সরস্বতীও আসিয়া উপরে বসিয়াছিল। যে হেতুক পুষ্পের সঙ্গে কীট থাকিলে সঙ্গগুণে তাহা সুরমাথায় উঠিয়া থাকে। এবং গোলাপকুমারীর সহকারীতায় লক্ষ্মীমণি ও কুমুদিনী উভয়েই উপরে বসিয়াছিল। অনতিবিলম্বে সপত্নীগণের পরস্পর চাক্ষুষ হইল। ও সরো কহিল "আমার কোথাও স্থান নাই,—আলক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে!" লক্ষ্মী উত্তর করিল—"দুষ্টু সরস্বতী দূর হয় তো গ্রাম বাঁচে!" এই কথায় কন্দলের সূত্রপাত হইলে, উভয়েই গর্জ্জিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া "কথা শোনা মাথায় থাক" বলিয়া অনেকে উঠিয়া দাঁড়াইল। ও নীচে হইতে বারম্বার "চুপ্"—"চুপ্" শব্দ হইতে লাগিল। গঙ্গাধর গেজেট্ ডাকিয়া কহিল—"বেটিরে, ক্ষান্তহ। যেখানে মেয়ে, সেই খানেই কি গোল কন্দল!"

এমতকালে রাজাবাবুর মাতা মধ্যে আসিয়া উভয়কে নিরস্ত করিলেন, ও সরোকে কিঞ্চিৎ অসমাদরে স্থানান্তরে বসাইলেন। কিন্তু সরো আপনাকে অবমানিতা বোধ করিয়া উঠিয়া গেল। জাতক্রোধে তাহার অন্তর্দ্দাহ হইতে লাগিল, অবমানে সরো মৃত প্রায় হইল তাহার কিঞ্চিৎক্ষণ পরে কথা ভাঙ্গিল। স্ত্রীলোকেরা পিল্ পিল্ করিয়া বাহির হইল, ও পিপীড়ার ন্যায় সারি সারি চলিল। বড় মানুষের মেয়েরা শিবিকায় আরোহণ করিলেন। কাহারের কলরবে কাণ পাতা যায় না।

উড়েরা পাল্‌কী কান্ধে করিয়া বকাবকি করিতে লাগিল। কেহ কহে, "মোহর সওয়ারিরে দ্বিটা মাইকানা বসিল," কেহ কহে "ইথিরে গোটেই পিলা পসিল,—মু কিম্‌তি যিবি ?" প্রায় এক দণ্ড এই গোল-মালে গত হইল। তাহার পর পুরুষেরা ক্রমে ক্রমে বিদায় হইল। সকলের মুখেই কথকের যশ। পথে ঘাটে কেবল ঐ কথা।

কথক ঠাকুর বিদায় হইয়া বাসায় আইলেন। ও সায়ংসন্ধ্যা করিয়া বসিলেন। এমত সময় স্থানে স্থানে হইতে শীতল পানীয় ও জলযোগের দ্রব্য আসিতে লাগিল। ক্ষীর, সর,ছানা, চিনি, ছাঁচি পান, বাসায় ঢেরি হইয়া উঠিল। পথে কেবল মেয়ে।

"হাতে মণ্ডা কাঁখে দই,
কথক ঠাকুরের বাসা কই ?"——

মুখে কেবল এই রব। কিন্তু আদিমোধবের কিছুতেই মন নাই,—কেবল রজত। তৎপরে গোস্বামী কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। প্রাচীন ভৃত্য যত পারিল খাইল, অবশিষ্ট শীতল সামগ্রী গোস্বামী অতিথি ও অভ্যাগতদিগকে দিলেন। তাহারা তাহা ভোজন করিয়া পরিতুষ্ট হইল। কাঁচা সামগ্রী শ্রীপাঠে প্রেরণ করা অসাধ্য। তৈজস ও বস্ত্রাদি যাহা পেলা পড়িয়াছিল, তাহা প্রাচীন দুর্ল্লভ সাবধানে পেটিকার মধ্যে রাখিল। দুর্ল্লভের ভয় আছে "মা গোসাঞী" প্রতি দিনের হিসাব লইবেন।

নবম অধ্যায়।

অন্তঃপুরের বার্ত্তা ও সরো ও গেজেটের মন্ত্রণাদি।

পুণ্য দিন উত্তরায়ণের প্রারম্ভে পুণ্যবতী নারীরা প্রত্যূষে পতিত-পাবনী সুরধুনীর পবিত্র বারিতে প্রাতঃস্নান করিয়া পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন,—তাহা এতদ্দেশীয় লোকাচারসিদ্ধ। রাজাবাবুর জননী তদনুযায়ি স্নান আহ্নিক করিয়া অন্তঃপুরের নিম্ন প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন, এমত কালে গোলাপকুমারী আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অতি চিন্তিতের ন্যায় অধোবদনে হস্তাঙ্গুলির নখ খুঁটিতে লাগিলেন। মাতা তাহা লক্ষ করিয়া ক্ষণেক মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো মা—ভাব্‌চো কি ?—কথা কি ?" গোলাপকুমারী সজল নয়নে কহিলেন, " মা, আমার এক বিষয়ে বড় মনোদুঃখ হয়েছে। এই গ্রামে আমরা পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছি,—কখন কেহ কোন বিষয়ে মন্দ কথা কহে নাই। এখন লোকে কাণাকাণি করিতেছে যে রাজাবাবুর জন্যে বুঝি আমাদের গ্রাম হইতে বাস উঠিবেক। দাদাবাবু ইদানীং কিছু অন্যায় করিতেছেন"। মাতা কহিলেন, " কি অন্যায় ?" গোলাপ কহিল, "দাদাবাবু নাকি বিশ্বাসদের আকের জমীটুকু নিচ্চেন। সেই তাদের খাবার সংস্থান। শুন্‌চি নাকি সেই খানে বৈঠক্‌খানা কর্‌বেন। বিশ্বাসদের কুমুদ আমার কাছে এসে সে সব কথা বলে গেল। এই সমস্ত গঙ্গাধর গেজেটের কর্ম্ম। সেই ভাঙ্গ্‌চে—সেই গোড়্‌চে। দাদাবাবুর সে এখন এমন প্রিয়, যে গেজেট্‌ উঠ্‌তে বল্‌লে উঠেন, বস্‌তে বল্‌লে বসেন। মা আমাদের কি শেষ এই হ'বে, যে আমরা গেজেটের হাত তোলা খাবো"। ইহা কহিয়া গোলাপকুমারী

অশ্রুপাত করিলেন। মাতা কহিলেন, "গোলাপ, কাঁদিস্ নে,—আমি যত দিন বেঁচে আছি, তত দিন কাহারও কিছু ক্ষমতা থাক্‌বে না। কিসের গেজেট্?—কে গ্রাহ্য করে। বলি দুঃখির ছেলে অনেক দিন আছে, খেটে খাচ্চে,—থাক্"। গোলাপ কহিল, মা—তোমার সংসারের মধ্যে দেখ্‌চি যে দেওয়ান মহাশয় একটি ধর্ম্মভীত লোক আছেন। দাদাবাবুকে তিনি নাকি বলেছিলেন, "যে জমীখানি বিশ্বাসদের চিরকালের সম্পত্তি, তাহা হইতে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বঞ্চিত করা অন্যায় হইবে। তবে কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে অগ্রে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যেমত বলেন—সেই মত হইবেক"। তাহাতে দাদাবাবু কহিলেন, "তিনি মেয়ে মানুষ, এ সকল বিষয়ের কি বোঝেন?" বাটীতে যে সরো ভাণ্ডার্‌নী আছেন, তিনিতো এক স্বর্পণখা,—যে কথাটি হয় গেজেটের কাণে তোলেন। গেজেট্ তাহা প্রকাশ করিয়া দাদাবাবুকে কহে। আর দাসীগুলিনতো এক একটি ধিঙ্গি। কা'কেও কোন কথাটি ক'বার যো নাই। বিশেষতঃ সরো। এমন মেয়ে দেখি নাই মা। এক ভাঙ্গ্‌চে এক গড়্‌চে। কখন কা'কে দয়া করে তা সেই জানে। বিশ্বেসরা যেন তা'র চোকের বালি হয়েছে। একি মা—পেটের ছুরিতে পেট্ কাটে! তারি তো জাত্‌কুটুম বটে"। মাতা এই সমস্ত কথা শুনিয়া সরোষে কহিলেন, "গোলাপ তুই এখন যা। আমি এর প্রতিকার কর্‌বো। কেমন তোর দাদাবাবু, আর কেমন তার গেজেট্, আর কেমন সরো ভাণ্ডার্‌নী,—তা আমি বুঝ্‌বো"। ইহা শুনিয়া কৃতাশ্বাসিতা গোলাপকুমারী প্রবোধ পাইয়া নিজ প্রকোষ্ঠে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে সিঁড়ির উপর সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। যে হেতুক গোলাপকুমারীর সঙ্গে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর যখন কথোপকথন হইতে-

ছিল, সরো অন্তঃপটে থাকিয়া তাহা আমূলাৎ সকলি শুনিয়াছিল। গোলাপকে ঈষদুষ্ণ দেখিয়া, সরো কপটতা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, "দিদি ঠাকুরাণি, তুমি নাকি আমার উপর রাগ করেচো ?" গোলাপ কহিলেন, যে "আমার রাগে তোমাদের কি হয় বল"। ইহা কহিয়া সক্রোধে উপর প্রকোষ্ঠে উঠিলেন। ও তাহার পর সরো কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, দিদি ঠাকুরাণ কি বল্‌ছিলেন ? আমি তো কোন কথা কাকুই বলি নাই মা। বিশ্বাসদের ভাল হউক, মন্দ হউক, তা'তে আমার ভাল মন্দ কি আছে"। কর্ত্রী তাহা শুনিয়া সক্রোধে কহিলেন, "সরো—তোর অন্ন উঠেছে"। সরো সেই কথা শুনিবামাত্র বাতাক্রান্ত কদলীদলের ন্যায় ব্যাকুলিত হইয়া সভয়ে কর্ত্রীকে কহিল, "মা, আমি তো কোন দোষে দোষী নই, তবে আমার উপর এত কোপ কেন ? আমি এক মুটো অন্নের জন্যে আপন শ্বশুরকুল পরিত্যাগ করে আপনকার আশ্রয়ে আছি। আপনি কোপ করিলে আমার আর স্থান কোথা !" ইহা কহিয়া সরো রোদন করিতে লাগিল। কর্ত্রী কহিলেন, "আমি শুনেচি যে তুই সব ঘরের কথা পরের কথা গঙ্গাধর গেজেটের কাণে তুলিস্, ও সেই গিয়া রাজাবাবুকে লাগায়। বিশ্বেসের জমীটুক্ যাচ্‌চে কেন ? বোধ হয় গেজেটেরি দোষে। গোলাপ বলিল যে বিশ্বেসরা তোর চোকের বালি হয়েচে। হোক্ সতিন কি আর কারু থাকে নাই—না নেই। বিশ্বেসের বড় মেয়ে লক্ষ্মী তোর সতিন। তা'র সঙ্গে তোর দিবানিশি কন্দল। তোদের কন্দলের জন্যে পাড়ার লোক টেঁকা ভার। দেখ্‌দেখি, কালি সভার মাঝে কি কাণ্ড কল্‌লি, লোকে তো তোকেই ছি ছি কর্‌চে। আমি লজ্জায় মরি। হোক্ বেনে, এখনতো লক্ষ্মী পৃথক হয়েচে, তবে তোর তার সঙ্গে এত শক্রুতা কেন ? সে বাপের বাড়ী

রয়েচে, তুই গতর্ খাটিয়ে খাচ্চিস্। তবু তুই নরম হোস্ নে,—কি মেয়ে মা! যা তুই চলে যা। আমি তোকে চাইনে। ভাত্ ছড়ালে কাকের অভাব কি?" সরো পুনর্ব্বার সভয়ে নিবেদন করিল, "মা তুমি কথাটা বুঝে রাগ কর। কর্ত্রী সরোষে কহিলেন, "কথা কি বুঝ্‌বো লো? তুই মেয়ে মানুষ, অন্দরে থাকিস্,—গেজেটের সঙ্গে তোর এত কি যে দিবানিশি পরামর্শ?" সরো কহিল, "মা সে কথাই নয়, কেবল সে দিন কুমুদিনী এসে এই সকল কথা লাগিয়েচে। সে আমার সতিনের ভগ্নী কি না,—আমার যা'তে মন্দ হয়, দুই ভগ্নীর দিবানিশি সেই চিন্তা। কর্ত্রী কহিলেন, "কুমুদ তেমন মেয়ে নয়;—এমন মেয়ে একটি গাঁয়ের মধ্যে কারু বাড়ী দেখা দেখি। অনর্থক তার নিন্দে করিস্ না"। সরো কহিল "মা দেখ, লোকে বলে স্বামী মরিলে দুই সতিনে ভাব হয়, কিন্তু এমনি আমার কপাল, যে বিধবা হয়েও সতিনের কাঁটা। পুকুর ঘাটে স্নান কর্‌বার সময় লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হয়,—সে এক ঘাটে, আমি এক ঘাটে, তবু ছুতো-নতা পেতে লক্ষ্মী কোন্দল করে। মা—এ রোগের ওষুধ কি? আর দেখ মা,—যদি আমি গেজেট্‌কে কোন কথা লাগিয়ে থাকি, তবে দুটি চক্ষের মাথা খাই,—ও মলেও যেন গঙ্গা না পাই!" প্রগল্‌ভা ও সাহসিকা সরো এইরূপ বাগাড়ম্বর করিয়া কর্ত্রীকে তরল করিল; ও শেষ কান্দিতে কান্দিতে কহিল, "মা— যদি আমার প্রতি লোকে এমন করে লাগে, তবে আমি কেমন করে থাকি। কর্ত্রী কহিলেন, "যা আমি তা বুঝ্‌বো। এখন তুই ভাণ্ডারে যা"। দুষ্টমতি সরো কপট রোদন পূর্ব্বক পুরন্ধ্রীকে ধরাবনত প্রণাম করিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিল, ও ভাণ্ডারে বসিয়া নির্জ্জনে ভাবিতে লাগিল, ও আপনা আপনি কহিতে লাগিল, "যদি আমি সেই কুমুদিনী ও লক্ষ্মীমণিকে ইহার প্রতিফল না

দেই, তবে আমি সংগোপের মেয়ে নই। আমার হিতৈষী সেই গঙ্গাধর গেজেট্‌কে সহকারী করিয়া বিশ্বাস-কন্যার সর্ব্বনাশ কর্‌ব। দেখ্‌বো সে সর্ব্বনাশী কেমন করে মেয়ের বিয়ে দেয়। আর যদিও সে আমার সতিনঝি বটে, ও আপন স্বামীর ঔরসে জন্ম, তা হলো হলো—বোয়ে গেল"। পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে, যে শম্ভু সুরের এক বিবাহ্যা দৌহিত্রী ছিল,—সে লক্ষ্মীমণির দুহিতা; সুতরাং সরো ভাণ্ডার্‌ণীর সপত্নী-সুতা। সেই অনূঢ়া কন্যার নানা স্থানে বিবাহের শুভ সম্বন্ধের প্রস্তাব ছিল, ও স্থানে স্থানে হইতে কন্যা দেখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রীতিমত কেহই দেখে নাই। শম্ভু সুর স্বজাতির কুলীন ছিল। কিন্তু কন্যাদায় এমনি কঠিন, যে কুলীন নাই মৌলিক নাই, যাহাকে কন্যা দিতে হয়, সেই দায়গ্রস্ত। লক্ষ্মীমণি বিধবা, ও দুর্ভাগ্যবশতঃ নিঃস্ব হওয়ায়, পিতা শম্ভু সুর দৌহিত্রীদায়ে বিব্রত হইয়াছিল। যাহা হউক, লক্ষ্মীমণির কন্যার বিবাহ বৃত্তান্ত আমরা উপযুক্ত অধ্যায়ে লিখিব। তিরস্কৃত সরো কর্ত্রীর স্থানে বিদায় হইয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী আহ্নিক সমাপন করিয়া বসিয়া আছেন, এমত কালে রাজাবাবু ভোজন করিয়া মাতার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন; ও মৃদুভাষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা—কথা কি?—আপনি কেন রুষ্ট হইয়াছেন?" বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের রাজাবাবু কথঞ্চিদ্রূপে ইঙ্গিত পাইয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষচিত্তে আহার করিয়া তথ্য লইবার জন্য মাতার নিকট আসিয়াছিলেন। মাতা সেই কথা আর গোপন না করিয়া কোন হেতুবাদ ব্যতীত রাজাবাবুকে একেবারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে দেবেন্দ্র, এ সকল কি শুনি?"

রাজাবাবু কহিলেন "কি মা?"

মাতা। গ্রামের লোক তোমার অযশ করে কেন?

রাজাবাবু। তা জানিনে। মা, সকল লোককে তুষ্ট করা ঈশ্বরেরও অসাধ্য।

মাতা। তা বটে। কিন্তু সকল লোকেই তো বলে যে পূর্ব্বে আমাদের বাটীর এমত ছিল না। স্বর্গীয় কর্ত্তারা ভূমী দান করিয়াছেন, তুমি নাকি তা অপহরণ কর্‌চো।

রাজাবাবু। মা, সেটা কথার কথা। গঙ্গাধরগেজেট্ এক দিন আমাকে কহিয়াছিল, যে দ্বাদশ মন্দিরের নিকট যে ভূমীটুক্ আছে, তাহাতে ভাল নাচ্‌ঘর হয়। সেই জন্য সেই ভূমী পরিমাণ করা হইয়াছিল। রাজেরা সূত্রপাত করে নাই।

মাতা। মাপ হলো তো লওয়া কা'কে বলে? আমার কথা শুন;—গ্রামে দুর্নাম হওয়া বড় দোষ। ব্রাহ্মণ রাজা হইলেও গ্রামস্থ উত্তম মধ্যম ও অধম লোকের সহিত গ্রাম সম্পর্ক রাখে। সেটা পরস্পর স্নেহ-সূচক। বিশ্বাসের ভূমী পরিত্যাগ কর। গোলাপকুমারী দুদিন হইতে বিমর্ষ আছে। সে কুমুদিনীকে অতিশয় ভাল বাসে। আর ছোট ভগ্নীকে অসন্তুষ্ট করা অনুচিত। সে মনের মধ্যে দুঃখ করিবে। যদি তা'র মনে হয় তো এক দিনের মধ্যে তোর ঘর ছেড়ে শ্বশুর বাড়ী যা'বে। তা'র অভাব কি। আমি কেবল স্নেহ ভেবে তা'কে পাঠাইনে।

রাজাবাবু। মা, এরূপ গ্রাম সম্পর্ক রাখিতে হইলে, শেষ এক কাঠাও ভূমী থাকিবে না;—হয় নয় তুমি দেখ্‌বে। তুমি আর কত দিন বা বাঁচ্‌বে। কিন্তু যদি আমরা বেঁচে থাকি, তবে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব। কেবল হরিনাম করে দিন যাপন হয় না। আর অট্টালিকা

দেখ্‌লেও পেট্‌ ভরেনা। গোলাপ শ্বশুর বাড়ী যায় তা'র খেদ কি। সেই তো তা'র ঘর।

রাজাবাবুর এইরূপ অললিত সত্য কথা শুনিয়া কর্ত্রী অন্তর্ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "আমি লোকের মনঃপীড়া জন্মাইয়া সসাগরা রাজ্য পাইলেও গ্রহণ করি না। তোর যা ইচ্ছে হয় কর। তোর শকুনী মন্ত্রী সেই গঙ্গাধরগেজেট্‌ তোর সর্ব্বনাশ কর্‌বে। রাজাবাবু মাতার ক্রোধ বুঝিয়া নম্র হইলেন, ও সভয়ে কহিলেন, "মা, বরং ভূমী পরিত্যাগ করিব, কিন্তু আশ্রিত ব্যক্তিকে কদাচ ছাড়িব না। গঙ্গাধরগেজেটের অনেক গুণ আছে। তবে গেজেট্‌ প্রায় সত্য কথা কহে না। তাহার কারণ এই, যে যা'রা অধিক কথা কয়, তা'রা সব সত্য বলে না। কিন্তু সে লোক ভাল। রাজাবাবুর মাতা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমি ঘরের কড়ি দিয়ে এমন লোককে বেচে ফেলি। আরো জেনো, যে সেই গেজেট্‌ ও সরো ভাণ্ডারুণী উভয়েই দুষ্টমতি ও একআত্মা,—কোন দিন কি পরামর্শ করে, কা'র সর্ব্বনাশ কর্‌বে, আমার সেই ভাবনা। তুমি গেজেট্‌কে ত্যাগ কর, ও বিশ্বাসের ভূমী ছেড়ে দেও, যে গ্রাম শান্ত হউক। নচেৎ তুমি জান—তোমার কর্ম্ম জানে। আমি শেষ দশায় না হয় কাশীবাস করিব"। কর্ত্রী ঠাকুরাণী ইহা কহিয়া ক্রোধ ভরে উপর প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। রাজাবাবু আহারান্তে বিশ্রাম করিবার জন্য মন্দ মন্দ গমনে প্রস্থান করিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে সরোভাণ্ডারুণী নদীতে গিয়া গা ধুইতে ছিল, এমত কালে গঙ্গাধর গেজেট্‌ ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে সরো তাহাকে দেখিয়া কহিল, "একবার দাঁড়াও"। পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে, যে গঙ্গাধরগেজেট্‌ শম্ভুকে স্বজাতি সম্পর্কে "দাদা"—"দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। সরোভাণ্ডারুণী

শশুর্ষরের জ্যেষ্ঠা কন্যা লক্ষীমণির সপত্নী। সেই সম্পর্কে সরোকে গঙ্গাধর স্বসম্পর্কীয়া জানিত। ও সরোর ও লক্ষীর স্বামীর বিয়োগ হইলে, লক্ষী পিত্রালয়ে আইল। সরো উক্ত গঙ্গাধরের অনুরোধে ভূম্যধিকারীর বাটীতে ভাণ্ডারিণী হইল। কথিত আছে, যে উক্ত সরোর প্রতি গঙ্গাধরের স্নেহ ছিল। গঙ্গাধরকে দেখিয়া সরো সজল নয়নে অধোবদনে কহিল, "দেখ, আমার এখানে আর থাকা ভার"। গঙ্গাধর জিজ্ঞাসিল "কেন?" সরো কহিল, "লক্ষীর ভগ্নী কুমুদ আসিয়া সে দিন তোমার ও আমার অনেক নিন্দে করে গেচে। সেই জন্যে মা-ঠাকুরান্ আমাদের দুজনের প্রতি আত্যন্তিক রুষ্ট আছেন। আর গিন্নী যে কত কথা বল্‌লেন, তা'র কোন থান্‌ড়া বল্‌বো। "ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই"—"তুই দূরহ"—"বেরো"। সেই অপমানে আমি মরে রয়েচি। আমি দাসী,—পেটের জন্য সহ্য কল্‌লেম। ঈশ্বর আছেন;—আমি অনাথা!" ইহা কহিয়া সরো রোদন করিল, ও বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। এইরূপ মহা আড়ম্বরী করিয়া সুচতুরা সরো গেজেট্‌কে আর্দ্র করিল। ও কাপড়্ কাচিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঘাট হইতে উঠিল। গঙ্গাধর সায় দিয়া কহিল, যে "যা হয় পশ্চাৎ বিবেচনা করিব। তুমি পার তো একবার যাইও"। সরো কহিল, "যা'তে ঐ দুই ছুঁড়ি অধঃপাতে যায়, তুমি তা'র উপায় কর। গেজেট্ কহিল, "কিন্তু আমি জানি যে কুমুদিনীর স্বভাব ভাল। তবে লক্ষী কিছু চঞ্চলা বটে; ও সতিন সম্পর্কে সর্ব্বদা তোমার অহিত চেষ্টা করে, একথাও শুনেচি। কিন্তু দেখ্ সরো, শম্মা যদি মনে করেন, তবে ছিষ্টি স্থিতি প্রলয় কত্তে পারেন। শম্মা আছেন তো শিব আছেন, কিন্তু রাগ্‌লে রুদ্র অবতার। আমাকে রাগাচ্‌চেন, ওঁরা ভাল কচ্‌চেন না"। এই কথায় সরো আশ্বাস পাইয়া রাজনিকেতনাভি-

মুখে গমন করিল। গঙ্গাধর গেজেট্ ছড়ি ঘূরাইতে ঘূরাইতে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

দশম অধ্যায়।

সুরের দৌহিত্রীর সম্বন্ধনির্ণয়-পত্র, ও জাত্যংশের অপবাদ।

পরদিন মধ্যাহ্নের পর, গঙ্গাধর গেজেট্ শম্ভু সুরের বাটীতে যাইতেছিল। সরোভাণ্ডারণীর কথা নিয়ত মনে জাগিতেছে, ও ভাবিতেছে, যে "শম্ভু সুরকে কিসে উৎপাতে ফেলিব। কেন না সরো কহিয়াছিল, যে শম্ভুর উভয় দুহিতাই তাহার অনিষ্টার্থিনী ও আমার ও তাহার নিন্দা করিয়াছে। আচ্ছা দেখা যা'বে"। গেজেট্ ইহার সত্যাসত্য তথ্য না লইয়া, সরোর কথায় প্রত্যয় করিয়া জাতক্রোধে মনোমধ্যে অনিষ্টের আন্দোলন করিতে লাগিল, ও ক্ষণমাত্রে শম্ভু সুরের দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিল, যে চণ্ডীমণ্ডপ লোকপূর্ণ। সমস্তই ভদ্রলোকের ন্যায়, ও মধ্যে মধ্যে দুই এক জন দীর্ঘ-ফোঁটা-যুক্ত ব্রাহ্মণও বসিয়া আছেন। গেজেট্ অন্তর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, এ সব কি গো?" শম্ভু সায় দিয়া কহিল, "কেও,—গেজেটী ভায়া নাকি? এসো—এসো। আমিও তোমার কাছে লোক পাঠাচ্ছিলেম, ভাই। তুমি এসে পড়্‌লে ভালই হলো। আজ সন্ধ্যার সময় গোধূলীতে আমার নাতিনীর শুভ সম্বন্ধের পত্র হ'বে"। এই কথা শুনিয়া গঙ্গাধর গেজেট্ মনে মনে করিল, "এই বেশ সুযোগ হয়েছে; ঈশ্বর আছেন!" শম্ভু পুনর্ব্বার

ডাকিয়া কহিল, "কি ভাই—ভাবচো কি?—উঠে এসো। নাতিনীর পত্র"। গঙ্গাধর কহিল, "পাত্র কোথাকার?" শম্ভু কহিল, "সোণা-পুরের। তা'রা ঘর ভাল"। গঙ্গাধর কহিল, "দাদা, যে যেমন, তা'কে তেমনিই মেলে। তুমি জাতির প্রধান, তোমার ঘরে প্রধানই যুট্‌বে। তবে বিবাহ কবে?" শম্ভু কহিল, "এই ফাল্গুন মাসে,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে কটা দিন যা'বে"। তদনন্তর গঙ্গাধর গেজেট্ বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল, ও কথায় বার্ত্তায় দিবাবসান হইয়া গোধূলির সময় হইলে, পুরোহিত ব্রাহ্মণ একখানি পিতলের থালে করিয়া কতকগুলিন পান, স্থপারি, কিঞ্চিৎ হরিদ্রা, শ্বেত চন্দন, শুক্ল ধান্য, দুর্ব্বা, শুক্ল পুষ্প, পাত্রান্তরে শঙ্খ একটি আনিয়া সভার মধ্যে রাখিল। রীতিমত উভয় কুলের সম্মতি ক্রমে সম্বন্ধপত্র লিখিত হইতে লাগিল। সম্বন্ধপত্র লিখিত হইলে শঙ্খধ্বনি হইল। তাহার পর শম্ভুসুর বর-পাত্রকে কিঞ্চিৎ আশীর্ব্বাদী দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল; ও পাত্রের বাটীর লোকদিগকে ও উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও প্রতিবাসীগণকে অবস্থানুযায়ী মর্য্যাদা করিয়া জলযোগ করাইল। গেজেট্‌ও সেই সঙ্গে চর্ব্য চোষ্য ভোজন করিল। তাহার কিঞ্চিৎক্ষণ পরে সভা ভঙ্গ হইলে, গঙ্গাধরও উঠিয়া বরকর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া কিছু দূরে গিয়া কহিতে লাগিল, "হাঁ গো, আর কি কোন স্থানে ভাল কন্যা পান নাই?" এই কথায় বরকর্ত্তা ত্রাসিত হইয়া কহিল "কেন—কেন?—এ কন্যাও তো ভাল"। গেজেট্ ভাবিতে ভাবিতে মৃদুস্বরে কহিল, "হাঁ ভাল বটে, কিন্তু—" বরকর্ত্তা কহিল, "কিন্তু কি—কিন্তু কি?" গেজেট্ কহিল, "নির্জ্জনে বল্‌বো"। আমাদের গেজেট্ ভয়ানক লোক। ক্রমে ক্রমে বরকর্ত্তার ভারি সন্দেহ জন্মাইল। বরকর্ত্তা ক্রমশঃ ভীত হইতে লাগিল। শেষ

গঙ্গাধরের হাত ধরিয়া কহিল, " মশাই, আমাদের রক্ষা কর, যা থাকে স্পষ্ট করিয়া বল। গঙ্গাধর আর এড়াইতে না পারিয়া শেষ কহিল, যে "একটা সমন্বয় করিয়া বিবাহটি দিলে উভয় কুলের হিত হইত; ও লোকতঃ ধর্ম্মতঃ কিছুই বিরুদ্ধ হইত না"। সমন্বয়ের কথা শুনিয়া বরকর্ত্তার মাথায় যেন বজ্রাঘাৎ হইল। তিনি গেজেট্‌কে সানুনয়ে ভূয়োভূয়ঃ কহিলেন, " মশাই, কথাটা কি বল"। গঙ্গাধর কহিল, " সরস্বতীর মুখে লক্ষীর দোষ শুন্‌তে পাই। বিস্তারিত দিনেক দুই দিনের মধ্যে পত্র দ্বারা জানাইব। সত্য মিথ্যে সরস্বতী জানে"। বরকর্ত্তা জিজ্ঞাসিল, " হাঁ মশাই, সরস্বতী কে?" গঙ্গাধর কহিল, "লক্ষীর সতিন"। কন্যার মাতার নাম লক্ষী—ইহা বরকর্ত্তার বাটীতে পূর্ব্বে প্রচার হইয়াছিল। এই কথায় বরকর্ত্তা বুঝিল, যে লক্ষীর এইরূপ কোন অপবাদ থাকিবেক। বরকর্ত্তা তখনি কহিল, " তবে এ সম্বন্ধ কি প্রকারে হ'তে পারে? পত্র না হইলে আমরা সম্বন্ধ ভাঙ্গিতাম। এক্ষণে কি করি? যা হউক, অগ্রে জাতকুল রক্ষা করা উচিত। চল ঘরে গিয়ে বিবেচনা করি; পরে যেমত কর্ত্তব্য হয়, করা যাইবে"। ইহা কহিয়া পাত্রের দল অপ্রসন্ন মনে প্রস্থান করিল। গঙ্গাধর হাসিতে হাসিতে বাটী গেল, ও মনে করিল, যে "এতেই এদের সর্ব্বনাশ কর্‌ব"। তা বটে,—গেজেট্ সেই প্রকারেরই লোক বটে।

গঙ্গাধর ঘরে গিয়া দেখে, যে সরোভাণ্ডারণী বসিয়া আছে, ও হাসিতে হাসিতে কহিল, "এসো,—তোমার কার্য্য সাধন হইয়াছে, পরে জানিতে পারিবে"। ইহা কহিয়া সরোকে নিভৃতে ডাকিয়া মন্ত্রণা করিতে বসিল।

শম্ভুসুর নিতান্ত সরল লোক। গেজেট্‌কে জানে যে পরমবন্ধু।

সম্বন্ধ স্থির জানিয়া সপরিবার সানন্দে নানাবিধ আয়োজন করিতে লাগিল। এবং যে যে কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিবেন, তাহারি পরামর্শ হইতে লাগিল।

এখানে গেজেট্ সরোকে বিরলে ডাকিয়া কহিল, " দেখ,—তাহাদের মনে ঘোর সন্দেহ হইয়াছে। আমি কহিয়াছি, যে একটা সমন্বয় করিয়া বিবাহ দিলে তোমাদের পক্ষে ভাল হইত, ও কুটুম্বেরা কোন কলঙ্ক করিতে পারিত না। এই কথায় সুরের ভাবী বৈবাহিক বিশ্বাসের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সরো কহিল, " এখন কি কর্ত্তব্য ?" গেজেট্ কহিল " তোমার জবানী একখানি পত্র লিখিয়া বিশ্বাসের বাটীতে পাঠাইয়া দাও "। সরো কহিল " কি পত্র ? " গেজেট্ বলিল "লক্ষ্মীর নীচ অপবাদ দাও"।

সরো। সে তো সত্তি কথা।

গেজেট্। তবে তোমার ভয় কি ? সত্য কথা—অপবাদজনক হইলেও তাহাতে কেহ মারা যায় না। বল্‌বার বাধা কি ?

সরো। তা যেন বল্‌লেম। কিন্তু এতে তো একটি ভারি পঞ্চায়েতের কাণ্ড উপস্থিত হ'বে। আর যদি সেই পঞ্চায়েতের সম্মুখে আমি একথা প্রমাণ কর্‌তে না পারি তবেই তো মারা গেলেম। পঞ্চায়েতেরা এ কথার প্রমাণ না পেলেই বল্‌বে, সুর তুমি সরোর নামে নালিশ কর। বোধ হয় তা'র সঙ্গে তোমার ও নাম থাক্‌বে। এতে তো একটা ঘোর বিপদ হ'বে।

গেজেট্। তবে এতে তোমার দাঁড়ানই উচিত ছিল না। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন "। আমি তখনি বলেছি তুমি মেয়ে মানুষ,— এ সব কর্ম্ম তোমার নয়।

সরো। এ বলে সাপের মুখে কে হাত দেবে। স্বরের ছোট ছেলে অসুর!—রাগ হ'লে সুরাসুর কিছুই মানেনা। আমি তা'কেই তো ভয় করি।

গেজেট্। যদি মোকদ্দমাই হয়, তখন উপস্থিত মতে যা ভাল হয় তাই করা যা'বে। রাজাবাবুকে কে না খাতির করে? উকীল, মোক্তার, হাকিম,—সকলেই তাঁ'র নামে তটস্থ। তা জান? তুমি তাঁ'র বাটীর লোক। কা'র ঘাড়ে দুটো মাথা যে তাঁ'র বিরুদ্ধে কোন কায করে। মোকদ্দমা আছে আমি আছি। কি আপদ!—ছুঁড়ী যেন ভয়ে ভেকো-হারা হলো।

সরো। আচ্ছা, তবে পত্র লেখ। কপালে যা থাকে। আমি তো গেচিই, আর ভাব্‌লে চিন্তিলে কি হ'বে?

এই পরামর্শ স্থির হইলে, গেজেট্ নীচের লিখিত পত্র লিখিয়া সরোকে তাহা শুনাইল।

সম্মহিম শ্রীযুত নবীনকৃষ্ণ বিশ্বাস

মহাশয়েষু।

নমস্কার নিবেদন মিদং—

মহাশয়ের মঙ্গল শ্রীশ্রী৺ করিতেছেন তাহাতেই এখানকার কুশল জানিবেন। পরে নিবেদন। আমরা শুনিলাম যে মহাশয়ের পুত্রের সহিত শম্ভুচন্দ্রস্বরের দৌহিত্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীমণির কন্যার শুভ সম্বন্ধ স্থির হইয়া সম্বন্ধ পত্র লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় মহাশয় বিশেষ তদন্ত না করিয়া এই সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। প্রকাশ আছে যে লক্ষ্মী নীচ-গামিনী। আমার নাম সরস্বতী; আর যদিও লক্ষ্মী আমার সপত্নী হেতু চির বৈরিত্ব আছে, ইহা বলিয়া যদি আমার কথায় বিশ্বাস না কর, তবে

শেষ জাত্যপবাদ হইবে, ও পশ্চাৎ খেদ করিবে। রজকের কথায় শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বাস করিয়া লক্ষ্মীরূপা সতীকে বনবাস দিয়াছিলেন। তবে এই কুটুম্বিনীর কথায় আপনি কেন বিশ্বাস করিবেন না। তবে আমি অনাথা ও দীনা বলিয়া যদি বিশ্বাসের পাত্রী না হই, সে স্বতন্ত্র কথা।

শ্রীমতী সরস্বতী দাসী।

—মাঘ ১২৭৮।

শ্রীপ্রত্যক্ষ গঙ্গাধর গেজেট্।

পত্র শুনিয়া সরো ভয়ে ভীত হইল। গেজেট্ কহিল, " এতেই কায দেখ্‌বে "। সরো কহিল " দেখো যেন আমি মারা না যাই "। গঙ্গাধর কহিল " আমি তা'র দায়ী রহিলাম "। পত্র লিখিয়া গঙ্গাধরগেজেট্ " পুনশ্চ " পাঠে এই কথা সংযোগ করিল।—

পুং নিং। যদিও ইহাতে আমার নাম আছে বটে, কিন্তু এ পত্রের ভালমন্দ আমি কিছুই জানি না। সব সরো জানে। সরো যেমত কহিল, আমি সেই মত লিখিলাম। আমার কোন দায় দোষ নাই।

শ্রীগঙ্গাধর গেজেট্।

গেজেট্ পুনশ্চপাঠ লিপি সমাপন করিলে পর সরো জিজ্ঞাসিল, " ও কথা গুলিন্ কি লিখ্‌লে ? " গেজেট্ কহিল " ও কথা স্বতন্ত্র, এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই"। সরো সংশয়াপন্না হইয়া পুনর্ব্বার ব্যগ্রতাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল "মশাই, ও সব কি কথা ? " গেজেট্ কহিল " কিছু নয় "। সরো কহিল " তবু "। তখন গেজেট্ কহিল, " আমি লিখিলাম যে আপনকার গ্রামে মারীভয় আছে কি না, ও গ্রামে প্রবেশ করিতে যে ভাঙ্গা সাঁকো ছিল, তাহা কোম্পানীতে মেরামত করিয়াছেন কি না, ও গ্রামে ইন্‌কমটেক্স আদায় করিতে দৌরাত্ম্য হইতেছে কি না।

কিন্তু ইহাতে সরোর সংশয় দূর হইল না, ও অতিচিন্তিতের ন্যায় ভূমির উপর বসিয়া নখের দ্বারা ক্ষিতি আঁচড়াইতে লাগিল। গেজেট্ সেই সুযোগে পত্র খাম করিয়া, আটা দিয়া বন্ধ করিয়া একেবারে গাত্রোত্থান করিল, ও সরোকে কহিল, "তুমি রাজবাটীতে যাও—রাত্রি হইয়াছে। আমি এক জন পাইকের হাতে পত্র পাঠাইয়া দিব"। সরো অগত্যা সম্মত হইয়া মৃদুস্বরে কহিল "আচ্ছা তবে এখন আমি আসি"। ইহা কহিয়া পরিধৃত ঈষন্মলিন সাদা সাড়ীতে বিলক্ষণ রূপে অঙ্গ ঢাকিয়া বিদায় হইয়া চলিল। সেই সময় গঙ্গাধর গেজেট্ ডাকিয়া কহিল, "যেমত হয় আমি পশ্চাৎ তোমাকে জানাইব, তুমি ভাবিত হইও না। ফলতঃ এ কথা গোপনে রাখিবে"। সরো কহিল "ভাল", ও দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল। পর দিন প্রাতে গেজেট্ পাইকের হাতে পত্র না পাঠাইয়া ডাকের বাক্সের ভিতর ফেলিয়া দিল। যে হেতুক গেজেটের মনে এই ভয় হইল যে "কি জানি আমার লোকের দ্বারা এই পত্র পাঠাইলে আমিই ইহার মূলীভূত এমত বিবেচনা হইতে পারে"। তদনন্তর গেজেট্ রাজাবাবুর নিকটে আসিয়া সভ্রান্ত দূরে বসিল। রাজাবাবু তাহা লক্ষ করিয়া গেজেট্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গ্রামের সংবাদ কি? গেজেট্ কহিল "ধর্ম্মাবতার, এমন কোন বিশেষ সংবাদ নাই, তবে গত কল্য শশুরের দৌহিত্রীর শুভ সম্বন্ধপত্র হইল। বিবাহ ফাল্গুন মাসে। কিন্তু আভাসে বুঝলেম্ যে একটা কথার গোল উপস্থিত হওনের সম্ভাবনা আছে। তাহা পরে আপনাকে নিবেদন করিব। বোধ হয় গ্রামস্থ সকল লোকেই আপনকার দরবারে উপস্থিত হইবেক"। রাজাবাবু এ কথায় কোন সায় দিলেন না, ও গেজেট্ পুনঃ প্রণাম করিয়া দপ্তরখানায় উঠিয়া গেল। কাছারির ঘড়ীতে "ঠন্ ঠন্" শব্দে

১০ টা বাজিল শুনিয়া রাজাবাবু স্নানভোজন করিতে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। "বড় মহাশয়" দফ্তরখানার কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব রাত্রে সরোভাণ্ডারণীর বাটী আসিতে বিলম্ব হওয়াতে তাহা কর্ত্রীর কর্ণগোচর হইয়াছিল। রাজাবাবু স্নান করিতেছেন,—এমন সময়ে কর্ত্রী সরোকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরো, তুই সন্ধ্যার পর কোথায় ছিলি ?" সরো সভয়ে কহিল, "মা, আমি গেজেটের বাটী গিয়েছিলেম"। কর্ত্রী রাগতঃ হইয়া কহিলেন, "আমি তোকে বারণ করিয়াছি, তবু গেজেটের বাড়ী যাবি! বোধ হয় গেজেট্ আবার কি মন্ত্রণা করিতেছে; ও তুইও তাতে আছিস্"। রাজাবাবু গেজেটের কথার আভাসে তখনি বুঝিয়াছিলেন যে গেজেট্ শম্ভুসুর ঘটিত কোন মন্ত্রণা করিতেছে, আর সরোভাণ্ডারণী তাহার মধ্যে থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু শম্ভুসুর রাজাবাবুর তাদৃশ প্রিয় ছিল না। বিশেষতঃ মাতার সহিত পূর্ব্ব দিবস যেরূপ উগ্র ভাবে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে রাজাবাবুও বুঝিয়াছিলেন যে শম্ভুসুরের পরিজনেরা তাঁহার ও গঙ্গাধরের বিরুদ্ধে কোন কথা অন্তঃপুরে কহিয়া থাকিবে। এ কারণ শম্ভুসুরকে দমন করা রাজাবাবুর প্রায় একরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু মাতার ভয়ে সহসা প্রকাশ্য রূপে তাহাতে হাত দিতে পারেন নাই। সরোভাণ্ডারণী গেজেটের সহকারিণী হওয়া অনুভবে প্রকারান্তরে সরোকে উৎসাহ দেওয়া তাঁহার অনভিমত ছিল না। এ জন্য মাতাকে স্তোক্ বাক্যে কহিলেন, "মা, আমি সরোকে ও গঙ্গাধরকে শাসন করিব, আপনি নিরস্ত হউন"। তদনন্তর রাজাবাবু স্নান করিয়া মাধ্যাহ্নিক সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। সরো বিরস বদনে ভাণ্ডারে চলিয়া গেল। কর্ত্রী কার্য্যান্তরে মন দিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

পঞ্চাএৎ।

শত্তুস্বরের ভাবী বৈবাহিক বিশ্বাস ও আর কএকটি আত্মীয় লোক বিশ্বাসের বাহির বাটীতে বসিয়া অভিনব সম্বন্ধের দোষগুণ বিবেচনা করিতেছিল, এমত কালে লাল-পাগ্‌ড়ী-ধারী চামের-বগ্‌লী-হাতে এক জনা লোক বাটীতে প্রবেশ করিল। বিশ্বাস্‌ জিজ্ঞাসিল "তুমি কে?" সে কহিল "আমি ডাকের হর্‌করা"। ইহা বলিয়া বগ্‌লী হইতে এক খানি ডাকের পত্র বাহির করিয়া বিশ্বাসের হাতে দিল। বিশ্বাস ব্যস্ত হইয়া পত্র খানি খুলিয়া দেখিল "সরস্বতী দাসী" ও "গঙ্গাধর গেজেট্‌" তাহা প্রেরণ করিতেছে। তৎক্ষণাৎ বিশ্বাসের মনে ধোঁকা হইল, ও পত্র পাঠ করিয়া কহিল "দেখ—যা মনে করেচি তাই হয়েচে"। ইহা কহিয়া পত্র খানি পুত্রের হাতে দিল; ও ক্রমে ক্রমে তাহা উপস্থিত সকল আত্মীয় ব্যক্তিরা পাঠ করিয়া বিমর্ষ হইল। যে হেতুক সে সময় উভয় বাটীতেই বিবাহের কতক কতক আয়োজন হইয়াছিল। বিবাহ না হইলে একেতো আয়োজন নষ্ট, তা'র পর মনোদুঃখ। "গেজেট্‌" বিশ্বব্যাপিত অসৎ লোক্‌, ও প্রায় সকলেই তাহার নাম জানিত। কেহ কেহ জিজ্ঞাসিলেন যে "সরস্বতী কে?" বিশ্বাস কহিল "সরস্বতী লক্ষ্মীর সতিন্‌"। তাহাতে কেহ কেহ এই বিবেচনা করিল যে সপত্নীর স্বাভাবিক দ্বেষ হেতু বোধ হয় বৈশুন্য জন্য এই অমূলক রচনা করিয়া থাকিবেক। বিশেষতঃ গঙ্গাধরের নাম সংযুক্ত লিপি হওয়াতে অনেকেই মূল কথায় সন্দেহ করিল। শেষ সকলে থাকিয়া এই স্থির করিল যে শত্তুস্বরকে

পত্র লেখা যাউক—যে স্বগ্রামস্থ গঙ্গাধরগেজেট্ ও সরস্বতী ভাণ্ডারণী তাহার কন্যা লক্ষ্মী ঘটিত অপবাদ করিয়াছে। অতএব স্বজাতীয় প্রধান প্রধান লোকদিগকে পঞ্চাএৎ রূপে ডাকিয়া অগ্রে এ কথার মীমাংসা করুন। তাহাতে যদি শম্ভুস্থর কথিত অপবাদ হইতে মুক্ত হইতে পারে,—তবেই বিবাহ হইতে পারে। এই কথা স্থির হইলে, বিশ্বাস ঐ মর্ম্মে পত্র লিখিয়া স্থরের বাটীতে সেই দিনেই প্রেরণ করিল। সরোভাণ্ডারণীর লিপি সম্প্রতি বিশ্বাসের নিকটে রহিল। আবশ্যক মতে বিশ্বাস তাহা সকল লোকের স্থগোচর করিবেক, ইহাও শম্ভুস্থরকে জানাইল।

শম্ভু ভালমন্দ কিছুই জানে না। বিবাহের "পত্র" হইয়াছে, তাহাতেই নির্ভর করিয়া দিন দিন কিছু কিছু আয়োজন করিতেছে। ও বাটীর পরিজনেরা মাঙ্গলিক কর্ম্মের আরম্ভের প্রতীক্ষায় আনন্দিত হইতেছে। সন্ধ্যার সময় বিশ্বাসের পত্র সহ এক জনা পাইক পঁহুছিল। ও সম্ভ্রমে প্রাচীন স্থরকে প্রণাম করিয়া লাঠী ভুমে রাখিল, ও কোমর হইতে পত্র বাহির করিয়া শম্ভুস্থরের হাতে দিল ও কহিল যে "বিশ্বেস মশাইয়ের পত্র"। শম্ভুস্থর লেখা পড়া জানিত না। ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। বিশ্বাসের পত্র পাইয়া শম্ভু আপন কনিষ্ঠ পুত্রের হাতে দিল, ও সেই সময় টিক্‌টিকী পড়িল। শম্ভুর মনে ধোঁকা হইল, ও মনে করিল "না জানি এতে কি লিকেচে"। শম্ভুর কনিষ্ঠ পুত্র পত্র পড়িবার অগ্রে পাইক্‌কে কহিল "তুমি গিয়ে দরজার চালাতে বৈস"। পাইক্ নমস্কার করিয়া দরজার চালায় গিয়া বসিল। অবিনাশ পত্র খুলিয়া পাঠ করিল।—পড়িতে পড়িতে অবিনাশের মুখ শুষ্ক হইল দেখিয়া শম্ভুর হাত-পা কাঁপিতে লাগিল, ও অধৈর্য্য হইয়া পুত্রকে কহিল "কিরে

বাপা—বল্"। অবিনাশ কহিল, "বাবা, আর কি বল্‌বো,—সরো ও গেজেট্ খুড়ো আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে। তা'রা বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী পত্র লিখেচে যে—"লক্ষ্মী নীচ গমন করে"। এই জন্যে তিনি বলেন—যে "আগে তদ্বিষয়ের পঞ্চাএৎ হউক, তা'র পর বিয়ের কথা"। অবিনাশের মুখে এই কথা শুনিয়া শম্ভুস্থরের মাথায় যেন বজ্রাঘাৎ হইল। শম্ভুর হাত-পা আরো কাঁপিতে লাগিল, ও মাথায় হাত দিয়া ভূমির উপর বসিল। শম্ভুর কনিষ্ঠ পুত্র ক্রোধে বিহ্বল হইল। ক্রমে ক্রমে বাটীর পরিজনেরা সকলে শুনিল, ও বাটীর মধ্যে হাহাকার রব উঠিল। লক্ষ্মী মাথায় করাঘাৎ করিতে লাগিল, ও কান্দিয়া ব্যাকুল হইল। দেখিতে দেখিতে প্রতিবাসিগণ আসিয়া যুটিল। ও সকলে কহিতে লাগিল—"গেজেটের এ ভারী অত্যাচার!" বাটীর মধ্যে পাড়ার স্ত্রী-লোকেরা আসিয়া বড় হইল, ও এ কথা শুনিয়া অনেকেই নাকে হাত দিয়া কহিল—"একি মা,—লক্ষ্মী কি এমন মেয়ে। লক্ষ্মীকে দোষ দেয়, এমন কে আছে? সে তো সতীলক্ষ্মী। ওমা ধোবার কথায় কি সীতের সতীত্ব যায়। হউক্ বেনে—সতিন হ'লেই কি এতটা করতে হয়। আজও রাত্তিরদিন হচ্চে। ধম্মো আচেন্, যেমন বলেচে তা'র মত ফল পা'বে। যা লক্ষ্মী—তুই কাঁদিস্‌নে। যদি পঞ্চাএৎ হয়, তো আমরা সকলে যা বল্‌বো তা শুনিস্"। ইহা কহিয়া প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা বিদায় হইল।

শম্ভুস্থরে আগত পাইকের সিধাসামগ্রী দিয়া সেই রাত্রি সপরিবার বড়ই অসুখে রহিল। পর দিন প্রাতে পাইক্ পত্রের প্রত্যুত্তর পাইয়া প্রস্থান করিল। গ্রাম মধ্যে এ কথায় গোল হইয়া উঠিল, ও প্রায় সকলেই কহিতে লাগিল যে "গেজেট্ শম্ভুস্থরের সর্ব্বনাশ করিল"।

পুষ্করিণীর ঘাটে দশ পাঁচ জনা স্ত্রীলোক একত্র হইলেই এই কথা। কেহ কহে—"মা সরোটি কম্ মেয়ে নন্"। কেহ কহে—"সরো সেই সূর্পণখা, কেবল সবোর নাক্ কাণ্‌টি আছে,—এই প্রভেদ"। গেজেট্ এইরূপ জনরব শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইল, ও সরো শুখাইতে লাগিল। গেজেটের বক্তৃতার মান্য হইল। তদনন্তর শম্ভুসুব পুরোহিতকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এখন এর কি করা উচিত?" পুরোহিত গাঙ্গুলী সুবোধ লোক। সৎ পরামর্শই দিলেন,—কহিলেন যে "দশ জনা জ্ঞাতিকুটুম্বকে আহ্বান পাঠাও যে তাঁরা এসে এর একটা মীমাংসা করুক; কিন্তু এ মিথ্যা কথা, তুমি অনায়াসে মুক্ত হ'বে। আর সোণা পুড়িলে যেমন খাটি হয়, তুমিও বিপদ হইতে উদ্ধার হয়ে আরো মান্য হ'বে। আর সম্প্রতি বিবাহ স্থগিৎ থাক্‌বে"।

পুরোহিতের হিত কথায় শম্ভু সাহস পাইয়া জ্ঞাতিগোত্র ও কুটুম্বগণকে এতদর্থে আহ্বান প্রেরণ করিল, ও বিবাহের আয়োজন স্থগিত হইল।

এ দিগে সুরের বাটীর বিবাহ রহিত, ও সেই কথার দলাদলি, ও পরস্পর বলাবলি হইতে হইতে তাহা রাজাবাবুর মাতার কর্ণগোচর হইল। তাহার পর তিনি সরোকে বিরলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ সরো, এ সব কি কথা?" সরো বাতাহত কদলীদলের ন্যায় ব্যাকুলা হইয়া তাঁহাকে কহিল—"মা, এ কথার মূল গেজেট্"। কর্ত্রী রাগত হইয়া কহিলেন "তবে তোর নাম হয় কেন?" সরো কহিল—"তাহার কারণ এই বোধ হয় যে গেজেট্ পত্রে আমারও নাম দিয়ে থাক্‌বে"। রাজাবাবুর মা জিজ্ঞাসিলেন "কি পত্র?" সরো কহিল "আমার সতিনের নীচ অপবাদের পত্র। গেজেট্ তা নিকে

বিশ্বেসের বাড়ী দিয়েচে"। কর্ত্রী অতিশয় রোষযুক্ত হইয়া ক্ষণেককাল মৌন রহিলেন। সরো ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ও অধোমুখে রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ত্রী কহিলেন, "কি মেয়ে মা,—কি তোর বুকের পাটা! আমরা তো জানি যে এ সব্ মিথ্যে কথা। সতিন কি আর কারো হয় নাই—না নেই—তোরি আছে, তোরি এত দ্বেষ কেন? সে তো তোর মন্দ চেষ্টা করে না"। সরো সজলনয়নে কহিল—"মা, তা'র যদি আমার প্রতি দ্বেষ নেই, তবে তা'র ছোট বোন্ সে দিন এসে গোলাপের কাছে কেমন ক'রে লাগিয়ে গেচে?"

ক। কি লাগিয়েচে? সে তো তোর কথা কিছুই বলে নি।

স। যদি সে কিছু বলে নাই, তবে গোলাপ আমার উপর রাগ কল্লে কেন?

ক। সে শুনেছে তুই গেজেট্‌কে মন্ত্রণা দিস্।

স। মা, আমি কোথা, গেজেট্ কোথা। তবে কুটুম্বসাক্ষাৎ বলে কখন কখন তা'দের বাড়ী গিয়ে দেখা করে আসি,—এই আমার অপরাধ।

ক। তোকে এমন দুর্ব্বুদ্ধি কে দিলে? এর জন্যে তুই ও গেজেট্ দুজনেই অধঃপাতে যাবি। তবুও কি আরও পশ্চাত্ হ'বে?

স। জানিচি হ'বে।

ক। তোকে তো পিছে দাঁড়াতে হ'বে?

স। তা দাঁড়াবো—কি কর্‌বো। না গেলে আবার জেতে ঠেল্‌বে।

তদনন্তর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যাত্রা সরোকে ভাণ্ডারে যাইতে কহিয়া আপনি উপরে একোঠে গেলেন এবং গোলাপকুমারীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "গোলাপ, শুনেচিস্ সরো কি কাণ্ড

করেচে"। গোলাপ কহিল, "মা, সব শুনিচি"। তুমি দেখো মা, এবার সরোর ভারী কলঙ্ক হ'বে"। গোলাপের মাতা কহিলেন "মরুক্—গোল্লায় যাকৃ। যেমন কচ্চে, তা'র প্রতিফল পা'বে। মেয়েমানুষের এত সাহস আমি দেখি নাই"। গোলাপ কহিল, "মা, এর মধ্যে গেজেট্ও আছে। পোড়া গেজেট্ মরে, তবে লোকের অনর্থক কলঙ্ক ও গ্লানি হয় না। শুন্চি যে সুরেনের জাত্-কুটুম্ব না কি পরশু আস্‌বে"। মাতা কহিলেন "দেখা যাক্ কি হয়"। ইহা কহিয়া অপর দিকে গেলেন। গোলাপকুমারী অনেককাল তথায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যে "পাছে সুরেনের কিছু মন্দ হয়, তা হ'লেই কুমুদ বল্‌বে যে তবে আমি কিছু মনোযোগ করি নাই। সে বড় মন্দ কথা"। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গোলাপ আপন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। শেষ কি হয়,—যেণতক লোকের তাহা জানিবার প্রয়াস বাড়িতে লাগিল।

বিশ্বাসের পত্র প্রাপ্তির চতুর্থ দিবসে সায়ংকালে সুরেন বাটীতে পঞ্চাএতের মিলন হইল। যে প্রায় ২০।২৫ জনা লোক,—সমস্ত স্বজাতীয়। উক্ত সভায় শম্ভুচন্দ্রের ভাবী বৈবাহিক বিশ্বাস মেজেটের লিখিত সরোর পত্র সহ উপনীত হইল। যে হেতুক পঞ্চাএতের কি নিষ্পত্তি হয়, তাহা জানিবার তাহার বিশেষ স্বার্থ ছিল। বিশ্বাস সভা স্থলে উক্ত পত্র উপস্থিত করিয়া তাহা পাঠ করিল, ও জিজ্ঞাসিল যে "এমত পতিকে তাহার হঠাৎ বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন। শম্ভুচন্দ্রের অগ্রে অপবাদ হইতে মুক্ত হওয়া উচিত কি না?" সভাস্থ সকলে একেবারে সায় দিয়া কহিল "উচিত বটে"—"উচিত বটে"।—"বিলক্ষণ কথা"। এই সময় সভাস্থ প্রবীণ এক জন বসুজে

জিজ্ঞাসিল যে "গঙ্গাধর গেজেট্ ও সরস্বতীদাসী এখানে উপস্থিত আছে কি না"। শত্রুঘ্ন কহিল "তোমাদের ডাকা ভিন্ন তাঁরা কখনই আস্‌বে না"। কিন্তু ঐ দিবস রাত্রী অনেক হইয়াছিল। সরো ভূম্যধিকারীর বাটীর অন্তঃপুরে অবস্থান করে। তাহাকে উক্ত রাত্রে ডাকিয়া আনার কোন সদুপায় ছিল না। সুতরাং পঞ্চাএতের কার্য্য সেই রাত্রে স্থগিত রহিল, ও পর দিন তাহাদের উপস্থিত হওনার্থে সংবাদ দিবার জন্য ঐ মহল্লার নাপিতের প্রতি আদেশ হইল।

পর দিন প্রাতে পঞ্চাএতের কার্য্য পুনরারম্ভ হইল। গঙ্গাধর গেজেট্ ও সরোভাণ্ডারণী উভয়ে উপস্থিত হইল। সরো কিঞ্চিত ব্যবধানে বসিল। কারণ সে বয়স্থা স্ত্রীলোক। বিশেষতঃ সরো ভূম্যধিকারীর বাটীর অন্তঃপুরনিবাসিনী। গ্রামস্থ বহুতর লোক পঞ্চাএতের কার্য্য দেখিতে আইলেন। ঘোর সমারোহ।

অপবাদ প্রকাশিকা লিপি পুনর্ব্বার পঠিত হইল। এবং পঞ্চাএতেরা সরোকে জিজ্ঞাসিল যে "এ সব কথা সত্য কি না"। সরো অকুতোভয়ে কহিল, "সব সত্য; তবে পত্রের মধ্যে কি লিখিয়াছে, তাহা গেজেট্ জানে। আমি স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানিনা"। গঙ্গাধর গেজেট্ প্রশ্ন মতে কহিল "আমি তাল মন্দ জানি না,—সরোর কথা মতে পত্র লিখিয়াছি"। লিপি পুনর্ব্বার প্রণিধান হওয়াতে পুনশ্চপাঠে ঐ রূপ দৃষ্ট হইল। কিন্তু পঞ্চাএতেরা বিবেচনা করিল যে ঐ পুনশ্চপাঠেই গেজেটের শঠতা দৃষ্ট হইতেছে।

তদনন্তর পঞ্চাএতেরা বহু প্রমাণ লইল, ও গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা কহিল যে সতীর চরিত্র ভাল। সরো কহিল, "গ্রাম এক যোগ। আমি কাছারীতে এ কথার প্রমাণ দিব। আমি সতীরপ্রতি যা বলেছি,

সে সব সত্যি। প্রমাণ দিতে না পারি, তখন পঞ্চাএতেরা আমাকে জেতে ঠেল্‌বেন, ও সাহেব শাস্তি দেবেন"।

সরোর কথা প্রকৃত-সঙ্গত হইলেও প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া সরো এবং গেজেট্‌কে পঞ্চাএতেরা দোষী করিল। তাহাতে ধন্য ধন্য শব্দ উঠিল, ও লক্ষ্মী আসিয়া সকলকে প্রণাম করিল। সুর এইরূপে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া সানন্দ হইল।

পঞ্চাএতেরা পুনর্ব্বার কহিল, "সুর, তুমি সরো ও গেজেট্ এই উভয় ব্যক্তির নামেই নালিশ করিতে পার। আমরা এই স্থির করিলাম যে সরোর কুতাপবাদ মিথ্যা, ও কেবল দ্বেষ বশতঃ করিয়াছে। সরোর পত্র আমাদের নিকট রহিল। ইতি মধ্যে সুর আপন দৌহিত্রীর বিবাহ দিতে পারে"; এবং সুরের ভাবী বৈবাহিকের বিশ্বাসও তাহাতে সম্মত হইল, ও গ্রামে কুতূহল কোলাহল হইতে লাগিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সুরের ভূমির ছাড়।

পর দিন সায়ংকাল উত্তীর্ণ হইলে পর, রাজাবাবু কাছারির খাস্‌ কাম্‌রায় বসিয়া দেওয়ান মহাশয়কে ডাকাইলেন। প্রাচীন মিত্র দেওয়ান এই ব্যাপার হওনাবধি অতিশয় বিমর্ষ আছেন। আজ্ঞামতে রাজাবাবুর সমীপে আসিয়া প্রণাম করতঃ রাজাবাবুর দক্ষিণে বসিলে, বাবু মৃদু স্বরে কহিতে লাগিলেন যে "প্রাবে এই ব্যাপার হওনাবধি আমি বড় দুঃখিত আছেন, ও সবাই এই শঙ্কা করিতেছেন যে পাছে গ্রামে কেহ আমাদের

কলঙ্ক করে। তিনি কহেন যে স্বর্গীয় কর্ত্তার সময়ে কেহ কোন কথাটি কহে নাই, এক্ষণে গ্রামের ভদ্রাভদ্র লোকে কানাকানি করিতেছে যে গেজেট্ কর্ত্তৃক সুরের বাটীর কলঙ্ক কেবল আমার অশাসনে হইয়াছে; কেননা লোকে কহিতেছে যে গেজেট্ আমার প্রিয়, ও তাহার কৃত অত্যাচারে আমার সম্মতি ছিল। এ বড় জঘন্য কথা"।

প্রাচীন মিত্র দেওয়ান দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, যে গেজেট্ সজ্জন নহে। তাহাকে উৎসাহ দেওয়াই অন্যায় হইয়াছে। যাহা-হউক, যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে আমার পরামর্শ এই, যে গেজেট্কে সুদূরে কোন নাএবের অধীনে নিযুক্ত করা যাউক, ও কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ইচ্ছা হেতু সুরের ত্রেলোকী ভূমি সুরকে ছাড়্ দেওয়া যাউক্, তাহা হইলে ক্রমে পূর্ব্বের শান্তি স্থাপন এবং আপনকায়ো যশোবৃদ্ধি হইবে"। রাজাবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাই কর, ও সুরকে ডাকাইয়া কহিয়া দেও"। তদনন্তর দেওয়ান মহাশয় খাস্কামরা হইতে উঠিয়া আপন দফ্তরখানায় বসিয়া বেরখাকে হুকুম্ করিলেন যে "শম্ভু-সুরকে কহ যে দেওয়ানখানায় আপনাকে ডাক্হইয়াছে,—কল্য প্রাতে আসিয়া সাক্ষাৎ করে"। দূত গিয়া শম্ভুকে ঐ আদেশ জানাইল। প্রাচীন শম্ভু স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভীরু। জমীদারের শমন পাইয়া আরো ভীত হইল ও মনে করিল যে "বুদ্ধি' সরো ও গেজেটের পক্ষাএড্ কর্ত্তৃক অপমান হওয়াতে রাজাবাবু আমাকে অনুযোগ অথবা দণ্ড করিবেন"। ভয়ে শম্ভুর প্রাণ উড়িল ও বুক্ দুড়্ দুড়্ করিতে লাগিল ও উভয় পুত্রকে ডাকিয়া কহিল যে "রাজাবাবুর তলব্ আছে,—এ কি করি?" উভয় পুত্র একবাক্য হইয়া কহিল "তাঁর বাবা কি। সে পুণ্যের সংসার। আপনি প্রাচীন প্রজা। বোধ হয় তাঁহাদের দয়ার উদয় হইয়াছে ও আমাদের

মঙ্গল হইবে। আপনি সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কল্য প্রাতে ভাল সময় দেখিয়া রাজাবাবুর হজুরে গিয়া সাক্ষাৎ করুন"।

পুত্রগণের কথায় বৃদ্ধ সুর সাহস পাইয়া স্বীকার করিল ও পুত্রগণকে কহিল "কিঞ্চিৎ উপহারের আয়োজন কর"। পুত্রেরা কহিল "ভাল"। পর দিন প্রাতে বৃদ্ধ সুর শর্করা সংযুক্ত উপাদেয় শুদ্ধ দধি, ও খিড়কীর পুষ্করিণীর বৃহৎ রোহিত মৎস্য ধরাইয়া ভারে ভারে লইয়া ভূম্যধিকারীর ভবনে উপঢৌকন সহ উপস্থিত হইল। তাহার কিঞ্চিৎ পরে রাজাবাবুকে সংবাদ হইল যে "বৃদ্ধ শম্ভুসুর হজুরে উপস্থিত আছে"। রাজাবাবু বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া উপঢৌকনে দৃষ্টিপাৎ করিলেন। এবং সজীব প্রবীণ রোহিত দৃষ্টে তুষ্ট হইয়া তাহা অন্তঃপুরে প্রেরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেই সময়ে বৃদ্ধ সুর কএকটি টাকা চাদরের উপর রাখিয়া নজর ধরিল। রাজাবাবু তাহা স্পর্শ করিলে, আম্‌লারা তাহা খাতায় জমা দিল। তদনন্তর রাজাবাবু কহিলেন "সুর, দেওয়ানখানায় গিয়া শুন দেওয়ানজী কি বলেন"। সুর ধরাবনত প্রণাম করিয়া বিদায় হইল, ও দেওয়ানখানায় আসিবামাত্র শুনিল যে তাহার ইক্ষুর ভূমির ছাড় হইয়াছে। তাহাতে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া রাজাবাবুর বাক্যোন্নতি ও কীর্ত্তির কীর্ত্তন করিতে লাগিল; শেষে দেওয়ান মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

অন্তঃপুরে গোলাপকুমারী শুনিলেন যে দাদাবাবু সুরের ভূমি ছাড় দিয়াছেন। ইহাতে পুলকে পূর্ণিতা হইয়া ভক্তিভের ন্যায় আসিয়া মাতাকে ঐ সংবাদ কহিলেন। আরো বলিলেন যে "মা, আমি অন্তঃপার সত্যে পার হইলাম। তবে সরোর জন্যে বড় দুঃখিত হইতেছি"। মাতা কহিলেন "সে দুঃখের বিষয় বটে;—অনেক দিন আশ্রয়ে ছিল।

দেখ, পশুকেও পালন করিলে কিছু দিনে তা'র প্রতি মায়া জন্মে,— সে তো মানুষ। সকলি অদৃষ্টে করে। গত বিষয়ের অনুশোচন করা বৃথা। সুর আপন ভূমি পাইয়াছে,—এখন সেই মঙ্গল। সম্প্রতি সরো দশ পাঁচ দিনের জন্য অন্যত্রে গিয়া থাকুক্। গোল্‌টা মিট্‌লে আস্‌বে"।

বৃদ্ধ সুর বাটীতে আসিয়া পুত্র ও পরিজনদিগকে রাজাবাবুর সদ্ব্যবহারের ও অনুগ্রহের কথা কহিয়া সকলকে আনন্দিত করিল। তদনন্তর লক্ষ্মীর কন্যার শুভ বিবাহের আয়োজন করিতে সকলে উদ্‌যোগী হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

লক্ষ্মীর কন্যার বিবাহ।

পর দিন পূর্ব্বাহ্নে সুরের ভাবী বৈবাহিক বিশ্বাসের বাটী হইতে পত্র পঁহুছিল। সুরের কনিষ্ঠ পুত্র অবিনাশ তাহা পাঠ করিয়া পিতাকে কহিল, "বাবা, ৯ ফাল্গুন রবিবার, মঘা নক্ষত্র, গোধূলি লগ্নে দিন স্থির হইয়াছে"। সুর সম্মতি-সূচক উত্তর লিখিয়া তদনুসারে আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল। স্বর্ণকার আসিয়া অবস্থানুযায়ী কিছু কিছু গহনা গড়িতে লাগিল। এবং সেই সুযোগে রাং তামা যাহা পাইল, মিশাল করিতে লাগিল। গ্রাম্য চাষা লোক,—স্যাক্‌রার চাতুরী কি বুঝিবেক? বাটীর পরিজনেরা আন্দাজ মত ধান্য লইয়া চিঁড়া কুটিতে দিল। এবং সঞ্চিত ইক্ষু-গুড়ের নারিকেল সন্দেশ প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার পর সুর গ্রাম্য লোককে ডাকাইয়া তাহা দধির বয়না দিল,

এবং কিঞ্চিৎ গাঢ় দধিরও বায়না দেওয়া হইল। সুরের কনিষ্ঠ পুত্র মধ্যে মধ্যে সহরে আসিয়া তথাকার আহার ব্যবহারের রীতি দেখিয়া জানিয়াছিল, ও পিতাকে কহিল " বাবা, এখনকার লোকে চিঁড়া দই প্রায় খায় না; তবে চিঁড়া দধির যে আয়োজন হইল তাহা ইতর লোকের আহার্য্য। কুটুম্ব ও স্বজাতীয় ও ব্রাহ্মণদিগের জন্য কিঞ্চিৎ " লুচি চিনি " করিলে ভাল হয়। আর আইবড় ভাতের দিনে দধি ও সন্দেশ প্রয়োজন হইবেক "। ৶ ইচ্ছায় সুরের নিতান্ত অপ্রতুল ছিল না। ছোট ছেলে স্কুল মাষ্টার। ছোট জামাই ইন্‌স্পেক্টর। তদ্ভিন্ন জমা জমী যথেষ্ট ছিল। সুর কনিষ্ঠ পুত্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া " লুচি চিনির " ও গুড়ে-সন্দেশের আয়োজন করিল। কিন্তু গ্রামে কেবল এক ঘর ময়রা আছে। তাহারা চিরকাল চিঁড়ের চাক্‌তি ও গুড়পাটালি গড়িয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ছানা চিনির কোন সম্পর্ক রাখিত না। সুর তাহাকে ডাকাইয়া সন্দেশের কথা জিজ্ঞাসা করাতে ময়রা মাথায় হাত দিয়া বসিল ও পরে কহিল " সন্দেশ দেবো, কিন্তু দানী রকম হ'বে,— চিনিতে পাক্ রাখ্‌তে পার্ব্বনা "। বৃদ্ধ সুর কহিল, " তুমি যেমন পার দিও "। ইহা কহিয়া ময়রাকে দুইটি টাকা বায়না দিল ও যত সন্দেশ চাহি কহিয়া দিল। ময়রা ঘরে গিয়া ময়রাণীকে ডাক দিয়া কহিল, " এই টাকা নে "। ময়রাণী কহিল, " কিসের টাকা ?—দু টাকা যে একেবারে ? "

ময়রা। সন্দেশের বায়না রে।

ময়রাণী। সন্দেশ তোর চৌদ্দ পুরুষে কখন গড়েচে।

ময়রা। মাচু তো গড়েচি; তাই সন্দেশ বলে দেবো। আমাদের দেশে সেই সন্দেশ।

ময়রাণী। যদি সহরের লোক খেতে এসে, তবেই তো ধরা পড়্‌বো।

ময়রা। তা'র ভয় কি? আমাদের যে দেশ, এখানে পাটালিকেও সন্দেশ বলে। তবে এখন উদ্‌যুগ কর্।

ময়রাণী। তা কচ্চি।—বরেরা কোথাকার লোক?

ময়রা। অজ্ পাড়াগেঁয়ে।

ময়রাণী। তবে সুবিধে আছে; পাটালিই সন্দেশ বলে চালিয়ে দেবো।

মোদক দুই টাকা নগদ্ বায়না পাইয়া স্ত্রীপুরুষে সন্তুষ্ট মনে সন্দেশের কারণ কোত্‌রা গুড়্ সংগ্রহ করিতে লাগিল। এখানে সুরেরা সপরিবার আয়োজন করিতে লাগিল। ঘরদ্বার যেখানে ভাঙ্গাচুরা ছিল, ঘরামি ডাকাইয়া খুঁচি খাঁচি দিতে আরম্ভ হইল। দিন দিন জন খাটিতে লাগিল। উঠান চাঁচা হইল। পথ, ঘাট, খিড়্‌কী, সদর ক্রমে ক্রমে সকলি পরিষ্কার হইল। কালি,গায়ে হলুদ্। কুটুম্বসাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ হইল। পর দিন প্রাতে এক প্রহরের পর বিশ্বাসের বাটী হইতে একটি নূতন কাঁসার বাটীতে করিয়া অনেক আপ্লুত কিঞ্চিৎ তৈল হরিদ্রা লইয়া সুরের বাটীতে আগত হইল, ও বাচনিক কহিল যে "বরের গায়ে হলুদ্ হয়েছে"। কারণ বরের গায়ে হরিদ্রা না হইলে কন্যার গায়ে হরিদ্রা হয় না। সুরের পুত্র হরিদ্রা লইয়া বাটীর মধ্যে গেল। সাত জনা সধবা স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া কন্যাকে ঘেরিয়া হুলু-ধ্বনি ও শঙ্খ-ধ্বনি করিয়া কন্যার গায়ে হলুদ্ দিল। তদনন্তর আইবড় ভাত হইল। কন্যাটি আমন্ত্রিত সধবা স্ত্রীলোকদিগের সহিত আলিপনা-যুক্ত পিঁড়িতে বসিয়া ভোজন করিল;—হাতে একখানি কাজলনতা। বাহিরে

কুটুম্বগণ ভোজনে বসিল। কুটুম্বগণের ভোজনান্তে গ্রামের অন্ত্যজবর্ণ অর্থাৎ বাগ্দী ছুল্যা প্রভৃতি জাতিরা পাত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট উঠাইয়া লইল; এবং গ্রাম্য অনেকানেক ইতর লোককে স্থর যথেষ্ট অন্নব্যঞ্জনও দিল। তদনন্তর স্বজাতীয়েরা কন্যাটিকে বস্ত্র ও মিষ্টান্ন দিয়া আইবড়-ভাতের তত্ত্ব প্রেরণ করিল; কেহবা নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইল। দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। প্রাতে অনেক কুটুম্ব আসিয়া যুটিল। বাটীর মধ্যে স্ত্রীলোকের কলরবে কাণ পাতা যায় না। সকলেই হাস্যমুখী ও অন্তরে সুখী। ভিতরে কামান্—বাহিরে লুচি ভাজার ধুম্ উঠিল। হালুই-কর হঠাৎ না পাওয়াতে, পূর্ব্বে গুড়্পিঠা গড়িয়া হাটে বসিয়া বেচিত, শম্ভুস্বর তাহাকেই লুচি ভাজিতে নিয়োগ করিল। বেলা অপরাহ্নে ময়রা সন্দেশ আনিয়া যোগাইল।—ঘোর জাবী,—দেখিতে যেন গণেশের পেট্ কাটা। সে গ্রাম দিয়া কখন গরুর গমন হয় নাই। ময়রা ওজন দিতে দিতে কহিল "মশাই, এ কাঁচাগোল্লা"। তাহার পর দধি লইয়া গোপ আইল। দধি বড় মন্দ নহে। কোন কোন পল্লিগ্রামে উত্তম দধি হয়। গোপ কহিল, "খুকো দই আনিয়াছি। তাহা ভদ্র লোকের খাইবার। বামণ ভোজনের দই পরে আস্‌ছে;—সে পাতলা রকম"। এইরূপে ক্রমে ক্রমে করমাইলী সামগ্রী সকল আসিয়া পঁহুছিল। দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় ঝিকি-মিকি করিতে লাগিল। লগ্ন গোধূলি। স্থরের কনিষ্ঠ পুত্র বিশেষ উদ্যোগী লোক। ও তাহার সাহায্যার্থে আর দুই এক জনা গ্রাম্য স্কুল-মাষ্টার আসিয়া যুটিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বরশয্যা ও বরযাত্রীদিগের বসিবার বিছানা হইল, এবং স্থানে স্থানে আলো জ্বলিল। ক্রমে ক্রমে আহুত কন্যা-যাত্রীগণ আসিতে লাগিল। এমন সময় বাজনা উঠিল। ছোট ছোট বালকেরা বর

দেখিবার জন্য দৌড়িতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা হুড়ু হুড়ু করিয়া ছাতে উঠিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহবা জান্‌লায় মুখ বাড়াইয়া উঁকী ঝুঁকী মারিতে লাগিল, ও বরের আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। এমত কালে বরের চৌপাল গ্রামে পঁহুছিল, ও কন্যা-কর্ত্তার পক্ষের লোক অগ্রগামী হইল। চৌপালের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মোটা লাল বনাতে ঢাকা। সঙ্গে গুটিকতক লাল ছোক্‌রা—থাম্ গেলাপ্ ও গ্লাসের ঝাড়্— কিছু কিছু দেশী বাজনাও পাল্কীর আগে আগে আছে। চৌপালের মধ্যে বরের ছোট ভাই নিৎবর বসিয়া আছে। বরের বয়ঃক্রম ১৮।২০ বৎসর, নিত্‌বরও ১৫।১৬ বৎসরের হইবেক।—তাদৃশ স্থূল-কায় নহে। বার জনা বেহারায় কোন প্রকারে বহিয়া আনিল। দেখিতে দেখিতে চৌপাল স্বরের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। সেই সময় কন্যাকর্ত্তার পক্ষের এক জন আত্মীয় লোক বরকে পাল্‌কী হইতে উঠাইল, এবং নাপিত কোলে করিয়া লইয়া যাইবার উদ্যম করিল; কিন্তু ক্ষণমাত্র তুলিয়া ভূমে রাখিয়া দিল।—কহিল, "বাবা! ভারী ওজন্"। তাহার পর উভয়ে চলিয়া গিয়া বরশয্যায় উপবেশন করিলেন। এমত সময় পুরোহিত আসিয়া কহিলেন "গোধূলি লগ্ন বহিয়া যায়। এই সময় পাত্রস্থ হউক"। যে কন্যা বরকে উভয় পক্ষের নাপিতেরা যৌতায় ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া লইয়া গেল। কন্যা-যাত্রী ও বর-যাত্রীরা সভায় বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা আসনান্তরে বসিয়া পরস্পর শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। কন্যা পাত্রস্থ হইল। বরাভরণ— স্বর্ণাঙ্গুরি এবং শাটের যোড়্। তাহার পর নাপিতেরা বরকে লইয়া স্ত্রীআচারের স্থানে গেল। স্ত্রীআচারের স্থানে সধবা স্ত্রীলোকেরা কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। পশ্চাতে বিধবাগণ।—কারণ বিধবারা মাঙ্গলিক

কর্ম্মে অশুভঙ্করীও অযান্ত্রিক। স্ত্রীআচার হইলে পর বরকে পুনর্ব্বার পাত্রস্থ হইবার স্থানে আনিয়া বাহা যাহা অবশিষ্ট বৈবাহিক কার্য্য ছিল, তাহা সাঙ্গ ও দান সামগ্রী রীতিমত উৎসর্গ হইল। তদনন্তর বর বাসব-ঘরে উঠিয়া গেলে, স্ত্রীলোকেরা তথায় দেশাচার মতে বিবিধ কৌতুক করিতে লাগিল। এখানে কন্যাযাত্রী ও বরযাত্রীদিগের পাত হইল, ও সকলে আহার করিতে বসিল। বরযাত্রীর মধ্যে কেহ কেহ সন্দেশের লোহিত বর্ণ দেখিয়া বিদ্রূপ বর্ণনা করিল :—

" সেরের কাহন দরে কিনেছি সন্দেশ "।

উভয় দলের কুটুম্ব ও ব্রাহ্মণগণের আহার হইলে, গ্রাম্য ইতর-লোকেরা খাইতে বসিল, ও উদর পুরিয়া চিঁড়া, দধি, গুড় খাইয়া পরি-তুষ্ট হইল, এবং সুরের যশ গাহিতে লাগিল। পর দিন প্রাতে বাসি-বিবাহ হইলে পর, বর কন্যা বিদায় হইল। চৌপালের এক দিকে কন্যা —অপর দিকে বর বসিলেন। কন্যার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক চলিল, যে হেতুক নবোঢ়া বালিকা—শ্বশুরালয়ে কাহারও সঙ্গে কথা কহি-বেক না। পর দিন সায়ংকালে ফুল-শয্যা। জামাতার ধুতি চাদর, পুষ্প, চন্দন, কন্যার বস্ত্র, এবং পল্লীগ্রাম-প্রচলিত মিষ্টান্ন যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল তাহাই প্রেরণ করিল। সপ্তাহান্তে জামাতা সস্ত্রীক ঘোড়ে আসিয়া কিয়দ্দিন শ্বশুরালয়ে থাকিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া স্বগৃহে গমন করিল। কন্যা মাতৃগৃহে রহিল। কুটুম্বেরা ক্রমে ক্রমে বিদায় হইল। শম্ভুসুর অবস্থামতে তাহাদিগকে বস্ত্রাদি লৌকিকতা দিয়া কুটুম্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিল। শম্ভুসুর অকালে কন্যা-দায় হইতে এইরূপে উদ্ধার হইয়া সত্যনারায়ণের শিন্নী দিল। স্ত্রীলোকেরাও প্রতিবাসিগণকে বড় করিয়া আমোদ প্রমোদে সুবচনীর পূজা দিল।

স্বজাতীয় গ্রামস্থেরা একবাক্য হইয়া সরোভাণ্ডারণী ও গঙ্গাধর গেজেটের নিমন্ত্রণ বারণ করাতে তাহারা বহিত হইয়াছে। তাহার পর যাহা ঘটে আগামী অধ্যায়ে লিখিত হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মদিরা দোকানে কলহ ও পুলীস কর্ত্তৃক তদন্ত।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রকাশ করি নাই যে গ্রামৈক প্রান্তবালে কতক গুলিন অন্ত্যজ বর্ণ বাস করিত, তন্মধ্যে অনেকেরই পাল্‌কী-বহন উপজীব্য ছিল। কেহ কেহ বা পাইকের কার্য্য—কেহ বা "হরকরা" গিরি করিত। তাহাদের দুই দল ছিল,—দুই দলের দুইজনা প্রধান। গ্রামের মধ্যে কাহারো বাটীতে কোন মাঙ্গলিক কর্ম্ম হইলে তাহারা কিছু কিছু পারিতোষিক পাইত। সুরের দৌহিত্রীর শুভ বিবাহ হইলে যখন জামাতা যোড়ে আসিয়াছিল, সেই সময় এক দিন পূর্ব্বাহ্ণে উভয় দল আপন আপন প্রধানকে সঙ্গে লইয়া কাদা মাথা—মল্লবেশ—লাঠি হস্তে করিয়া চীৎকার করতঃ খেলিতে খেলিতে সুরের সদর বাটীতে আসিয়া উপনীত হইল, ও মালসাট্ মারিতে আরম্ভ করিল ও আফিয়া কহিল "মা-ঠাকরূণ—কাপড় দেও"—"সুর মশাই, বখ্‌সিস্—বখ্‌সিস্!" উহারা প্রায় ২০।২৫ জনা লোক হইবেক। "গোরা" ও "শিবে" নামে দুইজনা দুই দলের প্রধান। তাহাদের হাতে রূপার বালা আছে, তাহাতে বহু জনতার মধ্যেও উক্ত উভয় সর্দারকে চেনা যাইত। কথিত আছে যে পূর্ব্বে উহারা ভয়ানক লোক ছিল;—

লোকে কহিত " একলা পথের মা-বাপ্ "। গ্রামে থানা বসিল, ও শিবে ও গোরা ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আইল। " শিয়রে শমন " বলিয়া সম্প্রতি পূর্ব্বের ঘোষ আর শ্রুত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ গ্রামের জমীদার প্রবল উৎকট্ অত্যাচার করিলে " সপুরি এক গাছে করি-বেক, "—সে ভয়ও আছে। তজ্জন্য গোরা ও শিবের দল দিন দিন অপ্রবল হইল। এক্ষণে কেবল বৈধ আমোদ করিয়া গৃহস্থের বাটী হইতে কিছু কিছু লইয়া থাকে, ও উপরি যাহা উপার্জ্জন করে, সকলি মদের দোকানে দেয়। তাহাদের বাটীর স্ত্রীলোকেরা গ্রামস্থ পুরাতন পঙ্কিল পুষ্করিণীতে ও বিলে ও খালে মৎস্য মারিয়া পাড়ায় পাড়ায় বিক্রয় করিয়া থাকে, ও মূল্য স্বরূপে ধান্য-চাউল যাহা পায়—তাহাই লইয়া থাকে।

সুরের বাটীতে অনেকক্ষণ খেলিয়া নগদ দুই টাকা, কতক ধান্য, ও পুরাতন বস্ত্র দুই খানি পাইল। শিবে ও গোরা তৎক্ষণাৎ ঐ কাপড় মাথায় বান্ধিল, ও সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। গোরা ও শিবের মধ্যে পরস্পর এমত প্রিণ্ ছিল যে তাহারা যেন দুই সঙ্গিন। স্ব প্রাপ্ত পারিতোষিকের ন্যূনাতিরেক হইলে গ্রহণ করিত না, এবং ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত করিত। গৃহস্থ সুতরাং সভয়ে সমান করিয়া দিত। সুরজায়া তাহা পূর্ব্বেই জ্ঞাত থাকিয়া উভয়কে সমান করিয়া দিল। বিদায় পাইয়া প্রেতের দল নাচিতে নাচিতে বাহির হইল, ও ঘরে না গিয়া সুরের দত্ত ধান, টাকা, ও বস্ত্র লইয়া শুঁড়ির দোকানে উপস্থিত হইল। শুঁড়িকে ডাকিয়া কহিল "ভাই,—হরেকৃষ্ণ [শুঁড়ির ঐ নাম ছিল] আজ্ সোন্ধের পর তোর দোকানে মোদের বৈঠক্ হ'বে, দুই ঘড়া পচুই আর এক ঘড়া মদ তয়ের রাখ্;—তা না হয় তো মজা দেখ্বি "। ইহা কহিয়া

নগদ দুই টাকা, অর্দ্ধমোন ধান্য, ও বস্ত্র দুই খানা শুঁড়ীকে দিল। গ্রাম্য শৌণ্ডিক একেবারে এতাদৃশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল, ও শিবে ও গোরার দত্ত ধান্যাদি আশু গোপন করিয়া উহাদের কহিল "তোরা যা—সেই সময় আসিস,—সব তয়ের পাবি"। দ্রব্যের বিনিময়ে মদিরা দেওয়া পাট্টার নিয়মের ব্যতিক্রম। শৌণ্ডিক তদর্থে শীঘ্র সতর্ক হইল। এমত কালে শিবের স্ত্রী সংবাদ পাইয়া শুঁড়ির দোকানে আইল, এবং তাহাকে গালি দিয়া কহিল "ধান্ কি কল্লি?—ফিরে দিবি তো দে,—না হয় তো আমি থানায় চল্লেম্"। শৌণ্ডিক পুরাতন দুষ্ট ও প্রবীণ চোর। ধান্য ও কাপড়ের কথা একেবারে অপহ্নব করিয়া কহিল "ধান্ কোতা লো?—কিসের কাপড়?" সেই সময় শিবে—তাহার স্বামী—সায় দিয়া কহিল "তাতো—ব—ব—বটে। ধান—কে—কে—কে দিল, মুই দিই নি, তুই চোলে যা বেটী"। ইহা কহিয়া শিবে সদল সেখান হইতে প্রস্থান করিল। তাহার স্ত্রী অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল ও শুঁড়ীকে ভয় দেখাইল—"আচ্ছা,—তুই কেমন হরেকৃষ্ণ শুঁড়ী তা আমি কালে দেখ্যা দেখ্বো"।

সেই দিন সন্ধ্যার পর গোরা ও শিবের দল শুঁড়ির দোকানে আসিয়া মিলিল। লোক অন্যূন বিংশতি জন হইবেক। সেই সময় তথায় ৩।৪ জনা মাতাল বাবু আসিয়া যুটিল,—দৃষ্টতঃ ভদ্রসন্তান, লোহিত লোচন, কৃশ-কায়,—পরিধান মলিন বসন। দুই একজনের কক্ষদেশে মদ্যাধার বোতল। সকলেরি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ইংরাজী কথা জানা আছে। গোরা ও শিবের দল আগত মাত্রে দুই কলসী পচুই নিঃশেষ করিল। তাহার পর অপরিমিত উগ্র মদিরা পান করিয়া নেশায় ভোর হইয়া "গোল-গোল" আরম্ভ করিল। কেহ বা গায়, কেহ ঢোলোক্ বাজায়, কেহ বা

চলিয়া পড়ে, কেহ বা কাহার উপরে চড়ে, কেহ বা উলঙ্গ হয়ে নাচে, কেহ হাঁচে, কেহ কাঁদে, কেহ হাসে, কেহ কহে "কি মজা, কেহ কহে "ব্যাঙে গজা", কেহ কহে "কিবা খিলিওয়ালী", কেহ কহে "আচ্ছা মজা দিলি", ইত্যাদি রূপ কোলাহল করিতে লাগিল, ও সেই সঙ্গে মাতাল বাবুরাও যোগ দিল। এমতকালে শিবের স্ত্রীর সংবাদ দেওয়া মতে থানার লোক আসিয়া পঁহুছিল। এবং মদিরার দোকানে অত্যন্ত জনতা দেখিয়া শুঁড়ী ও শিবে ও গোরাকে আটক্ করিল, এবং তিন জনা মাতাল বাবুও সেই সময় ধৃত হইল। "হেড্ কানেষ্টবলকে" দেখিয়া ইতর লোকেরা অধিকাংশ পলায়ন করিল। সেথায় বিহ্বল মাতাল বাবু একজনা ভগ্নস্বরে পুলীসকে কহিল "shir Constable, I very good drinkes"। হেড্কানেষ্টবল কহিল "লো হাম্‌কো খুব মালুম্ হেয়। তোম্ আভি থানেমে চলো"। ইহা কহিয়া হেড্কানেষ্টবল ঐ মাতাল বাবুর হাত ধরিল। বাবু রাগান্তঃ হইয়া পুলীসের লোককে, বিশেষতঃ ধৃতকারী হেড্কানেষ্টবলকে, কটু ভাষায় অনেক গালি দিয়া জিজ্ঞাসিল "what section you catch me, Rascal police ?" এই সময় দোকানদার বিনয় পূর্ব্বক হেড্ কানেষ্টবলকে কহিল—"জমাদার সাহেব, এই তিন জনা মাতাল বাবুদের কথা আর কি বোল্‌বো, এঁরা ভারী উৎপাত করেচেন,—এঁরা আমার দোকানের কল্‌সী ভেঙ্গে মদ খেয়েচেন, আমিও সে জন্যে থানায় যাচ্ছিলেম"। হেড্ কানেষ্টবল কহিল, "লালা,—তোম্‌তো আসল্ বজ্জাৎ। আজ্ হাম তোম্‌কো জরুর্ চালান্ কর্ে গা"। শুঁড়ী কহিল "যে আজ্ঞে, আপুনি মালিক,—সব্ কত্তে পারেন"। হেড্ কানেষ্টবল্ পূর্ব্বে পল্টনে কর্ম্ম করিয়াছিল, এবং যৎস্বল্প ইংরাজী জানিত। মাতাল বাবুকে কহিল, "তোমারা বাৎকা জওয়াব্ হাম থানে-

যে দেগা,—তোম্ উঁহা চলো"। ইহা কহিয়া হেড্ কানেষ্টবল্ মাতাল বাবুকে ও তাহার সমভিব্যাহারী দুইজনা, যাহারা পান হেতু অজ্ঞান হইযাছিল, তাহাদিগকে ও শুঁড়ীকে ও শিবে ও গোরা ও তথায় উপস্থিত তাহাদের অনুসঙ্গীদিগকে ধৃত করিয়া চালান করিল। সেই সময়ে শিবে ও গোরা মদিরার ঝোঁকে কহিয়া দিল, "কা—কা—কানেষ্টবেল্, এই শুঁড়ী—শা—শালা ব—বড় বজ্জাৎ; আমাদের কাছথেকে দু—দু—খানা কাপড় নেছে,—আর খা—খা—খান্ আদ্ মোল্"। হেড্-কনেষ্টবল্ কহিল, "হাঁ সালা শুঁড়ী, তোমারা এই কাম্ হেয়!—থানা চলো"। ইহা কহিয়া হেড্ কানেষ্টবল্ সকলকে ধাক্কা দিয়া থানায় লইয়া চলিল। পথে মাতাল বাবু ভারী উৎপাৎ আরম্ভ করিল, এবং গোরগোল্ করিয়া কহিল "হেড্ কনেষ্টবল্ আমার কোমর হইতে টাকা কাড়িয়া লইল।—দোহাই সাহেবের! দোহাই সাহেবের!" শিবে ও গোরা তখনি সায় দিল, "হাঁ-হাঁ, তা—তো—মোরা দেখিচি বটে"। তাহা শুনিয়া হেড্ কনেষ্টবল্ গোরা ও শিবেকে কহিল, "বজ্জাৎ,—এইসি বাৎ কেব্! হাম্ তোমলোককো বদমাইশিমে চালান করেগা"। শুঁড়ী এই সকল দেখিয়া ভয়েতে জড়সড় হইল; ও হেড্ কনেষ্টবল্কে কহিল "জমাদার সাহেব, আমাকে এ যাত্রা রক্ষা কর"। জমাদার শুনিলনা—তাহাদিগকে থানায় লইয়া গেল।

থানায় পঁহুছিয়া মাতাল বাবু টলিতে টলিতে গম্ভীর স্বরে কহিল, "Sir, you releases me; Sec. 34, Police Act; not force here, I drunkard and two friends. If not so, I complain magister; then he eat you pork."। ইন্সপেক্টর্ পশ্চিম প্রদেশীয় মুসল্মান,—ইংরাজী কিছুমাত্র বুঝিত না। হেড্ কানেষ্টবল্কে জিজ্ঞাসা করিল "ইহে

মাত্‌ওয়ালা হেয়,—কিয়া বোল্‌তা হেয় ?" জমাদার কহিল " আপ্‌কো গালি দেতা হেয় ;—কহ্‌তা হেয় কে তোম্‌ সুয়র্‌ খাও,—নেইতো হামে ছোড়্‌ দেও "। কিন্তু দারোগা সুবোধ লোক। কাণে হাত দিয়া কহিল " তোবা ! তোবা ! ইস্‌কা আবি কুচ্‌ হোস্‌ নেহি হেয়,—জানে দেও "। ইহা কহিয়া আসামীগণকে কোতের মধ্যে রাখিল। শুঁড়ী আপাততঃ জামিন্‌ দিয়া খালাস্‌ হইল। তৎপরদিন ইনিস্‌পেক্টর্‌ " সরে জমীনে " তদন্তপূর্ব্বক এই প্রমাণ পাইল যে দোকানদার দুই খণ্ড বস্ত্র ও কতক ধান্‌ মদিরার বিনিময়ে মূল্যের পরিবর্ত্তে লইয়াছে, এবং দোকানে বহুলোককে স্থান দিয়া পানঘটিত হাঙ্গামা উপস্থিত করিয়াছে ; ইহা তাহার পাট্টার নিয়মের ব্যতিক্রম, ও সন ১৮৫৬ সালের ২১ আইনের ৪৩ ধারার বিরুদ্ধ ; এবং দোকানদারের পাট্টা জব্দের যোগ্য। বাকী লোকেরা মাতাল হইয়া অসাবধান হওয়াতে সন ১৮৬১ সালের ৫ আক্টের ৩৪ ধারার দোষ করিয়াছে "। ঐ ধারা বোধ হয় ঐ গ্রামে চলন ছিল। ইনিস্‌পেক্টর্‌ এই মত তদন্ত করিয়া তিন জনা মাতাল বাবুকে, এবং গোবা, শিবে সর্দ্দার, হরেকৃষ্ণ শুঁড়ী, ও শিবের সঙ্গের আর চারি পাচ জন লোককে—মায় একটা মদিরার বোতল—চালান করিল। অভিযুক্তেরা জাইন্ট মাজীষ্ট্রেট্‌ সাহেবের কাছারিতে আনীত হইলে বাবুদের কিছু হোশ্‌ হইল ; ও সাহেবকে বিনয় করিয়া কহিল, " ধর্ম্মাবতার, আমরা ভদ্রসন্তান, মাতাল হইয়া রাস্তার ধারে পড়ি নাই,—দোকানেই বসিয়াছিলাম "। সেই সময় কোর্ট ইনিস্‌পেক্টর মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবকে কহিলেন, " এই ব্যক্তি পূর্ব্বে তিন চারি বার মাতলামীর জন্য দণ্ড পাইয়াছে ; জরিমানায় ইহার মানেনা। আর শুঁড়ী হইতেই দেশের সকল অমঙ্গল ঘটিতেছে। ইহারা অধিক রাত্রে ভদ্রসন্তানদিগকে মদিরা বিক্রয়

করে, ও চোর ও বদ্‌মাশ্‌ লোকদিগকে সর্ব্বদা আশ্রয় দিয়া থাকে। ইহাদের দোকান সিঁদেল্‌চোরের ভদ্রাসন বাটী। আর শিবে ও গোরা—ইহারা ভযানক লোক। কেবল জমীদারের ভয়ে উৎকট অপরাধ করিতে পারে না। ইহারা প্রতিবৎসর গাজনের সময় ভারী অত্যাচার করিত"। "ইন্‌ চার্জ্‌" জাইণ্ট সাহেব গাজনের নাম শুনিয়া অবাক্‌ হইলেন। ইনিস্‌পেক্টর্‌ ভাব বুঝিয়া কহিলেন, "প্রতি সন চৈত্রমাসের সংক্রান্তির সময় ৺ শিবের "গাজন্‌" হয়। এই গোরা ও শিবে সেই সময় সংসারের দুষ্ট লোক্‌কে যড় করিয়া সন্ন্যাসের উপলক্ষে লোকের বাগানের ফল মূল আর কিছু বাকী রাখিত না। গ্রাম তোল্‌পাড় করিত। বলিলে শাসন করিত "আচ্ছা তোকে দেখ্‌বো"। গৃহস্থ ভয়ে আর কিছু করিতে পারিত না। ইহারা সেই সময়ে যে নারিকেল প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করিত, তাহা বিক্রয় করিয়া ছয় মাস খাইত। কিন্তু সম্প্রতি ইহাদের চাকরাণ্‌ জমী আছে। বদ্‌মাশী প্রকাশ নাই"। জাইণ্ট সাহেব মোকদ্দমার সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া দোকানদারের পাট্টা রদ ও রহিত করণের জন্য কালেক্টরিতে অনুরোধ করিলেন; ও আবকারী আইনের ৪৩ ধারার লিখিত অর্থদণ্ড করিয়া তাহা আদায় করতঃ দোকান্‌দার্‌কে ছাড়িয়া দিলেন; ও মাতাল বাবুদিগকে ৩৪ ধারার শাস্তি দিয়া সাবধান করিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিলেন "আর টুম্‌রা মড্‌ খাইবা?" মাতাল বাবুরা কহিল "ধর্ম্মাবতার, যতকাল বাঁচ্‌বো ততকাল খাবো"। সাহেব উত্তরায় হাসিয়া কহিলেন "নাজীর, ইহাদের ছারিয়ে দে"। নাজীর জাইণ্ট সাহেবের সাধুভাষা বেশ্‌ বুঝিতেন। সেই হুকুমে নাজীর বাবুদের বিদায় দিলেন। তৃষ্ণাতুর বাবুরা দুই চারি আনা পয়সা যাহা নিকটে ছিল, তাহাতে সুরা কিনিয়া তৃষ্ণা শান্তি

করিয়া আপন আপন আবাসে চলিয়া গেলেন। সাহেব এজ্‌লাসে বসিয়া অনেক্ষণ পর্য্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।—ও সেই সময় শিবে, গোরা, ও তাহাদের অনুসঙ্গিগণের কিছু কিছু দণ্ড করিয়া পুলিসের প্রতি আদেশ করিলেন যে তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালত।

অপবাদের বিষয়।

পরদিন প্রাতে শম্ভুচন্দ্র উঠিয়া ব্যবহারানুযায়ী পাট্‌ কাটিতেছিল, এমতকালে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র অবিনাশ জনেক মোক্তারকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া পিতাকে কহিল, "বাবা, ইনি জিলার একজন প্রধান মোক্তার। ইঁহার বক্তৃতা-শক্তি আছে, এবং কতক কতক আইনও জানেন। শম্ভুচন্দ্র মোক্তারকে সমাদর পূর্ব্বক বসাইল, ও যাহা যাহা হইয়াছিল, ও যাহা করিতে হইবেক, তাহা সকলি মোক্তারকে কহিল। আগত মোক্তার প্রগাঢ় বিদ্যানের ন্যায় সকল কথা শুনিয়া কহিলেন "মোকদ্দমায় গোল আছে। যাহা হউক, আমি আসীষ্টান্ট সাহেবকে ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিব"। মোক্তার ইংরাজীর এক বর্ণও জানিতেননা। আসিষ্টাণ্ট সাহেবও সবডিবিজনের আধুনিক মাজীষ্ট্রেট্‌ এবং নব্য। সেই এলাকার মধ্যে সুরের বসতি। মোক্তার প্রাচীন ব্যক্তি;—লেখাপড়া ও আইন ভিন্ন আর সকলি জানিতেন। "পিনেল্‌-কোড্‌" ও কার্য্য-বিধির আইনের কখন একপাৎ ওল্‌টান্‌ নাই। সুরের নিকট বসিয়া শম্ভু-

জীমূতের ন্যায় বহু বাগাড়ম্বর করিয়া তাহাকে ও অবিনাশকে বুঝাইলেন, যে তাঁহার ন্যায় পারগ আইনজ্ঞ লোক জিলার কাছারিতেও প্রায় নাই। শম্ভুসুর মোক্তারের পারকতাপক্ষে হৃতপ্রত্যয় হইয়া অঙ্গীকার করিল যে "আপনিই মোক্তারনামা পাইবেন"। মোক্তার কহিলেন "তবে কিছু বায়না দেন্"। শম্ভুসুর নগদ এক টাকা ও কতক আমন-ধান্য মোক্তারকে বায়না স্বরূপ দিয়া জিজ্ঞাসিল "কখন কাছারি যাইতে হইবেক?" মোক্তার কহিল "১২টার পর; যে হেতুক সাহেব বড সকালে আইলেন, ও প্রায় ১টার পরেই এজ্‌লাস্ হয়"। মোক্তার উঠিবার সময় সুরকে কহিলেন যে "১৲ টাকা মূল্যের ১ কেতা ষ্টাম্প কাগজ্ চাহি, ও মোক্তার নামায় ।৷৹ আট আনার কাগজ্। এই দেড়্ টাকা মাত্র সম্প্রতি প্রয়োজন। তা'র পর যাহা লাগিবেক, পরে কহিব। তুমি আহার করিয়া শীঘ্র কাছারিতে আসিও"। সুর চাষা লোক,—স্বভাবতঃ তৃতীয় প্রহরের সময় স্নান ভোজন করিয়া থাকে। দুই প্রহরের সময় আহার করা তাহার পক্ষে এক প্রকার দণ্ড বিশেষ। এই বিবেচনা করিয়া কহিল "আমি স্নান করে যা'ব। তা'র পর এসে খা'ব"। মোক্তার কহিলেন "সেই ভাল"। সব্‌ডিবিজনের কাছারি ক্রোশেক ব্যবধান। ইত্যবসরে সুরের পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মশাই, এ কোন ধারার মতে নালিশ্ হ'বে?" মোক্তার কহিলেন "ধারা আমার মনে নাই,—এ অপবাদের নালিশ্। ইহার এক্‌টা ধারা আছে,—আমার আসিষ্টাণ্ট মোক্তার জানে। তাহাকে কিঞ্চিৎ দিলেই সে আইনের যথার্থ ধারা লিখিয়া দিবেক, সে জন্য তোমাদের ভাবনা নাই; সে আমার ভার আছে"। সুর সত্বরে স্নান করিয়া কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড়্ জল খাইয়া বোঁচ্কা স্কন্ধে ফেলিয়া "দুর্গা—দুর্গা" বলিয়া

বাহির হইল। কোমরে দেড় টাকা নগদ ও কয়েক্টি পয়সা রহিল। বেলা দুই প্রহরের পর সুর কাছারিতে পঁহুছিয়া দেখিল যে মোক্তার গাছ্‌তলায় বসিয়া " সেনাক্ত " লিখিতেছেন, ও তাহার নিকটে আর কতকগুলিন ছোট লোক বসিয়া আছে। সুরকে দেখিবামাত্র মোক্তার কহিলেন " এসেচ, বেশ্—বেশ্ তবে কাগজের টাকা দাও "। শম্ভুসুর গেঁজের মধ্যে হইতে দেড়টি টাকা খুলিয়া মোক্তারকে দিল। মোক্তার ॥০ আট আট আনা দামের দুই কেতা ষ্টাম্প কিনিয়া এক কেতায় দরখাস্ত—ও অপর কেতায় মোক্তারনামা—লেখাইলেন। বাকী ॥০ আট আনা রোজ্‌গার করিলেন। তাহার ১ ঘণ্টা পরে আসিষ্টান্ট সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া কাছারিতে আইলেন। সে সময় একটা বাজিয়া গিয়াছিল। সাহেব এজ্‌লাসে বসিবামাত্র, " দরখাস্ত ! " " দরখাস্ত ! " " ফৌজদারিকা দরখাস্ত ! " বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক হইল। সেই সময় যেন একটা হুলস্থূল পড়িল।—বাদী ফরিয়াদী ও মোক্তারেরা চারিদিক্ হইতে দৌড়িতে লাগিল। সুর গ্রাম্য লোক; জাতিতে চাষা; মাজিষ্ট্রেটী কাছারিতে গতিবিধি নাই। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে তাহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল, ও মোক্তারকে কহিল "সেন মহাশয়—সেন মহাশয়, " (মোক্তারের উপাধি ' সেন ' ছিল) "আপনি ভিতরে যান,— আমি বাহিরে থাকি "। মোক্তার কহিল " আরে তাকি হয়;— তোমাকেই তো দরখাস্ত দাখিল্ কত্তে হ'বে "। ইহা কহিয়া মোক্তার সুরের হাত ধরিয়া এজ্‌লাসের সম্মুখে লইয়া দরখাস্ত দাখিল্ করাইল। শুনানি হইবামাত্র সাহেব কহিলেন " ডিফেমেশন্ " (defamation); এজাহার লও "। সাহেবের ঐ হুকুম্ শুনিয়া শম্ভুসুর মোক্তারের মুখ পানে চাহিল, ও মোক্তার বুঝাইল যে " সাহেব বাহাদুর

তোমার এজাহার লইতে হুকুম্ দিলেন। এজাহার বৈকালে হইবে;—তুমি হাজির্ থাক"। সুর বাহিরে আসিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রাণ পাইল। তাহার পর সমীপবর্ত্তী বৃক্ষের তলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। কাছারির ঘড়ীতে বেলা ৩টা বাজিলে, পুনর্ব্বার ডাক হইল "শম্ভুসুর! শম্ভুসুর!"। ডাক শুনিয়া শম্ভুসুর আস্তেব্যস্তে উঠিয়া এজ্‌লাসের দ্বারে দাঁড়াইল; ও মোক্তার কনেষ্টেবল্ সঙ্গে করিয়া তাহাকে এজ্‌লাসের সম্মুখে লইয়া গেল। সেই সময় একজন আম্‌লা সাহেবকে কহিল "খোদাওন্দ—এই শম্ভুসুর হেয়্"। সাহেব মুহূর্ত্তেক শম্ভুর মুখ পানে চাহিয়া দরখাস্তের পৃষ্ঠে এজাহার লইতে আরম্ভ করিলেন, এবং শম্ভুকে বাঙ্গলা ভাষায় জিজ্ঞাসিলেন "টুমার নালিশ্ কি আছে?" শম্ভু সেই কথা শুনিয়া কহিল "সাহেব, আমার নালিশ্ এই, যে গ্রামের গঙ্গাধর গেজেট্ ও সরোভাণ্ডারুণী এই অপবাদ করিয়াছে যে লক্ষ্মী নীচ গমন করে।—লক্ষ্মী আমার কন্যার নাম; ও তাহাতেই স্বজাতীয়ের মধ্যে আমার কলঙ্ক হইয়াছে। কিন্তু এ সকল মিথ্যে। পঞ্চাএত্ লোক তাহাই সাব্যস্থ করিয়াছেন্"। সাহেব শম্ভুর কথা শুনিয়া ভাবিতে ভাবিতে ইংরাজী কলমের উপরিভাগ দন্তের দ্বারা ছিঁড়িতে লাগিলেন, ও এজাহারের মর্ম্ম বিসর্গ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মাজিষ্ট্রেটের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। প্রায় দশ মিনিটের পর সেরেস্তাদার হেড্ ক্লার্কের মুখ পানে চাহিবায়, চতুর ক্লার্ক তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া ইংরাজীতে কহিলেন "এই ব্যক্তির কন্যাকে প্রতিবাদীগণ নীচ গমনের অনর্থক অপবাদ করিয়াছে"। সাহেব তখন (Yes, I understand) "হাম্ সাম্‌ঝা" কহিয়া এজাহার লিখিয়া লইয়া উভয় নামে সমনজারির হুকুম দিলেন; এবং মোক্তার সেই সময় ৩৩ জন সাক্ষির নামে

ইসমনবিসী দাখিল করিল, ও পঞ্চাএতের নামে আসল পত্র দাখিল করণের প্রার্থনায় সমনের প্রার্থনা করিল। সেই সময় রাজাবাবুর আম্-মোক্তার অগ্রসর হইয়া করযোড়ে কহিল, "হুজুর-আলি, সরো-ভাণ্ডারণী রাজাবাবুর বাটীতে থাকে,—'পরদানসিন' স্ত্রীলোক; মোক্তার-তন্ জবাবের আজ্ঞা হয়"। সাহেব কহিলেন, "টুমার সরোর পক্ষে কহিবার কি কেমটা আছে, দেখাও, টবে শুনিব"। মোক্তার ক্ষমতা-পত্র দেখাইতে অশক্ত হইবায়, সাহেব, সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া সমন-জারির আজ্ঞা করিলেন। ও সেই সময়ে প্রধান প্রধান সাক্ষিগণের নামেও সমনের হুকুম্ হইল, ও সপ্তাহান্তে দিন ধার্য্য হইল। সুর সন্ধ্যার সময়ে মোক্তারের নিকট বিদায় হইয়া বাটীতে আসিয়া ভোজ-নান্তে পুত্রগণ ও উপস্থিত প্রতিবাসীদিগকে সকল কহিল। তাহার পর গ্রামের মধ্যে সেই কথা প্রচার হইতে লাগিল। গেজেট্ ভয়ে জড়সড় হইল। সরো লোকলজ্জায় অন্তঃপুর হইতে আর বাহির হয় না। তৃতীয় দিবসে সমন পঁহুছিল। গেজেট্ জ্ঞাত হইয়া সমনে রসিদ দিল। দেওয়ান মহাশয়ের সহায়তায় সমন সরোর উপর জারি হইল। কনেষ্টে-বল সমন জারি করিয়া কোর্ট ইন্সেপক্টরের নিকট রিটরণ্ দিবায় তাহা নথির সামিল হইল। গ্রামে এই কথার দিন দিন আন্দোলন হইতে লাগিল যে কি হয়। ও ক্রমশঃ লোকের ব্যগ্রতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সমনজারির তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকালে রাজাবাবুর মাতা প্রাতঃস্নান করিয়া মালা করিতেছেন, এমত কালে সরোভাণ্ডারণী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া তাঁহাকে বহুবনত প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, আমার কিসে রক্ষা হ'বে বলুন,—আমি মারা যাই!"

কর্ত্রী কহিলেন "আমি কি জানি!—তোর যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল"।

সরো কহিল, "আমার অপমান হইলে সকলে কহিবে তোমারি বাড়ির লোক। মা, এতে তোমারি অযশ আছে। আমি বেওয়া ও তোমার আশ্রিত।—আমার প্রতি এখন অনুকূল না হ'লে আমার আর কূল নাই"। ইহা কহিয়া সরো অনেক রোদন করিল। কর্ত্রী কহিলেন, "যদি কোন সদুপায় থাকে তবে করিব। কিন্তু অন্যায় কর্ম্মের সাহায্য করা অনুচিত। তুই এখন দিন কতকের জন্য অন্য স্থানে গিয়া থাক্"। সরো সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া গ্রাম মধ্যে পিতৃস্বসার গৃহে রহিবার মনস্থ করিল। পরে সায়ংকালে কর্ত্রী ঠাকুরাণী প্রাচীন দেওয়ানকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে সরোর নিষ্কৃতির কোন উপায় আছে কি না। বড় মহাশয় সানুনয়ে কহিলেন, "ঠাকুরাণী, মোকদ্দমা রফা ভিন্ন সরোর বাঁচিবার উপায়ান্তর নাই। কিন্তু এ প্রণালীর মোকদ্দমা রফা হয় না। কিম্বা যদি সুর স্বীয় সাক্ষিগণকে হাজির করণের উদ্‌যোগ না করে, তা হলেও মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইতে পারে। সুর যদিও অনুগত প্রজা বটে, কিন্তু তাহার ভূমী লওয়া অবধি সে তাদৃশ বশীভূত নহে। সুতরাং অনুরোধ রক্ষা নাও করিতে পারে। স্থূল কথা এই যে গেজেট্ সচ্চরিত্র নহে। যদি সরোর অনিষ্ট হয়, তবে তাহার মূল ঐ গেজেট্। যাহা হউক, যদি সামঞ্জস্য হইবার কোন পথ থাকে, তবে আমি তাহা দেখিব"। ইহা কহিয়া বৃদ্ধ দেওয়ান প্রণাম পুরঃসর বিদায় হইলেন। ঐ দিবস রাত্রি এক প্রহরের সময় গঙ্গাধর গেজেট্ রাজাবাবুর নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল "ধর্ম্মাবতার, আমি মারা যাই! হুজুর মালিক্"। রাজাবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "কেন?" গেজেট্ কহিল "শত্রুরে আমার নাম নম্বলিত নালিশ্ করিয়াছে, ও সমনের দ্বারা আমাকে তলব্ হইয়াছে"। রাজাবাবু কহিলেন,

" মোক্তার দিয়া মোকদ্দমায় তদ্বির কর। তা'র পর হাকিমের মর্জ্জি ও তোমার অদৃষ্ট "। ফলতঃ রাজাবাবু অতঃপর বুঝিয়াছেন যে সরো-তাওয়ায়ণী ও গেজেট্ নিতান্ত অন্যায় করিয়াছে। তাহারা সাহায্য পাইবার যোগ্য নহে। ইহা বিবেচনা করিয়া গেজেট্‌কে বিশেষ আশ্বাস দিলেন না। তাহাতে গেজেট্ এক প্রকার হতাশ হইয়া দপ্তরখানায় উঠিয়া গেল। নিরূপিত দিন ক্রমে ক্রমে নিকট হইল। সরো স্থানান্তরে গিয়া রহিল। কিন্তু উভয়েই এক এক জন মোক্তার নিযুক্ত করিল। দেওয়ান্‌জীর আদেশক্রমে রাজাবাবুর সদর মোক্তার উভয়ের তত্ত্বাবধারক রহিলেন। সুরের বাটীতে প্রতিদিন সেন মোক্তার গমনাগমন করেন। স্বভাবতঃ সরল ও ভীত গ্রাম্য লোককে তোপা দিয়া চাল্‌টে—ধান্‌টা—কলাটা—মূলোটা—যা পান, লইয়া আসেন, ও সুরকে আশ্বাস দেন যে "আমি আসীষ্টেণ্ট সাহেবকে ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিয়া মোকদ্দমায় প্রতুল করিব। সাহেব আর কাহারো বক্তৃতা পছন্দ করেন না। আমি আরম্ভ করিলে কাণ পেতে শুনে থাকেন "। শত্রুঘ্ন কহিল " ভরসা আপনার; আমরা চাষা লোক, ভাল মন্দ, মাল মোকদ্দমা, কিছুই জানি না "।

পরদিন মোকদ্দমার নিরূপিত দিন। সেন কহিলেন " সাবধান—সাবধান ;—কোন ক্রমেই গরহাজির হইও না। তাহা হইলে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবেক "। সুর কহিল, " সে বিষয়ে আমি সতর্ক আছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন্ "। তাহার পর সেন মোক্তার বিদায় হইলেন। শত্রুর ভাবনা চিন্তায় ও অনিদ্রায় রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতে স্নান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিল। ও প্রতিবাসী স্বজাতীয় অনেককে সঙ্গে লইয়া গ্রাম্য দেবতাদিগকে উদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। কাছা-

রিতে গিয়া দেখিল যে মোক্তার পূর্ব্বের ন্যায় গাছতলায় বসিয়া আছেন,—আশে পাশে কনেষ্টেবল, ও জামিনীতে দস্তখত্ করিতেছেন, ও কাহাকেও বা "সেনাক্ত" লিখিতেছেন। সুরের মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়া অবধি সেন মোক্তার নিয়ত সকালে সকালে কাছারি যাইতেছেন। কারণ পাছে সুর তাহাকে গরহাজীর্ পাইয়া অন্যকে মোক্তারনামা দেয়। দেখিতে দেখিতে প্রায় একটা বেলা হইয়া উঠিল। ও হুজুরের আসিবার সময় হইল। কাছারি ক্রমে গম্‌গমে হইতে লাগিল। এমত কালে অন্তর হইতে শ্বেত অশ্ব দৃষ্ট হইল। ক্ষণমাত্রে হুজুর আসিয়া উপনীত হইলেন। বাদী ফরিয়াদীরা এক দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইল; মোক্তারেরা অপর দিকে খাড়া হইল। জরিরকিনারাদার লাল-পাগড়ী-ধারী কোর্ট সব্ ইন্‌স্পেক্টর্ সম্মুখে আইল। হুজুর ঘোড়া হইতে নামিলেন; ও সকলে নত হইয়া সেলাম করিল। সাহেব এজ্‌লাসে বসিলে সেই মত "দরখাস্ত"—"দরখাস্ত" ডাক হইল। বাদীগণ হাজির হইয়া এজ্‌লাসে দরখাস্ত দিল। তাহাতে হুকুম্ হইলে পর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে "কোন্ কোন্ মোকদ্দমার দিন ধার্য্য আছে?" হেড্ মুহুরির কহিল "শম্ভুচন্দ্রের ডিফেমেশন" (defamation)। সাহেব হুকুম্ দিলেন, "বোলাও"। হুকুম্ পাইয়া কনেষ্টেবলেরা "শম্ভুহর!" "শম্ভুহর!" বলিয়া ডাক দিল। শম্ভু সাড়া দিয়া কহিল "হাজির!" "হাজির!"। তাহার পর গদাধর গেজেটুকে ও সরো আওরাণীকে ডাক হইল। গেজেটু বীরের বেশে প্রবেশ করিয়া এজ্‌লাসের সম্মুখে আসিল। সরো অবগুণ্ঠিতা টলিয়া পরিধৃত মলিন বসনে অঙ্গ ঢাকিয়া আসামীর প্রকোষ্ঠে দাঁড়াইল। কাছারিতে লোকারণ্য। উভয় পক্ষের মোক্তারেরা এজ্‌লাসের নীচে দাঁড়াইল। তাহার পর শম্ভুচন্দ্রের এজাহার আরম্ভ হইল।

শম্ভু আদ্যোপান্ত সকল কহিল। সাহেব যত বুঝিলেন, লিখিয়া লইলেন। প্রতিবাদীগণের মোক্তারেরা "জেরা" অর্থাৎ প্রশ্ন করিল। শম্ভুর এজাহার সমাপ্ত করিয়া সাহেব সরোকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তদনন্তর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "টুমার কট্টা কি?" সরো কহিল, "ধর্ম্মাবতার, আমি দোষ করি নাই, যাহা সত্য তাহাই কহিয়াছি। সত্য কথায় কাহার অপবাদ হইলে তাহাতে অপরাধ নাই। তবে আমি এই কহিয়াছি যে লক্ষ্মী নীচ গমন করেন। এ কথার অর্থ বুঝিলেই আমি নিষ্কৃতি পাইব। আমি পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়াছিলাম, সেখানে তখন আর আর অনেক পাড়া পড়সী ছিল। কথায় কথায় আমি কহিয়াছিলাম যে এখন ভদ্র লোকের ঘরে অন্ন নাই। ইতর লোকেরাই এখন ধনাঢ্য হইতেছে। এ জন্য কহিলাম যে লক্ষ্মী নীচপ্রিয়। আমি এমন কহি নাই যে স্থরের কন্যা লক্ষ্মী নীচপ্রিয়"। স্থরের অভিযোগে, সরোর এই উত্তর শুনিয়া সকলে স্ত্রীবুদ্ধির ধন্যবাদ দিতে লাগিল। এজলাসের গোল থামিলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে "বাডীর (বাদীর) এজাহারে জানা যায় যে টাহার ডোহিট্রীর সম্বন্ধ পট্র হইলে টাহার পরেই টুমি ও গেজেট, ফ্রিবাসকে "ডিফেমেটারী" (defamatory) পট্র লিখিয়াচ যে লক্ষী নীচগামিনী; ও সেই জন্য পক্কাএই হইয়া বিবাহ ইকিট্ হয়। পট্র টোমার ডেওয়া বটে কি না?" সাহেবের বাঙ্গালার বর্ণ বিসর্গও সরো বুঝিতে পারিল না; ও ভীত হইয়া মোক্তারের মুখপানে চাহিবায় ক্লার্ক তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তখন সরো কহিল, "পত্র গেজেট্ লিখিয়াছে; কিন্তু তাহাতে আমার মত ছিল না"। সাহেব কহিলেন "টবে টুমি নিরপরাডী নয়"। গেজেট্ আপন উত্তরে পত্র লেখা স্বীকার করিল। তাহার পর সাহেব উভয় পক্ষের মোক্তারের বক্তৃতা শুনিয়া, এবং সরো ও গেজেটের

পত্রের বিষয় পুনঃ পুনঃ বিবেচনা করিয়া আদেশ করিলেন যে "আগামী পরশ্ব সপ্তাহের প্রথম কাছারির সময়ে হুকুম্ দিব। আসামীরা সম্প্রতি জামীনীতে থাকুক"। রাজাবাবুর সদর মোক্তার আদেশের প্রতীক্ষায় সরোর ও গেজেটের কাহারও জামীন হইতে পারিলেন না। তাহাতে উভয়েই রাত্রে হাজতে রহিল। সরো কারাগারে মৃতপ্রায়; কাঁদিয়া রাত্রি প্রভাত করিল। পরদিন সদর হইতে জামীনীর আদেশ পঁহুছিলে সদর-মোক্তার জামীনী লিখিয়া দিল; ও উভয়ে মুক্ত হইল। সরো বাটী আসিয়া আপন পিসীর নিকট দুঃখের কাহিনী কহিল, ও চক্ষের জলে আর্দ্র হইয়া বলিল, "পিসি, আজ্‌কের কথা যাবৎ বাঁচ্‌বো, তাবৎ মনে থাক্‌বে। এর চেয়ে মরা ভাল"। সরোর পিসী আপন বস্ত্রাঞ্চলে সরোর মুখ মুছাইয়া কহিল, "বাছা, তোমার কপালে এ সকল ছিল! আমি তখনি বলেছিলেম, "সরো, তুই কারু মন্দ কথায় থাকিস্ নে—গেজেটের পরামর্শ শুনিস্ নে। বাছা, যদি আমার কথা শুন্‌তে, তবে আজ্ তোমাকে কাছারির মাঝ্‌খানে দাঁড়াতে হ'ত না"। সরো কাঁদিয়া কহিল, "পিসী, আবার কাল কি করে কাছারি যা'ব সেই ভেবে আকুল হচ্চি"। এইরূপ ভাবনা চিন্তায় দিবাবসান হইলে সন্ধ্যার পর সরো কহিল, "পিসী যা হোক্, আমি গা ধুয়ে আসি, তুমি বোস"। ইহা কহিয়া সরো পরিধৃত মলিন বসনে বাহির হইল। পিসী চিন্তাকুল হইয়া পাকের উদ্যোগ করিতে লাগিল। এখানে গদাধর গেজেট্ কাছারি হইতে আসিয়া মনোদুঃখে ও মলিন বদনে জমিদারি-সেরেস্তায় প্রবেশ করিয়া দেওয়ানকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিল। সহসা রাজাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। পর দিবস শেষ হুকুম্ হইবেক; ও কি হুকুম হইবে, সেই চিন্তায় মগ্ন হইল। কিঞ্চিৎ সেরেস্তার কার্য্য

করিয়া দেওয়ানজীকে কহিয়া নিজ বাটী চলিয়া গেল। মনে মনে এই রূপ বিকার জন্মিল, যে " গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া বিরাগী হওয়াই এক্ষণে আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ "। এই মত দুশ্চিন্তা করিতে করিতে গৃহে আসিয়া যৎকিঞ্চিৎ ভোজনান্তে শয়ন করিয়া নিদ্রাবেশে সংক্ষেপ কাল সমস্ত বিস্মৃত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়।

কুমুদিনী ও কনিষ্ঠা বধুর মন্ত্রণা ও বিনামী পত্র।

ভূম্যধিকারীর বাটীর সন্নিকটে পশ্চাদ্ভাগে " শ্বেতগঙ্গা " নামে একটী পুষ্করিণী ছিল; তাহার জল অতি নির্ম্মল, ও গভীর মধ্যভাগ কমলদলে প্রচ্ছন্ন ছিল। সময়ে সময়ে কমলকুসুম বিকশিত হইলে উক্ত জলাশয়ের অপরূপ শোভা হইত। ঐ পুষ্করিণীতে গ্রামস্থ লোকেরা স্নান করিত। এবং নির্ম্মল জল বলিয়া তাহা বহু লোকের পানীয় হইয়াছিল।

সুরছুহিতা লক্ষ্মী স্বীয় কন্যার বিবাহের কএক দিন পরে এক দিবস প্রাতে " শ্বেতগঙ্গায় " স্নান করিতে গিয়া দেখিল যে প্রতিবাসিনী আরও কয়েক জন স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে, ও সমীপবর্ত্তী অপর ঘাটে দেখিল যে সরো স্নান করিয়া মুক্ত কেশ ঝাড়িতেছে। সরোকে দেখিয়া লক্ষ্মীর রক্ত জল হইল, ও মনে মনে কহিতে লাগিল, " কি অশুভক্ষণে পা বাড়িয়েছিলেম! যত মনে করি ওকে দেখ্‌বো না, তবু কেমন ঘটনা যে ওরি সম্মুখে পড়তে হয়। না জানি, আজ্ কি কপালে আছে "।

সরোও লক্ষ্মীকে দেখিয়া জাতক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; এবং সে দিনের কথা মনে করিয়া সরোর অন্তর্দাহ হইতে লাগিল, ও ভূয়োভূয় সপত্নীর প্রতি কোপদৃষ্টে চাহিতে লাগিল। উভয় ঘাটের মধ্যে বহু ব্যবধান ছিল না। তাহাতে যদি ঘাট্ কদাচিৎ নির্জ্জন হইত, তবে উক্ত প্রতি-যোগিনী নারীরা বোধ হয় বাহুযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু ভাগ্য-ক্রমে ঘাটে লোকপূর্ণ ছিল, এবং তাহার অধিকাংশই স্ত্রীলোক। লক্ষ্মী সরস্বতীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া স্নান করিতে লাগিল, এমত কালে লক্ষ্মীর কাণে কাণে প্রতিবাসিনী নিকটস্থ পরিচিতা স্ত্রীলোক একটী কহিল, "হেদে লক্ষ্মী, আর শুনেচিস্,—তোর সতিন্ নাকি কথকের কাচে কি কবচ নিয়েচে;—গুণ করবে। তুই এই বেলা সাবধান-হ"। ঐ কথা শুনিয়া লক্ষ্মীর হৃৎকম্প হইল, ও ভয়ে প্রাণ উড়িল; এবং সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে কথা অলীক নহে। ও অনেক কাল পরে সরোর প্রতি কোপদৃষ্টে চাহিবায় সরো সক্রোধে ইঙ্গিতে কহিল—"র, এই তোকে ছারে খারে দিচ্চি"। লক্ষ্মী তখন বিবেচনা করিল যে ঐ কথা সত্য হইবে। সরোর কটূক্তির কোন উত্তর না করিয়া চিন্তিতা লক্ষ্মী স্নান করিয়া ঘাটে হইতে উঠিল; সরো বকিতে বকিতে রাজাবাবুর বাটীর দিকে প্রস্থান করিল। লক্ষ্মী ঘরে গিয়া সে দিন কোন কথা কাহাকেও কহিল না। এবং ঘাটে যাহা শুনিয়াছিল তাহা আপাততঃ মনে মনে রহিল। আদিবাবর গোস্বামী সরোকে যে কবচ দিবার কথা কহিয়া-ছিলেন, তাহা সরো প্রকাশ না করিলে কাহারো জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। কলহপ্রিয় সরো আগে গিয়া সেই কথা গেজেট্‌কে কহিয়াছিল, ও হিতাহিত-বিবেচনা-রহিত গেজেট্ তাহা অনতিবিলম্বে রাষ্ট্র করিল।

লক্ষ্মী পর দিনে সেই কথা কুমুদিনীকে সংগোপনে কহিল। কুমুদ তাহা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে জানাইল। ও ক্রমে ক্রমে তাহা গ্রামের স্ত্রীলোকেরা শুনিয়া পরস্পর পথে ঘাটে কাণাকাণি করিতে লাগিল। "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী"। সরল কথার পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিয়া গুরুতর করিয়া তুলিল। আদিমাধব গোস্বামী এ পর্য্যন্ত তাহাব কিছুই জানিতে পারেন নাই। লক্ষ্মীমণি কুমুদিনীকে সেই কথা কহিবা-মাত্র কুমুদিনী তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াকে তৎক্ষণাৎ বিরলে ডাকিয়া উভয়ে মন্ত্রণা করিতে বসিল। কিসে ভাল হয়—ও কোন্ উপায়ের দ্বারা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ভাবী অমঙ্গল নিবারণ হইতে পারে, তাহারই যুক্তি করিতে লাগিল। কুমুদ কহিল—"ছোট বউ, বল্ দেখি কি করা যায়"। ছোট বধূ কহিল—"গোসাঞী গ্রাম থেকে না গেলে ঠাকুরঝির নিস্তার নাই। সরো এখন তাঁ'র শিষ্য হয়েচে। কোন্ সময় কি গুণ কোর্‌বে, তা কে জানে। লোকে বলে কথক ঠাকুর অনেক গুণ জানে"। কুমুদিনী কহিল তবে এর এক পরামর্শ আছে বলি শোন্ :—

"এক খানি উড়ো পত্র লিখে কথকের কাছে পাঠিয়ে দি, ও আর এক খানি থানায়। তা হ'লেই কথক ঠাকুর ভয়ে গ্রাম থেকে পালাবে"।

"বেশ্ কথা,—তবে লেখ"।

"তুই লেখ্। আমি বলে দিচ্চি। আমার [illegible]ক্ষর অনেকে চেনে"। এই পরামর্শ স্থির হইলে ছোট বধূ পত্র লিখিতে বসিল। এবং নিম্ন-লিখিত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইল।

"পূজনীয় শ্রীকথক ঠাকুর মহাশয়

শ্রীচরণেষু।

শ্রীমতী ————দাসীর নিবেদন মিনতি এই যে। গাঁয়ে গাঁয়ে

এই কতা বাষ্টো হয়েচে যে আপুনি তুমি ভুজ্জি পত্রে সরোকে নাকি কবচ দিকে দিয়েছেন। যে তা হাতে ধারণ কর্‌লে সরোর সতিন মোর্‌বে। পিরৃথিমীতে কেউ চির দিন বাঁচ্‌তে এসে নেই। তবু আপনার এ উচিত নয় যে গুণ কোরে এক জনের প্রাণ যায়। যা হোক্ যদি এতে লক্ষ্মীর মন্দ হয়, তবে তুমি আপুনি ধর্ম্মের দ্বারে পতিত হবে। তুমি সে দিন পুত্‌না বদ কর্‌লে, তায় লোকের আহ্লাদ হলো, কিন্তু অনাথা নিদ্দুষী লক্ষ্মীকে মেরে তোমার লাভ কি। এতে কেবল সেই সরোর বুক্ বাড়্‌বে। যদি ভাল চাও, তবে যা পেয়েচ তাই নিয়ে ঘরে যাও। আমরা এই পত্রের এক খানি নকল থানায় পাঠালেম যে লক্ষ্মীর যদি কোন রকমে অবঘাৎ মিত্তু হয় তবে দারোগা তোমাকেই ধর্‌তে পার্‌বে ইতি।

পত্রের পাণ্ডুলিপি উভয়ের মনোনীত হইলে, কনিষ্ঠা বধূ তাহা পবিষ্কাব করিতে বসিল। ও অতি কষ্টে তাহা সমাধা করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড প্রস্তুত করিল। তাহার পর তাহা সংগোপনে আঁটিয়া কথকঠাকুরের নামের পত্র পাড়ার একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোকের হাতে দিল, এবং কহিল "কথকঠাকুরের বাসায় দিয়ে আয়। জিজ্ঞেস্ কর্‌লে বল্‌বি, কা'র পত্তর জানিনে। যদি বলে এতে কি লেকা আছে, তুই বলিস্ এতে-কেত্তন হ'বার কথা আছে"। বৃদ্ধা স্ত্রী পত্র হাতে লইয়া ক্ষণেক কাল চিন্তা করিল; তাহার পর পত্র ভুঁয়ে ফেলিয়া দিয়া কহিল "আমি পার্‌বোনা;—তোদের কাজ জানে তোরা জানিস্! একনকার মেয়ে গুলোর সকলি কেমন কেমন। মা, সেকালে এ সব কিছুই ছিল না"। তাহাতে কুমুদিনী ও ছোট বধূ হাসিয়া হাত ধরিল, ও গ্রাম-সম্পর্ক ধরিয়া "ঠাকুরাণ দিদি" সম্বোধনে তাহাকে সম্মত করিল, ও

যৎকিঞ্চিৎ "জলপানী" স্বীকার করিল। "কড়ি ফট্‌কা চিঁড়ে দই"। জলপানীর লোভে বৃদ্ধা স্ত্রী সাহস পাইয়া কুমুদকে কহিল, "না—না, আমি তামাসা কচ্ছি তাও বুঝিস্ নে। তোরা যে নাত্‌নি হোস্"। "জলপানী" পাইয়া প্রাচীনা দূতী প্রস্থান করিল, ও আদি-মাধব গোস্বামীর বাসায় গিয়া পত্র তাঁহার হাতে দিল। গোস্বামী জিজ্ঞাসিলেন "কোথাকার পত্র?" লিপিবাহিকা কহিল "কেত্তন হ'বে সেই পত্তর"।

কীর্ত্তনের নাম শুনিয়া গোস্বামী লাভের আশায় আনন্দিত হইলেন, ও প্রাচীনা স্ত্রীলোককে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে বৃদ্ধা স্ত্রী প্রস্থান করিল; ও ঘরে গিয়া কুমুদকে কহিল "তোর পত্তর দিয়ে এলেম্"। ইহা কহিয়া দূতী বিদায় হইল। কুমুদ ও কনিষ্ঠা বধূ কি হয় এই জানিবার জন্য ব্যস্ত রহিল।

এখানে আদিমাধব গোস্বামী পত্র পাঠ করিয়া ভয়ার্ত্ত হইলেন; ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পত্রপাঠান্তে গোস্বামী যাহা স্থির করিলেন, তাহা আমরা আগামী অধ্যায়ে লিখিব।

পর দিন প্রাতে ঐ পত্রের দ্বিতীয় খণ্ড গ্রাম্য ডাকে থানায় পঁহুছিল। সে হেতুক গ্রামস্থ কোন স্বগণের সহায়তায় উক্ত লিপি কুমুদিনী ডাকের সম্পুটে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। "থানাদার" তাহা আপাততঃ "সেরে-স্তায়" রাখিল, ও বিবেচনা করিল যে তাহা অলীক বাদ হইবে। যে হেতুক গোস্বামী সচ্চরিত্র লোক ইহা লোকের অবিদিত ছিল না। কিন্তু বিধির বিপাকে গোস্বামীর বিঘ্ন হইয়া উঠিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

দুর্ল্লভ ও আদিমাধবের পরামর্শ।

আদিমাধব গোস্বামী বিনামী পত্র পাঠ করিয়া সেই অবধি বিষণ্ণ আছেন; ইতি মধ্যে শুনিলেন যে সুরের অভিযোগে সরোর নামে সমন হইয়াছে, এবং গোস্বামীর কাল্পনিক হিতৈষী মিত্র গঙ্গাধর গেজেট্‌ও সেই পাশে বদ্ধ হইয়াছে। গেজেটের ইদানীং আর দেখা নাই। পূর্ব্বে গোস্বামীর নিকট দুই সন্ধ্যা গমনাগমন ছিল। এক্ষণে দিনেক দুই দিনান্তেও একবার আসা নাই। সমনের কথা শুনিয়া গোস্বামীর হৃৎ-কম্প হইল, যে হেতুক আদিমাধব সরল লোক ছিলেন। ভাল মন্দ—খল কপটতা—বুঝিতেন না। রাজশাসনের ভয়ানক ভয় ছিল। পুলিসের পদাতিক দেখিলে তাঁহার প্রাণ উড়িত। পত্র কে দিল, কোথা হইতে আইল,—সেই এক ভাবনা। তা'র পর ভবিষ্যতে কি হইবে, সেই ভয়ে আর ব্যাকুল হইলেন। পত্র খানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে লাগিলেন; ও তাহা হইতে প্রথমতঃ এই আবোধার করিলেন যে তাহা স্ত্রীলোকের রচনা ও হস্তাক্ষর বটে। মনে মনে বুঝিলেন যে লেখকের বিদ্যা সাধ্য নাই, কিন্তু তাহাতে ভয় দূর হইতে পারে না। শক্তিশেল সুগঠিত না হইলেও তাহার আঘাৎ নিষ্ঠুর হইতে পারে। আদিমাধব পত্র খানি হাতে করিয়া এইরূপ দুশ্চিন্তা করিতেছেন। প্রাচীন ভৃত্য তাহা নিরীক্ষণ করিয়া গোস্বামীকে কহিল, "ঠাকুর, দিবেনিশি ভাব্‌চো কি?" গোস্বামী কহিলেন, "আরে দুর্ল্লভ, আমি সরোকে কবচের কথা বলে বড় বিপাকে পড়িছি"।

"তা'র আবার বিপাক্ কি?—তা তো সব গোসাঞীরে দিয়ে থাকে"।

"দেয় বটে, কিন্তু এর একটুক্ কথা আছে"।

"কি কথা?"

"কথা এই। সরো নাকি বায়না করেচে যে সেই কবচে তা'র সতিনের উচাটন্ হ'বে। তবু আমি এখনও কবচ দেই নাই"।

"ঠাকুর, এ আবার একটা কথার মধ্যে। আমি তোমার বাপের জবানী এমন কত কবচ নিকেদিইচি;—তবু আমি নেকাপড়া জানিনা"।

"নাবে আর কোন ভয় নাই। তবে লক্ষ্মী নাকি ভয়ানক মেয়ে। সেই তো এতটা কাণ্ড কর্‌চে"।

"ঠাকুর, তা নয়। লক্ষ্মী তো ভয়ানক মেয়ে নয়। তোমার শিষ্যি সরস্বতীটা ভয়ানক মেয়ে। সরো না পারে এমত কর্ম্ম নেই। লোকে বলে সে সেই দুষ্টু সরস্বতী"।

গোস্বামী উদারচরিত্র লোক। ঈষৎ চিন্তিয়া কহিলেন, "তা হ'লেও হ'তে পারে। দুষ্টু সরস্বতী কুম্ভকর্ণের সংহার সাধন করিয়াছিল। কি জানি যদি এই সরোই সেই সরস্বতী হয়, তবেই তো গেলেম্। যা হউক, রে বাপু, এখান হ'তে উঠ্‌বার উদ্‌যোগ কর। লাভালাভ প্রাক্তন। যা কপালে ছিল হয়েচে"।

ভৃত্য কহিল, "ঠাকুর, এখন দশ টাকা লাভের সময়। এই তোমার সবে সুখ্যাৎ হচ্‌চে। কথকের পসার হ'লেই লাভ। এই সবে মেয়েগুলোর মন বোস্‌চে। মেয়েগুলো বশ হ'লেই দশ পাঁচ খানা গয়নাগাঁটি পা'বে। এখন উঠ্‌লে, ঠাকুর, সব পণ্ডশ্রম হ'বে। আর "মা-গোসাঞী" কেবল আমাকে গাল পাড়্‌বেন।

গোস্বামী কহিলেন " আরে প্রাণ বড় না ধন কড়ি বড়। গহনায় কি করে ;—চল্ যাওয়া যাক্ "।

"গহনায় কি করে। ঠাকুর, সেডা কেমন কথা হলো ? "মা গোসাঞী" যখন আমাকে জিজ্ঞেস কোর্‌বেন কি কি আভরণ এনেচিস্, তখন আমি কি বল্‌বো। গোসাঞীদের মেয়েরা তো এমন হাবা নয় যে পেত্তলের থাল্ দেকুলে ভুল্‌বে।

দুর্লভের এই সকল কথা শুনিয়া গোস্বামী মনে মনে কবিলেন " তাও তো বটে,—রিক্ত হস্তেই বা কি প্রকারে যাই ? অভরণ স্ত্রী-লোকের সম্ভ্রম, ও জীবন। যাহার অভরণ নাই, সেই স্ত্রী আপন জীবন নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া থাকে। বরং যদি সুমেরুর ভরে স্ত্রীলোকের প্রাণ যায়, সেও তাহার শ্লাঘ্য ; কিন্তু বিনালঙ্কৃতা নারী সুরপুরেও আপনাকে সুখী জ্ঞান করে না "। এইরূপ আলোচনা করিয়া গোস্বামী প্রাচীন ভৃত্যকে কহিলেন, " আরে দুর্লভ, তবে না হয় আর দিন কতক থাকা যাউক"।

দুর্লভ কহিল " যে আজ্ঞে " ; ও আহ্লাদে মগ্ন হইয়া মনে মনে কহিল, "তবে আরো দিন কতক ভাল করে খাওয়া যাক্"।

দুর্লভ অত্যন্ত উদরপরায়ণ ছিল, ও দধি দুগ্ধ ছানা ও সন্দেশের লোভ কুত্রাপি সম্বরণ করিতে পারিত না। আদিমাধবের নিকেতনে উপাদেয় ভোজনের অভাব ছিল না। কিন্তু ভদ্রাসনে কেহ মণ্ডার মুখ দর্শন করিতে পাইত না।

কিন্তু বিধির বিপাকে দুর্লভের সে আশা বকাও প্রত্যাশা হইল। গোস্বামী সায়ংসন্ধ্যা করিয়া বিরলে বসিয়া আছেন, সম্মুখে প্রাচীন ভৃত্য, এমত কালে বহির্দ্বারে দুই জনা লোক আসিয়া গভীর রবে ডাক

দিল “ গোসাঞী জী ! গোসাঞী জী ! থানেকা মুন্সী তোম্‌কো বোলাওয়ে ”। থানার নাম শুনিয়া আদিমাধবের প্রাণ উড়িল, ও গবাক্ষের দ্বার দিয়া দেখেন যে প্রেরিত দূত দুই জনা কানেষ্টেবল। তাহা দেখিয়া আদিমাধবের আরও ভয় বৃদ্ধি হইল। দুর্ল্লভ বাহিরে আসিয়া কানেষ্টেবলদিগকে কহিল যে “গোস্বামী সন্ধ্যা করিতেছেন, আর কোন সময়ে যাবেন্ ”। আদিমাধব গবাক্ষের দ্বারে দাড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন, ও কর্ণপাৎ করিতেছেন যে থানার দূতেরা কি কহে। দুর্ল্লভের ঐ কথা শুনিয়া “ কানেষ্টেবল ” বিদায় হইল; ও প্রস্থানকালে দুর্ল্লভকে কহিল “ হাম্ লোগ্ ফের্ আওয়ে গা ”। ঐ কথা শুনিয়া আদিমাধবের রক্ত জল হইল, ও মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে “এখান হ'তে উঠাই ভাল ”। দুর্ল্লভ ভিতরে আসিয়া গোস্বামীকে কহিল “ এখন তো তা'রা গেল, কিন্তু এই বলে গেল যে “ আবার আস্‌বো ”। গোস্বামী কহিলেন “ তবেইতো। দেখ্ দুর্ল্লভ, আমি যা বলেছিলেম, বুঝি তাই হলো। সেই পাপিয়সী সরো আমার সর্ব্বনাশ করিল। যা হোক্, চল্ আজি রাত্রেই এখান হইতে প্রস্থান করা যাক্ ”। আদিমাধবের প্রস্তাবে দুর্ল্লভ বিষণ্ণ হইল, ও মনে মনে কহিতে লাগিল, “ গোসাঞী গুলো কেবল গরু। চার কড়ার বুদ্ধি নেই। কিন্তু যা হোক্, এমন ছানা সন্দেশ আর কোথাউ পাবো না। গোবিন্দের ইচ্ছে ! কপালে না থাক্‌লে কে ভোগ করে ”। ইহা কহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। গোস্বামী কহিলেন, “আর ভাব্‌লে কি হ'বে। গোপনে গোপনে আয়োজন কর ”। দুর্ল্লভ তদনুসারে উঠিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

গোস্বামীর সঙ্গোপনে গ্রাম হইতে প্রস্থান।

দুর্ভাবনায় গোস্বামী রাত্রি অবসান করিলেন। প্রত্যূষে দুর্ল-ভকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে উঠ্,—এই সময় যাওয়া যাক্"। দুর্লভ আস্তে ব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল; ও ক্ষণেককাল পরে পেটিকা মাথায় লইয়া মঠের বাহির হইল। গোস্বামী "শ্রীহরি" বলিয়া যাত্রা করিলেন, এবং দ্রুতগমনে দুই তিন ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিলে থানার শঙ্কাদূর হইল। এখানে প্রাতঃকালে অধিকারী প্রভৃতি উঠিয়া দেখেন যে গোস্বামী মঠে নাই। ইহার কারণ কেহই বুঝিতে পারিল না। অধিকারী পরে শুনিলেন যে থানা হইতে গোস্বামীকে ডাক্ হইয়া-ছিল। গোস্বামী সরল ও স্বভাবতঃ ভীরু মনুষ্য, তাহাতে ভয় পাইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে প্রস্থান করিয়াছেন। ইহাতে অধিকারী অনেক খেদ করিলেন। তাহার পর গ্রামস্থ লোকেরা ক্রমে ক্রমে শুনিল যে গোস্বামী গ্রাম হইতে রাত্রিযোগে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু কেহই নিশ্চয় কহিতে পারিল না যে ইহার কারণ কি। ফলতঃ সকলেই তাঁহার গমনে দুঃখিত হইল। তাহার পর কুমুদিনী ও কনিষ্টা বধূ শুনিল যে গোসাঞী গ্রামে নাই, এবং বিরলে বসিয়া দুইজনে হাসিয়া ব্যাকুল হইল, ও সত্বরে লক্ষ্মীর নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল। লক্ষ্মী কহিল, "যাক্—গেচে আপদ গেচে। কিন্তু, যা হোক্, তোরা বেনে বেশ্ মন্তর্‌না করেচিস্—মেয়ে বটে! গোসাঞী থাক্‌লে আমি সারা হতেম। বোন্, আর কি বোল্‌বো, আমাকে তোরা বাঁচালি"। গ্রামস্থ লোকেরা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও সকলেই সরোর প্রতি দোষারোপ করিতে

লাগিল। কুমুদিনী ও কনিষ্ঠা বধুর কৃত মন্ত্রণা কেহই জানিতে পারিল না। পথে ঘাটে সকলেই সরোকে তিরস্কার করিতে লাগিল। যে হেতুক সরো গ্রামে প্রচার করিয়াছিল যে গোস্বামী তাহাকে "সংহার কবচ" দিবেন, ও তাহাতে তাহার সতিনের সংহার হইবে, এবং কুমুদিনীর বৈধব্য ঘটিবে। গোস্বামীর গ্রাম হইতে প্রস্থান করার মূল ঐ কথাই হইবে, গ্রামস্থেরা এই বিবেচনা করিয়াছিল; ও তজ্জন্যই সরোকে অনুযোগ করিয়াছিল। সরো দেখিল যে তাহার কোন দিকে আর ভরসা নাই। যে দিকে চায় সেই দিকেই শত্রু। ও মনে মনে বিবেচনা করিল যে কপাল মন্দ হইলে সব দিক্ মন্দ হয়। এইরূপ অনায়ত্ত বুঝিয়া সরো দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল।

অধিকারী অবশেষে জানিল যে থানায় গোস্বামীর বিরুদ্ধে কেবল এক বিনামী অভিযোগ ছিল। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে তথা হইতে ডাকা হয় নাই। তত্রত্য মুন্সী কায়স্থজাতি, ও পরম ভাগবত মনুষ্য। বারেক শ্রীমদ্ভাগবৎ শ্রবণ করিবেন, সেই জন্য গোস্বামীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু সরোর কার্য্যদোষে থানায় যে কথার সংবাদ হয়, তাহা আমরা উপরে লিখিয়াছি। ভাল হউক বা মন্দ হউক, সরোর প্রতি সকলের দ্বেষ জন্মিল। সরো দেখিল যে তাহার কোন দিকে আর ত্রাণ নাই। বিশেষে সপত্নী প্রবলা শত্রু। নিজে নালিশগ্রস্ত। গেজেটের আর ক্ষমতা নাই। রাজাবাবুর মাতা বিরুদ্ধ। সপত্নীর ভগিনী কুমুদিনী গোলাপকুমারীর প্রিয়। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া হতাশ হইল।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সরোর শেষ দশা।

অভাগিনী সরো এইরূপে অবমানিতা হইয়া একেবারে হতাশ হইল; ও মনে মনে কহিতে লাগিল, " এর অপেক্ষায় আমার মরণ ভাল !"—ও অসম সাহসে ভর করিয়া একাকিনী একবস্ত্রা পিসির বাটী হইতে বাহির হইল। নিশি ঘোর অন্ধকার। সরোর বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। আলুলায়িত দীর্ঘ কুন্তল;—ঘোর কাল। সুগঠিত অবয়ব, শ্যামবর্ণা, ক্ষীণমধ্যা, ও যুবক বীরপুরুষের ন্যায় বলিষ্ঠা। বাটী হইতে বাহির হইয়া কিয়দ্দূরে আসিয়া দেখিল যে সম্মুখে স্রোতবতী নদী। পিসীকে কহিল " আমি গা ধুয়ে আসি "। ফলতঃ সে কেবল স্তোকবাক্য। স্বভাবতঃ সরলা—সরোর পিসী সরোর মন না বুঝিয়া কহিল " যা—শীগ্‌গির আস্‌বি "।

স্বগ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ দূর ব্যবধানে এক জন দণ্ডী বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী, ও প্রায় সর্ব্ব প্রকার ব্যাধির ঔষধ জানিতেন; এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে ও সামুদ্রিক গ্রন্থে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সরো সাহসে ভর করিয়া দণ্ডীর আশ্রমাভিমুখে গমন করিল। মনে ত্রাসমাত্র নাই। এক দণ্ডের মধ্যে তাঁহার আশ্রমের সম্মুখে উপনীত হইয়া দেখিল যে তাপস চতুর্দ্দিগে অগ্নি জ্বালিয়া যোগ সাধন করিতেছেন। স্থান অতি দুর্গম।—ঘোর ভয়ানক শ্মশানভূমী। দুই দিগে নিবিড় বন। অপর এক দিগে প্রবাহবতী নদী। আশ্রমে যাইবার কেবল শুড়ী পথ মাত্র আছে। তাহার উভয় দিগে গভীর নিম্নভূমি। সমীপবর্ত্তী বনে হিংস্রক

পশ্বাদিরও ভয় আছে। যোগীর আশ্রমে জনান্তর নাই। ও কথিত আছে, যে ভূত, প্রেত, পিশাচাদিরা নর-অস্থি ও মুণ্ডমালা লইয়া নিশীথে যোগীর সম্মুখে অনুক্ষণ ক্রীড়া করে। সরো কিয়ৎক্ষণ আশ্রমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। যে হেতুক রাত্রিকাল, নিজে যুবতী স্ত্রী, ও তাপস তেজস্বী লোক। কিন্তু হৃতসম্মান সরোর আর ভয়মাত্র ছিল না। এবং তৎকালীন সে একরূপ মরিয়া হইয়াছিল। তদনন্তর সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইল, ও যোগীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। দণ্ডী নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে একটি যুবতী স্ত্রী প্রজ্জ্বলিত বহ্নির অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাপস ভাবিলেন যে "এই দুর্গম শ্মশান-ভূমিতে নিশাকালে কি রূপে নারীর সঞ্চার হইল। বোধ হয় বিপদে পড়িয়া, কিম্বা বিপথে পড়িয়া, আসিয়া থাকিবেক"। ইহা বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বালে, তোমার প্রয়োজন কি?—রাত্রিকালে এই দুর্গম প্রেতভূমিতে একাকিনী কি প্রকারে আইলে?" সরো গলায় বস্ত্র দিয়া যোগীকে ধরাবনত প্রণাম করিয়া কহিল, "বাবা ব্রহ্মচারি, আমি প্রাণত্যাগ করিব!—এই মানসে আমি তোমার আশ্রমে এলেম্। আমাকে এক ধান্ তীব্র বিষ দিয়া আমার প্রাণ রাখ"। তাপস হাসিয়া কহিলেন, "আত্মঘাতির স্বর্গ নাই; আত্মহত্যা উৎকট পাপ কর্ম্ম।—তুমি সে চিন্তা দূর কর"। সরো রোদন করিতে করিতে কহিল, "বাবা ব্রহ্ম-চারি, আমার স্বামী নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু নাই,—এবং অর্থও নাই; তবে কোন্ সুখে পৃথিবীতে থাকিব। যাহার "আহাঃ" করিতে কেহ নাই, ও যে মরিলে লোকের সুখ দুঃখ ও শোক তাপ নাই, তাহার মরা বাঁচা দুই সমান। বাবা, যে বাঁচিলে অনেকে বাঁচে, সেই বাঁচুক্। আর দেখ, আমি যৌবন কালে স্বামীহীন হয়ে

জগৎ সংসার শূন্যাকার দেখিতেছি; স্বামী ভিন্ন ইহ লোকে নারীর আর রক্ষক নাই। তবে পৃথিবীতে আমার আর প্রয়োজন কি? অতএব আপনি এক ধান্ বিষ দিয়া আমার প্রাণ রাখ। ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার কহিলেন, " তনয়ে, যদি মরিবার জন্য বিষ যাচ্ঞা করিতেছ, তবে বিষপান করিয়া কিরূপে প্রাণ পাইবে? এ অযুক্ত কথা "। সরো কহিল, " বাবা, আমি এক্ষণে মরিলেই বাঁচি। তবে যে বেঁচে আছি,—সে জীবন্মৃত জানিবেন "। সন্ন্যাসী আপন পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তর পাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, " বালে, নিরস্ত হও। আমি বিষ দিব না "। সরো কহিল, "তবে আপনি অঙ্গীকারভঙ্গপাপে লীন হইবেন"। সন্ন্যাসী কহিলেন " কেন? " সরো উত্তর করিল, " শুনা আছে যে আপনি এই সত্যে বদ্ধ আছেন যে, শরীরে হউক বা মনে হউক, যাহার যে ব্যাধি থাকে, আপনি যাচ্ঞামাত্রে তাহার ঔষধ দিয়া রোগ শান্তি করিবেন। আমি মানসিক রোগে জীর্ণ হইয়াছি, অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ বিষ দিয়া আমার প্রাণ রাখ, এবং আপনারও প্রতিজ্ঞা পূরণ কর"। সন্ন্যাসী সরোকে অতিশয় মানস-ক্লিষ্ট বুঝিয়া অনেক উপদেশ দিলেন যে " চরমে তোমার ক্লেশ দূর হইবেক। সংপ্রতি ধৈর্য্য হও। সংসারে সুখ দুঃখ দুই আছে। যাহারা অতি দুঃখে অবসন্ন না হয়, তাহারাই মহৎ। আর একেবারে হতাশ হওয়া জীবলোকের কর্ত্তব্য নহে "। সরো তত্রাচ প্রবোধ পাইল না। দণ্ডী কহিলেন " আমি স্ত্রীহত্যার ভাগী হইব না, " ও অগত্যা সরোকে অকৃতার্থা করিলেন। সরো পুনর্ব্বার দণ্ডীকে ধরাবনত প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় হইল।

তদনন্তর যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সরোর স্মরণ হইল "যে পিসির ঘরে ছোর[illegible]আছে,—সেতো আরও ভাল। তবে তা'তেই অবাধে কাজ সাধিব"।

এখানে সরোর আসিবার বিলম্ব দেখিয়া তাহার পিসী ব্যাকুলা।— "রাত্রিকাল,—স্ত্রীলোক কোথা গেল? কি হলো?" এইরূপ দুশ্চিন্তা করিতে লাগিল। এমত সময় কুটিরের সন্নিকটে পাদক্ষেপের শব্দ হইল। তাহা শুনিয়া সরোর পিসী চম্‌কিয়া উঠিল, ও মনে মনে করিল, "এই বুঝি সরো এলো"; এবং বাহিরে আসিয়া উভরায় ডাক দিল "কেও— সরো এলি!" সরো সায় দিয়া কহিল, "হাঁগো পিসি, এই এলেম্"। পিসী কহিল "আয় বাছা আয়। আমি ভেবে মরি"। সরো মনে মনে কহিতে লাগিল, "আর বৃথা ভাব! তবে সম্বন্ধ জীবন অবধি। যতক্ষণ বেঁচে আছি আমার আমার কর্‌বো, তা'র পর চক্ষুবুজ্‌লে কে কার!"

সরোর পিতৃ-স্বসা সরোর অপেক্ষায় আহার করে নাই। তাহার পর দুই জনায় একত্রে বসিয়া ভোজন করিল। কিন্তু সরোর কেবল ভোজনে বসা মাত্র। তাহার পিসী মনে করিল যে সরো বুঝি ভাবনা চিন্তায় কিছু খাইল না।

তদনন্তর সরো স্বীয় পিসীকে কহিল, "পিসীমা, আমি বড় শ্রান্ত আছি—শুইগে। আমাকে আজ্ আর ডেকো না"। পিসী কহিল "যা শুগে যা"। ইহা কহিয়া সরোর পিসী ক্ষণেককালের জন্য নিভৃতে গেল। সেই সুযোগে সরো সত্বরা হইয়া পিসীর ঘর হইতে তীক্ষ্ণ ছোরা বাহির করিয়া আনিয়া আপন শয্যার মধ্যে রাখিল। তাহার পর বাহিরে গিয়া পিসীকে কহিল, "পিসি, তবে আমি শুইগে"; ও অতি মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল, "পিসি, আর দেখা হ'বে না,—জন্মের মত বিদায় হলেম"। ইহা কহিয়া সরো দৃঢ়রূপে কবাট্ রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিল। পরে নিশীথে উঠিয়া দেখিল যে তাহার পিসী গাঢ় নিদ্রিতা আছে, ও মনে মনে করিল "এই সুসময় বটে"; ও দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাহসিক বীর পুরুষের ন্যায় [illegible]ার-

অস্ত্র হস্তে তুলিয়া লইল, এবং বিগত স্বামীকে স্মরণ করিয়া নয়নাশ্রু-পাত করিল, যেহেতুক স্বামীবৎসলা সরোর অত্যন্ত পতি-ভক্তি ছিল; ও বারম্বার কহিতে লাগিল, "আমি কেবল পতিহীনা হয়ে আমার এই অপমান হলো! স্বামী থাক্‌লে আমার এ দুর্দ্দশা হতো না।' যাঁর স্বামী নাই, তাঁর পৃথিবীতে কেউ নাই!"

" পতি-হীনা যুবতীর বৃথাই জীবন।
নারীর জগৎ শূন্য বিনা সেই জন ॥
জীবনে মরণ মোর মরণে জীবন।
জীবন জুড়াই লয়ে কৃতান্ত শরণ" ॥—

ইহা কহিয়া সেই তীক্ষ্ণ ছোরা উদরে মারিল, ও মুহূর্ত্তেকে শয্যার উপর পড়িয়া সরো প্রাণত্যাগ করিল। পর দিন প্রাতে সরোর গা তুলিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া, তাহার পিসী "সরো—সরো" বলিয়া বার-ম্বার ডাকিল। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া কবাট্ ঠেলিতে লাগিল। তাহাতেও সরোর কোন সাড়া না পাইয়া গবাক্ষের দ্বার দিয়া দেখিল যে সরো শোণিতাক্ত শয্যায় পড়িয়া আছে; এবং ছোরা তাহার উদরে গাঁথা রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া সরোর পিসী চীৎকার করিয়া উঠিল। ক্রন্দনের শব্দে প্রতিবাসিগণ দৌড়িয়া আইল, ও সকলে মিলিয়া কবাট্ মুক্ত করিয়া দেখিল যে সরো অস্ত্রাঘাতে আত্মঘাতিনী হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে তথায় বহু জনতা হইয়া উঠিল, ও শেষ চৌকীদার আসিয়া সরোর মৃত-কায় দেখিয়া থানায় সমাচার দিল, ও জমীদারী কাছারিতেও সংবাদ করিল। তদনন্তর পুলীস্ আসিয়া "সুরতহাল" করিয়া সদরে লাস্ চালান করিল, ও অভিপ্রায় লিখিল যে সরোভাণ্ডারণী গতরাত্রে অস্ত্রাঘাতে আত্মহত্যা করিয়াছে। এবং প্রমাণার্থ রক্তাক্ত ছোরা প্রেরণ

করিল। অনন্তর লাস্ সদরে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তর সাহেব অভি-প্রায় দিলেন যে প্রেরিত অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। ইন্স্পেক্টর স্থানীয় তদন্তের রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছিল যে মৃত স্ত্রীলোকের নামে সব্‌ডিবিজনের কাছারিতে অপবাদের নালিশ্ হও-য়াতে তাহার প্রমাণ হইয়াছিল, ও বিবেচনা হয়, যে সেই ভয়ে সরো আত্মঘাতিনী হইয়াছে।

গ্রামের মধ্যে ভারী জনরব হইয়া উঠিল।—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সক-লেই শুনিল যে সরো অভিমানে আত্মঘাতিনী হইয়াছে, এবং সকলে খেদ করিতে লাগিল, ও গঙ্গাধরগেজেটের প্রতি দোষারোপ করিল। স্থরের কন্যা শুনিল যে তাহার সপত্নী সরো আত্মহত্যা করিয়াছে, ও মনে মনে কহিল, " বেশ হয়েছে! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!" ইহাতে বোধ হয় যে মরিলেও সপত্নীর প্রতি সপত্নীর দ্বেষ যায় না। তদনন্তর সরোর অপমৃত্যু সংবাদ শুনিয়া গেজেট্ অতিশয় দুঃখিত হইল, ও মনে মনে করিল যে "সরো মরিয়া নিস্তার পাইল। এখন আমার ভাগ্যে কি হয়, তাহা ভগবান্ জানেন্"। সেই দিন মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত দিন। দেখিতে দেখিতে বেলা দুই প্রহর হইল। গেজেট্ মোক্তারকে সঙ্গে লইয়া কাছারিতে উপস্থিত হইল। কাছারিময় কেবল ঐ কথা। কেহ জিজ্ঞা-সিল "সরো কেন মরিল"; কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিল যে " পর্দানশিন " স্ত্রীলোক হাজতে রহিল। দেখিতে দেখিতে একটা বাজিয়া গেল। সাহে-বের ঘোড়া দৃষ্ট হইল। লোক সকল শশব্যস্ত হইল। সাহেব আসিয়া এজ্‌লাসে উপবিষ্ট হইলে, উপস্থিত দরখাস্ত সকল পাঠ হইয়া বাদী-গণের প্রথম " এজাহার " হইল। তদনন্তর সরোর আত্মহত্যার রিপোর্ট শুনানি হইয়া মোকদ্দমা হইতে তাহার নাম খারিজ হইল। ও গঙ্গাধর-

গেজেটের যাহা যাহা উক্তি, ও তাহার মোক্তারের যে সমস্ত তর্ক ছিল, তাহা প্রণিধান করিয়া সাহেব হুকুম দিলেন—" টুমি গঙ্গাচরগেজেট্ গ্লানিজনক পট্র লিখিয়া সরোর করা অপরাডের সাহায্য করিয়াছ, এজন্য টুমি প্রবৃট্টী দিয়াছ—অপরাডের। আমি টুশ্যার জরিমানা করিলাম "। রাজাবাবুর মোক্তার অনেক " দাদ্ বেদাদ্ করিল। কিন্তু হাকীম তাহা শুনিলেন না। গেজেট্ জরিমান্না দিয়া মুক্ত হইয়া বাটী আইল, ও মনে মনে করিল যে সরো মনোদুঃখে প্রাণত্যাগ করিরাছে, আমারও দেশান্তরী হওয়া উচিত। একে রাজদণ্ড, তায় জাতিদণ্ড,—উভয় দণ্ডে গেজেট্ অত্যন্ত অবমানিত হইয়া মনে মনে করিল "দূর হউক, আর দেশে থাক্‌বো না!" ইহা স্থির করিয়া লোকলজ্জা ভয়ে আর মুখ না দেখাইয়া গ্রাম হইতে অদৃশ্য হইল।

শম্ভুসুর মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া মনের উল্লাসে বাজনা বাদ্য করিয়া গ্রাম্য দেবতার পূজা দিয়া ঘরে আইল, ও সপরিবার উৎসব করিল।

বিংশতি অধ্যায়।

রাজাবাবুর বাটীর বৃত্তান্ত।

সরোর আত্মহত্যার সংবাদ অন্তঃপুরে আগত হইলে, স্বভাবতঃ সরলা ও পরোপকারে রতা গোলাপকুমারী অতিশয় বিষণ্ণা হইলেন; এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যে " এমন মানের ভয় বুঝি আর কাহারো হবে না। হৃতসম্মান সরো বোধ হয়—শুদ্ধ অভিমানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। " যাক্ প্রাণ থাক মান " এই তা'র মুখের রব

ছিল। শেষে হলোও তাই। কিন্ত যা-হউক্, মেয়ে বটে। স্ত্রীলোক হয়ে বীর পুরুষের ন্যায় বীরদর্পে কাল কাটিয়েচে। সে যে অসতী ছিল, তাও কোন মেয়ে পুরুষে বল্‌তে পার্‌বে না। পৃথিবীতে কেবল সতিনের কাঁটাই বড় জানুতো, যে হেতুক নিজে স্বামিবৎসলা ছিল। গেজেটী গেছে ভালই হয়েচে, তা'তে কা'র খেদ নাই। আমাদের সংসার অতঃপর নিষ্কণ্টক হইল। তবে দাদাবাবু নাকি তা'র জন্যে মনোদুঃখে আছেন, এবং শুনিতে পাই কহিয়াছেন, যে আমিই এই সকল বিবাদের উপলক্ষ। আমার ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আমি দাদাবাবুর ভাগ্যোপজীবী নহি।—আজ্ আছি কাল নাই; শ্বশুর বাটীতে অন্নবস্ত্রের অভাব নাই, এবং মা-বাপও আমাকে অপাত্রে দান করেন নাই। এবং দুকুলেও পড়ি নাই। তবে আমার ভাবনা কি? চিরদিন এখানে আছি বলিয়া মানের লাঘব হইতেছে। স্বামীর কুটীরও ভাল, পিতার অট্টালিকাও কিছু নয়; তবে কেবল মার যত্নে এখানে থাকা। এক্ষণে আমার পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ"। এই রূপ চিন্তা করতঃ গোলাপকুমারী বাক্স সাজাইতে বসিলেন; এমত সময়ে সুরেদের বাটীর জনেক স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল, এবং গোলাপকুমারীকে কহিল, "দিদি ঠাকুরাণ্, কুমুদিনী একবার দেখা কত্তে আস্‌তে চান্, কি বলবো?"

গোলাপ কহিল "আস্‌তে বল্‌গে যা,—এই সময় আমার অবকাশ আছে"। ইহা শুনিয়া দাসী বিদায় হইল। গোলাপ বাক্স সাজাইতে মনোনিবেশ করিলেন।

কিঞ্চিৎক্ষণ পরেই দ্বারের অনতিদূরে পায়ের শব্দ হইল। গোলাপ-কুমারী ঊর্দ্ধমুখে কর্ণপাৎ করিয়া কহিলেন, "মা আস্‌চেন্"।

শুভ্রকায় অনতিস্থূলবপু গোলাপের মাতা মাতঙ্গ-গমনে পাদ বিচরণ করিতেন। কিয়দ্দূর হইতে "গোলাপ—গোলাপ" বলিয়া ডাক্ দিলেন। গোলাপ সম্ভ্রমে উঠিয়া কহিলেন "কেন-মা?" কর্ত্রী গোলাপের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখেন্ যে, গোলাপ বাক্স সাজাইতেছে। তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কেন গো? একি? এসব কি? বাক্স পেটারা সাজান কেন? বুঝি ছোট জামাই যা'বার কথা কিছু বলেচে?"

গোলাপ কহিল, "পরে বল্‌বো।—আর দেখ মা, আমার সরোর জন্যে মন কেমন কচ্চে, এখানে আর মন টেঁক্‌চেনা। কখন কখন তা'র উপর রাগ কত্তেম বটে, কিন্তু মনে মনে তা'কে বড় ভাল বাসতেম্। শুনেচি, ভয়ানক অবঘাৎ মৃত্যু হয়েচে!" ইহা কহিয়া গোলাপ অশ্রুপাত করিলেন।

মাতা। আহা! অনেক দিন আশ্রয়ে ছিল, তা'র জন্যে যে মায়া হ'বে তা'র আশ্চর্য্য কি বল; তা'র যেমন কিছু কিছু দোষ ছিল, কিন্তু শরীরের মধ্যে অনেক গুণ ছিল, তা প্রায় অন্য অন্য স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। একটা লোক গেছে, বাড়ী যেন শূন্য হয়েচে। অবঘাত মৃত্যু তা'র ললাটের লিখন,—তা কে খণ্ডন করবে বল। গেজেটী দেশত্যাগী হওয়াতে গ্রামটা স্থির হয়েচে, তবে যে দুঃখু—সে তোমার দাদাবাবুর। ধূমকেতু আবার না উদয় হয়। আর শুনেচ?

গোলাপ। কি মা?

মাতা। তোমার দাদাবাবুকে উত্তর মঠের অধিকারী কি পত্র দিয়ে গেচে। সেই পত্রের ভয়ে নাকি গোস্বামী গ্রাম হইতে প্রস্থান করেন। অনেকে অনুভব করে যে সুরের বাটীর মেয়েদের লেখা, এবং তোমার দাদাবাবু বলেন, যে সে পত্র লেখা তোমার অজ্ঞাতে হয় নাই।

গোলাপ। মা, সেকি! আমি তাঁর ভাল মন্দ কিছুই জানিনে। দাদাবাবুর মনে যা আসে বলুন্, কেবল তোমার স্নেহেতেই এত দিন এখানে ছিলেম, নয়েত দাদাবাবু—

এই কথা কহিতে কহিতে রাজাবাবুর উপরে আসার শব্দ হইল। এবং দেখিতে দেখিতে তরুণ কেশরীর ন্যায় বীরদর্পে উপরে আসিয়া গোলাপকুমারীর প্রকোষ্ঠের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।—অতি শৌর্য্যবান্, এবং রূপেও অশ্বিনীকুমার বিশেষ, চক্ষুঃ ঈষল্লোহিত বর্ণ,—দেখিলে বোধ হয় যেন সক্রোধে, কিম্বা কোন গুরুতর বার্ত্তা বহন করিয়া, সত্বর আসিয়াছেন। পুত্রকে দেখিয়া মাতা জিজ্ঞাসিলেন, "কি গো—কি সমাচার?" রাজাবাবু উত্তর করিলেন, "মা বল্‌চি"। ইহা কহিয়া প্রথমতঃ স্বীয় অঙ্গরাখার মধ্য হইতে এক খানি পত্র বাহির করিয়া আপনি তাহা পাঠ করিলেন, এবং মাতাকে কহিলেন, "গ্রামের একটা নিন্দা হয়েচে।—পুণ্য মাস, মাঘ মাস,—গ্রামস্থ ভদ্রাভদ্র লোক শাস্ত্রকথা শুন্‌ছিল, গোস্বামীকে এমন ভয় দর্শাইয়া বিদায় করা কেন?" রাজাবাবুর মাতা মনোযোগ-পূর্ব্বক পুত্রের কথা শুনিলেন। অকুতোভয় গোলাপকুমারী ভ্রাতার দিকে দৃক্‌পাতও করিল না। কারণ গোলাপ-কুমারী বিদ্যাবলে সাহসিক, মাতৃপ্রিয়া, এবং পতিগর্ব্বিতা। রাজা-বাবুর মাতা জিজ্ঞাসিলেন, "এ পত্র আমাদের দেখাবার তোমার তাৎপর্য্য কি?"

রাজাবাবু। তাৎপর্য্য এই যে পত্রখানি সুরের কন্যাদের লেখা; এবং তোমার গোলাপকুমারীরও তা'তে সাহায্য থাক্‌তে পারে।

মাতা। এ পত্র লেখার দোষের ভাগী আমার বাটীর কেহ নহে,—এ আমি নিশ্চয় জানি। তবে গোস্বামীর গ্রাম হইতে এরূপ প্রকারে

উঠিয়া যাওয়া গ্রামের অযশ বটে। কিন্তু গোলাপকুমারীর প্রতি এর দোষারোপ করা নিতান্ত অন্যায়। দেখ, চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমার গোলাপে তা নাই।

রাজাবাবু। মা, তুমি স্নেহবশতঃ আপনাদের দোষ দেখ্চোনা। গোলাপকুমারীর বুদ্ধি না হ'লে কৃষাণের মেয়ের কি এত বুদ্ধি সাধ্য হয়।

এই কথায় রাজাবাবুর মাতা অতিশয় কোপযুক্ত হইয়া পুত্রকে কহিলেন, "দেবেন্দ্র, তোর বুদ্ধিশুদ্ধি সকলি লোপ পেয়েচে, নতুবা আমার বাটীতে এসে এক জন অপদার্থ অসার লোক প্রভুত্ব করে। গোলাপকুমারী তোর কণ্টক হয়েচে,—তা আমি বুঝ্চি। এই সে শ্বশুর-বাড়ী চল্লো! আর আমিও বৃন্দাবনে চল্লেম। তুই গেজেটীকে ডেকে নিয়ে আয়—এনে রাজত্ব কর!

রাজাবাবু। গোলাপকুমারী শ্বশুরবাড়ী যা'বে তা'র জন্য আমি বড় দুঃখিত নই। আর প্রাচীন বয়সে তুমি তীর্থ বাস করবে, তা'র জন্যই বা দুঃখ কি?

ইহা কহিয়া রাজাবাবু ক্রোধভরে নীচে নামিলেন; ও গোলাপকুমারী মাতাকে কহিল, "দেখ্লে মা, দাদাবাবু কেমন লোকটী। তুমি যাও—আমি যাই,—কিছুতেই তা'র দুঃখু নাই। কিন্তু পরে জানতে পারবেন। আমি যেন কোথাকার কে। কিন্তু, মা, গেলেই টের পাবেন।"

রাজাবাবুর মাতা ঈষৎ চিন্তিয়া কহিলেন, "দূর হউক!—কিছু দিন তীর্থস্থানে বাস করা যাউক। তুই শ্বশুর বাড়ী যা—গোলাপ। পরশু ভাল দিন আছে—তুই যাত্রা কর্। আমি পরেই যাচ্চি। এ পাপ-সংসারে আর থাকা নয়"। গোলাপ কহিল, "মা, এর পর থাকা কেবল অপমান হ'তে মাত্র। এক মুটো ভাত, কা'র ঘরে না আছে?"—

তবে এই স্থির। ইহা কহিয়া কর্ত্রী প্রস্থান করিলেন। গোলাপ অবশিষ্ট বাক্স সাজাইতে মন দিলেন।

রাজাবাবুর মাতা বিদায় হইলে, তাহার অব্যবহিত পরেই কুমুদিনী আসিয়া উপনীত হইল। কুমুদকে দেখিবামাত্র গোলাপের পূর্ব্বরোষ-ভাব দূর হইল, এবং সহাস্য বদনে গোলাপের হাত ধরিয়া বসাইলেন, এবং বারংবার কুশল জিজ্ঞাসিলেন। কুমুদ কহিল, " মকর, তোমার প্রসাদে সব মঙ্গল। এখন আমাদের আর কোন কষ্ট নাই। মকর, আর অধিক কি বল্‌বো,—আমরা চিরকাল উপকারে বদ্ধ রহিলেম।

গোলাপ। তোমাকে নাকি নিতে এসেচে?

কুমুদ। হাঁ ভাই,—গ্রামে নানা গোলযোগ শুনে আমাকে নিতে এসেচে। দিদিও কিছু দিন আমার ওখানে গিয়ে থাক্‌বেন। তাঁ'র মেয়ে শ্বশুর বাড়ী, তাঁ'র আর কে আছে। বউরা আছে—শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা কর্‌বে। আবার কত দিনে তোমার চরণ দর্শন পাব তা বল্‌তে পারিনে;—তাই বলি একবার গিয়ে এই সময় দেখা করে আসি।

গোলাপ। আমারো এখানে আর মন টেঁক্‌চে না। সরোর অব-ঘাত মৃত্যু হওয়াতে গ্রামে একটা হুলস্থূল হয়েচে—কাণ পাতা যায় না। আমিও যাচ্চি।

কুমুদ। কেবল কি এই গোল্‌টা, মকর? গেজেটী দেশত্যাগী হয়েচে, তা'র জন্যে তা'র ছেলেপিলে আমাদের গাল দিচ্চে।

গোলাপ। তোদের দোষ কি? সে তো আপনি গেছে।

কুমুদ। এই তো বলে কে। তার পর ধর, কথকঠাকুর গ্রাম হ'তে রাত্রিযোগে প্রস্থান কল্‌লেন।—লোকে বলে তোরা নন্দে ভেজে

পরামর্শ করে চিঠি লিকে তা'কে দিলি, আর এক খানা থানায় দিলি,—সেই ভয়ে গোস্বামী পলালেন।

গোলাপ। বিনামী পত্রের কথাটা কি বল দেখি ?

এই কথা শুনিয়া কুমুদিনী হাসিয়া ব্যাকুল হইল ; এবং গোলাপের হাত ধরিয়া কহিল, " মকর, আমার মাথা খাও বল—কারু সাক্ষাতে গল্প কর্‌বে না"। গোলাপ কহিল " না না—তুই বল্। তবে তোরাই তো একাণ্ড করেচিস্!"

কুমুদ। কথা কি, দিদি তো অতি নির্ব্বোধ। কথকঠাকুর সরোকে কি কবচ্ দিয়েচে, এই শুনে দিদি আমাদের কাছে অনেক কাঁদ্‌তে লাগলো।—বলে " এই কবচেই আমি মরবো—আমার মেয়ে বিধবা হ'বে, ও ভগ্নি বিধবা হ'বে। তাই দিদিকে সান্ত্বনা কর্‌বার জন্যে আমরা কথকঠাকুর্‌কে ভয় দেখালেম।—এতে কথক পলাবে তা কি ছাই জানি। পত্রের কথা কেবল গ্রামের দাসীবৈষ্ণবী জানে ; আর জনপ্রাণী জানেনা। আমি বলেচি ছোট বউ লিকেচে। সে কি আবার লিখ্‌তে পারে। আমার অক্ষর অনেকে চেনে, এ জন্যে আমি নিজে লিখি নাই। ইহা কহিয়া কুমুদিনী পত্রের পাণ্ডুলিপি গোলাপকে দেখাইল। যেহেতু কুমুদিনী বিলক্ষণ জানিত যে এ কথার নিশ্চয়ই উত্থাপন হইবে। পত্র পাঠ করিয়া গোলাপকুমারী হাসিতে হাসিতে কুমুদিনীর হাত ধরিল, ও এই কথা লইয়া উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমোদ করিল। তাহার পর গোলাপকুমারী রহস্য করিয়া কহিল, "যদি এই পত্রের পাণ্ডুলিপিসহিত, মকর, তোকে দাদাবাবুর কাছে ধরে পাঠিয়ে দিই, তবে কি হয়?" কুমুদ হাসিয়া কহিল, " বেশ্ তো দাও

না; আমিও বল্‌বো, মকরদিদি যেমন বলেচে, আমি তেম্‌নি লিখিচি।

এই কথায় উভয়ে অনেক হাস্য পরিহাস করিল। তাহার পর গোলাপকুমারী কহিল, "সে যা হউক, মকর, কিছু জল খাও। আবার কত দিনের পরে দেখা হ'বে"। কুমুদ অসময় বলিয়া অনেক বিনয় করিল। গোলাপকুমারী তাহা না শুনিয়া কুমুদিনীর হাত ধরিলেন, ও আসনে বসাইয়া নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করাইলেন। তদনন্তর উভয়ে পান খাইয়া বসিয়াছেন, এমত কালে কুমুদিনীর বাটীর প্রাচীনা দাসী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া কুমুদিনী গোলাপকুমারীকে ধরাবনত প্রণাম করতঃ বিদায় হইলেন; আর কহিলেন, "নৌকায় উঠ্‌বার সময় একবার পারিতো উঠে দেখা করে যা'ব"। গোলাপ কহিল "তাতো আস্‌তেই হ'বে"। ইহা কহিয়া প্রসন্ন বদনে স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

গোলাপকুমারী ও কুমুদিনীর বিদায়—
ও গোস্বামীর স্ববাসের বৃত্তান্ত।

গোলাপ ও কুমুদের উক্ত মিলনের তিন দিবস পরে সংক্ষিপ্ত পুনঃ-সাক্ষাতের পর তাহাদের পরস্পর বিচ্ছেদ হইল। কুমুদ নেত্রনীরে আর্দ্র হইয়া নৌকারোহণ করিলেন; গোলাপকুমারী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; ও তাহার পর একে একে সকলের নিকট সবিনয়ে বিদায় হইয়া শিবিকার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তদনন্তর জননীকে

প্রণাম করিয়া বহ্বারম্ভে স্বামীসহ যাত্রা করিলেন। এই সময় পুরনারীও দাস দাসীরা কান্দিয়া উঠিল। যেহেতুক গোলাপকুমারীর বিদায়ে সকলে শোকপর হইয়া বহু বিলাপ করিল। গোলাপ সকলের হৃৎপ্রতিমা ছিল। অতঃপর পুরী শূন্য হইল। মাতা প্রায় অচেতন। কাহারও মুখে রব নাই। গোলাপকুমারীর বিদায় হওয়ার অব্যবহিত পরেই রাজাবাবুর মাতা তীর্থগমনের উদ্‌যোগে রহিলেন। রাজাবাবু মনে মনে করিলেন যে "গোলাপের প্রতি অনর্থক দোষারোপ করিয়া আমি একরূপ সুহৃ-চ্ছেদ করিয়াছি," ইহা বুঝিয়া অতিশয় খিদ্যমান হইলেন। রাজাবাবু আর প্রায় বাহিরে যান না, নগর বনবাসের অসুখের ন্যায় হইয়া উঠিল।

আদিমাধব গোস্বামীকে বিদায় দিয়া তাহার পর তাঁহার কি হইল, আমরা পাঠকদিগকে তাহা কহি নাই।

গোস্বামী গ্রাম হইতে প্রস্থান করিয়া সভয়ে প্রতিদিন দ্বিগুণ পথাতিক্রম করিলেন। এবং দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্নে বিরূপা নামে নদীর তটে আসিয়া বৃক্ষমূলে বসিলেন। প্রাচীন ভৃত্য দুর্লভ পেটিকা মাথায় করিয়া পশ্চাতে আসিতেছে। তৈজসের শকট তাহারও পশ্চাতে আছে। গোস্বামীর তখনও "কনেষ্টেবেলের" ভয় দূর হয় নাই। কেবল নীলিবর্ণের পোশাক্ ও লাল পাগড়ী যেন সর্ব্বদা সম্মুখে দেখিতেছেন। চিন্তায় আকুল। সম্মুখে বিস্তীর্ণা নদী। আর যদিও তৎকালে তাহা গভীর নহে, তথাচ গোস্বামী কহিলেন, "নদীকে বিশ্বাস নাই! নদী পার হইয়া দুর্গম বন। হিংস্রক জন্তুরও ভয় আছে। কি করি? যাহা হউক, দুর্লভ আসুক—যেমত হয় হ'বে"।

গোস্বামী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত কালে পেটিকা মাথায়

দুর্ল্লভ উপনীত হইল। আদিমাধব তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আরে দুর্ল্লভ, আলি? আয়—আয়"।

দুর্ল্লভ কহিল "আজ্ঞে, ঠাকুর, আলাম্। কিন্তু এবার বড় দুখ পালাম। তবে দদি দুগ্ধু ছানা চিনি ঘের্‌তো যতেষ্ট খালাম্—এই ক্যাবল সুখ"।

গোস্বামী হাসিয়া কহিলেন, "আরে বেটা, সেটা কি সামান্য সুখ। যা হউক, বাপু, আলি—আমার ভাব্‌না দূর হলো।

তাহার পর মৃদুস্বরে গোস্বামী দুর্ল্লভকে জিজ্ঞাসিলেন, "হাঁরে দুর্ল্লভ, পথে কোন কানেষ্টেবলকে এ দিকে আস্‌তে দেখ্‌লি?" দুর্ল্লভ বিরক্ত হইয়া কহিল, "আরে ঠাকুর, না না!—কি বিপদ! তুমি থামোত!—রাত্রিদিন কেবল "কানেষ্টেবল"—"কানেষ্টেবল"।

আদিমাধব ঈষৎ মৌন থাকিয়া কহিলেন, "সে যা হউক, দুর্ল্লভ, এখন দেখ যাওয়া যায় কি না। বেলা তো নাই। সম্মুখে বিস্তীর্ণ নদী। এবং নদী পার হইয়াই দুর্গম্ বন। হিংস্রক পশুরও ভয় আছে"। দুর্ল্লভ কহিল, "সে তো চির কালিই আছে"। গোস্বামী কহিলেন, "তাতো আগু বটে; কিন্তু এখন করা যায় কি?—যাওয়া যায় কি না বুঝে দেখ"।

দুর্লভ কহিল, "এখন তো কোনমতেই যাওয়া নয়। নিকটে গ্রাম আছে,—তথায় রাত্রি বাস করে প্রত্যূষে উঠে যাওয়া এই পরামর্শ। তবে গ্রামে কএক ঘর দুষ্ট লোক আছে। মধ্যে এক ঘর সৎগোপ আছে,—অতি ভাল লোক;—সেইখানেই থাকা যাক্"।

গোস্বামী প্রাচীন ভৃত্যের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া একেবারে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং বারেক নদীর কূলে নামিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন। তদনন্তর ধীরে ধীরে গ্রামাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। দুর্লভ আগে আগে চলিল। যাইতে যাইতে "এ কার বাড়ী—ও কার বাড়ী" ইত্যাদি

জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে আদিমাধব সভৃত্য প্রাগুক্ত সৎগোপের ভবনে উপনীত হইলেন। আতিথেয় কান্তিযুক্ত গোস্বামীকে দেখিয়া সম্মান পূর্ব্বক বসাইলেন, এবং পৃথক্ ঘরে বাসা দিয়া যথা-সম্ভব সিধা সামগ্রী ও জলযোগের আয়োজন করিয়া দিলেন। গোস্বামী পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক জল খাইলেন, ও তাহার পর পাকু করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর যথেষ্ট মিষ্টান্ন ও শীতল বারি পান করিয়া দুর্লভ শ্রম দূর করিল; এবং বাটীর ভৃত্যদিগের সঙ্গে বসিয়া গ্রামের বৃত্তান্ত ও সকলের পরিচয় লইতে লাগিল। এমতকালে গোস্বামী "দুর্লভ" বলিয়া ডাক দিলেন। দুর্লভ উঠিয়া গিয়া দেখিল যে গোস্বামীর পাক্ প্রায় হইয়া আইল। গোস্বামী জিজ্ঞাসিলেন "সরোর কথা কে পাড়িতেছিল?" দুর্লভ কহিল, "ঠাকুর, সে অনেক কাণ্ড হয়ে গেচে। সরো আত্মহত্যা করেচে। এইটী সরোর বাপের বাড়ী। এই সমাচার পেয়ে অবধি বাটীশুদ্ধ সকলে কাতর"। গোস্বামী "কি—কি" করিয়া সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও পুনর্ব্বার কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! না জানি আমাদের আবার কি বিপত্তি পড়ে"। আদিমাধব এই অশুভ সংবাদে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন, ও সেই সময় অন্য এক ঘটনায় আরো চিন্তাকুল হইলেন। জনেক বাটীর পরিচারক ডাকিয়া কহিল, "ওগো, কানেষ্টেবলদের সিধে সামগ্রী দাও"। "কি—কি, কানেষ্টবল কি, কোথা—কোথা!" বলিয়া গোস্বামী পাক্‌শালের ঈশানকোণে অন্ধকারে গিয়া দাঁড়াইলেন। দুর্লভ তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইল, ও কহিল, "ঠাকুর, তোমার এতড়া ভয় কেন? মেয়েমানুষেও এখন কানেষ্টবল্ দেখ্‌লে ভয় করে না; তবে যে দুষ্কর্ম্ম করে, তারি ভয়। নেও—বসো; দেখ অন্ন

হলো কি না”। গোস্বামী কাঁপিতে কাঁপিতে অসিদ্ধ অন্ন ব্যঞ্জন হই-য়াছে বলিয়া নামাইলেন; ও অতি সংক্ষিপ্তমতে অশন সমাপন করিয়া দুর্লভকে প্রসাদ পাইতে বলিলেন। অকুতোভয় দুর্লভ স্বচ্ছন্দে সম্পূর্ণ ভোজন করিয়া সুখে নিদ্রা গেল। গোস্বামী শয্যাকণ্টকী রোগীর ন্যায় সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া সভয়ে নিশাবসানে দুর্লভকে জাগাইলেন, এবং অতি সত্বরতা পূর্ব্বক সকল শৃঙ্খলা করিয়া “শ্রীহরি” বলিয়া যাত্রা করিলেন। অর্দ্ধ-নিদ্রিত দুর্লভ পেটিকা মাথায় করিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। ভয়ে গৃহস্থের নিকট গোস্বামী বিদায় হইয়া আসিলেন না, পাছে “কানেষ্টেবেল্” ধরে। নদী পার হইতে হইতে প্রভাত হইল। তাহার পর বন অতিক্রম করিতে করিতে সূর্য্যোদয় হইল। সেই সময় গোস্বামী আর দুই একজন পথিক পাইলেন, এবং ক্রমশ তাঁহার ভয়ের লাঘব হইতে লাগিল। তন্মধ্যে একজন পথিক তাঁহার গ্রামস্থ,—তাহাকে দ্রুত গমনশীল দেখিয়া গোস্বামী কহিলেন, “বাপু, শ্রীপাঠে বলে যাঁবে যে আমরাও এলেম্”। পথিক “যে আজ্ঞা” বলিয়া পথ ধরিল। গোস্বামী তাহার এক প্রহর পরে পথে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়া সংক্ষিপ্ত বিশ্রামের পর গাত্রোত্থান করিলেন। এই সময়ে তৈজসের শকটও আসিয়া উপ-নীত হইল। গোস্বামী তাহাদিগকে সত্বর হইতে কহিয়া গমন করি-লেন। মধ্যে মধ্যে এক এক বার পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, যে কোন “কানেষ্টেবল্” আসিতেছে কি না। ক্রমে ক্রমে বেলাও শেষ হইয়া আইল, এবং পথও শেষ হইল। গোস্বামী গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন।—আহ্লাদের সীমা নাই। বাটীর সম্মুখে আসিয়া দেখেন যে অগ্রসারি ও কদলী বৃক্ষ রোপিত, ও পূর্ণকলসী স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিলেন যে শ্রীপাঠে পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছে। মঙ্গল।

আদিমাধব "গোবিন্দ—গোবিন্দ" বলিয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন। গোস্বামী-জায়া অগ্রসর হইলেন। তাহার পর দেখিতে দেখিতে শিষ্য সেবক, দাস দাসী, প্রতিবাসিগণ আসিয়া যথাযোগ্য প্রণাম—নমস্কার—করতঃ পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ ক্ষণ পরে জনতা নিবৃত্তি হইল। গোস্বামী পদ ধৌত করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলেন।

প্রাচীন দুর্লভ গোস্বামী-জায়াকে ও আর আর সকলকে একে একে প্রণাম করিয়া শকট হইতে দ্রব্য সকল উঠাইতে লাগিল। প্রথম দিন এইরূপ গোলযোগে গেল। পরদিন প্রাতে গোস্বামী প্রাতঃকৃত্য সারিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিলেন। সম্মুখে প্রিয় শিষ্য। পার্শ্বে দুর্লভ। কিঞ্চিৎ অন্তঃপটে গোস্বামীর বনিতা।—ফলতঃ পরস্পর অতি সন্নিহিত বটে। গোস্বামী-জায়া অধোবদনে আছেন—যেন কিছু তার ভার। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসিলেন, "তবে আমার জন্যে কি এনেচ তা বল"। গোস্বামী কহিলেন, "এ বার যে বেঁচে এসেছি, সেই বিস্তর জান্‌বে। বোধ হয় সে সকল কথা শুনে থাক্‌বে। তবে তৈজসপত্র যা কিঞ্চিৎ আছে, তা তো সকলি তোমার সম্মুখেই রয়েচে"।

আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করি নাই যে গোস্বামীর বনিতা স্বভাবতঃ কলহপ্রিয়া, এবং সমস্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় অতিশয় অভরণ-প্রয়াসিনী ছিলেন। গোস্বামীর মুখে ভূষণের স্থলে তৈজসের কথা শুনিয়া অতিশয় রুষ্ট হইলেন। "তবে পিতলের থাল্ কেটে তাবিজ্ করি? রেকাবি ভেঙ্গে হার গড়াই?" ইহা কহিয়া সম্মুখে যে সমস্ত তৈজস ছিল, তাহা পা দিয়া চতুর্দ্দিকে ফেলিয়া দিলেন।

এই সময় দুর্লভ দাঁড়াইয়া কহিল, " ঠাকুর, আপুনি ভুল্চো কেন? কংশবধের দিন বাঁড়ুয্যের ছোট স্ত্রী আপনাকে যে হীরের আংটি দিয়েছিল, তা কি কল্লেন? সেইটে দেন না কেন,—আগুন নিবে যাক্। গোস্বামী, " হাঁ—হাঁ, বটে তো—বটে তো, আমার মনে ছিল না " বলিয়া স্বকর হইতে হীরকাঙ্গুরী খুলিয়া বামদেবীর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। দেবী মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, " আমার এতে কাজ্ কি! বাঁড়ুয্যের ছোট স্ত্রী ওঁকে সাধ করে দিয়েচে, উনিই পরুন "। কিন্তু অঙ্গুরীয় প্রজ্জ্বলবরণ, ও অতি স্বচ্ছ জলের ন্যায় হীরার শুভ্রকান্তি দেখিয়া মনে মনে করিলেন, " কি চমৎকার জিনিস্!—যেন তারা জ্বল্চে "। এমত কালে গোস্বামীর শিষ্য ও দুর্লভ বিনয় বচনে কহিল, " মা গোসাঞী, ক্ষান্ত হও। অঙ্গুরীটী ধর। এবার হলো না, বারান্তরে যথেষ্ট অভরণ আন্বেন "। গোসাঞী-বধূ অঙ্গুরী লইয়া কহিলেন, " তবে তোমরা এই স্থির করে দাও, যে ভবিষ্যতে শিষ্যালয় কেবল আমিই যাইব। আমি ভাগবত জানি, চপ্ জানি, কথকতা জানি, মন্ত্র দিতেও জানি। যদি তোমরা এ স্বীকার কর, ও কথকতার সমস্ত দ্রব্যাদি আমাকে অগোণে বুঝাইয়া দাও, তবে আমি অঙ্গুরী ধারণ করিব "। এই কথায় গোস্বামীসহ সকলে সায় দিয়া কহিল, " যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে "। দুর্লভ কহিল, " আপনকার স্বেচ্ছা। আমি এই সব পুঁথি প্রভৃতি করে যা যা আছে সব এনে দিচ্চি "। ইহা কহিয়া নিম্নলিখিত যাবদীয় দ্রব্য সকলের প্রত্যক্ষে মা-গোস্বামীকে বুঝাইয়া দিল। যথা—

শ্রীমদ্ভাগবত পুস্তক ... ... ১ দফা।
পিতলের অর্দ্ধচন্দ্র থন্তী ১
গীত গোবিন্দ নামাবলী ১

তিলক কুতলী	...	...	১
বনাতের আসন	...	...	১
বস্ত্রের ছাতা	...	..	১
হাত ছড়ী	...	...	১
খড়ম	... ...	...	১ যোড়া।
গোলাপী রঙ্গের গামোছা	...	...	১
তল্পী	... ...	...	১ টা।
দুর্লভ ভৃত্য	... ...	...	১ দফা।

প্রাচীন দুর্লভকে আমরা কথকতার একাঙ্গ জানিয়া তাহাকে তালিকাভুক্ত করতঃ "চার্জের" সামিলে দিলাম। পাঠক মহাশয়রা বোধ হয় তাহা অব্যবস্থা বিবেচনা করিবেন না।

মা-গোসাঞী অতঃপর কথকতার পুস্তকাদি দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হইয়া সহর্ষে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পুটে বদ্ধ করিলেন। কেবল দুর্লভমাত্র চাবির বাহিরে রহিল। তদনন্তর প্রোজ্জ্বল হীরকাঙ্গুরী লইয়া অনামিকায় ধারণ করিলেন, ও মনে মনে করিলেন, যে "সোণা রূপার ডেলা অপেক্ষা হীরের টুক্‌রোও ভাল"। এইরূপে গোস্বামী-ঠাকুরাণীর ক্রোধ সম্বরণ হইলে সকল দিক্ রক্ষা হইল। দুর্লভ শুনিল যে এক্ষণে মা-গোস্বামী র অধিকার হইল; তাহাতে করযোড়ে কহিল, "এখন কানেষ্টেবলের ভয় গেল, আর যা হউক্ না হউক্"। গোস্বামী হাসিয়া কহিলেন, "আরে দুর্লভা, এক্ষণে রাধিকা রাজা হইলেন। তাঁহার নূতন রাজ্যের সুখ ভোগ কর। আমি খুঙ্গি পুঁথি তুলিলাম"।

সমাপ্তঃ।

Printed by S. P. Chatterjee, at the New Bengal Press,—30, Rajah Kalikrishna's Lane, Sobhabazar—Calcutta.—1875.